মোপাসাঁর গল্প

[মূল ফরাসী হইতে অনূদিত]

অনুবাদক

শ্রীননীমাধব চৌধুরী, এম্-এ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই পুস্তকের একমাত্র বিক্রেতা
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা।

দুই টাকা

শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি-এ কর্তৃক
১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা
কে, পি, বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত
ও ১০নং কলেজ স্কোয়ার হইতে
উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীচরণেষু।

সূচীপত্র

ভূমিকা

কোনও পুস্তকের ভূমিকা লেখবার উদ্দেশ্য তার সমালোচনা করা, অর্থাৎ তার নিন্দা বা প্রশংসা করা নয়। ভূমিকার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখকের সঙ্গে ও তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠক সমাজের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ইংরাজি ভাষায় যাকে certificate বলে, যে চায় তাকেই দেওয়ার আমার অভ্যাস নেই; কিন্তু আমি বহু পুস্তিকার ভূমিকা পূর্ব্বেও লিখেছি আজও লিখি। এক্ষেত্রে এই কৈফিয়ৎটুকু দিয়ে এখন প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাক্।

শ্রীযুক্ত ননীমাধব চৌধুরী আমার আত্মীয় এবং নিকট আত্মীয়। তিনি যখন M. A. পড়েন, সেই সময়েই আমি আবিষ্কার করি যে, তিনি ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করেন। এবং তিনি ফরাসী পুস্তক পড়েই ক্ষান্ত থাকেন না। কোনও কোনও পুস্তকের অনুবাদ করবারও চেষ্টা করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি প্রথমে Chateaubriand Rene' নামক পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ করেন। সে অনুবাদ তিনি অবশ্য কোন দিন প্রকাশ করেন নি। কারণ এ পুস্তিকার খুব ভাল ভাল ইংরাজি অনুবাদ আছে। আর আমরা বাঙ্গালীরা হাজার চেষ্টা করলেও, ইংরাজী ভাষায় কখনো এমন অনুবাদ করতে পারব না, যা ইংরাজ পাঠকেরা সাহিত্য বলে' গ্রাহ্য করবে। দুটি চারটি ক্ষণজন্মা লোকের কথা ছেড়ে দিলে, অদ্যাবধি কোনও বিদেশী পুস্তকের, অপর একটি বিদেশী ভাষায় এমন অনুবাদ করতে কেউ সক্ষম হয় নি, যে অনুবাদের গায়ে মূলের রঙ ও রূপ থাকে।

বাঙালীর পক্ষে ইংরাজী সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, এই বিশ্বাস-

বশতঃই আমি শ্রীমান ননীমাধবকে উক্ত চেষ্টা থেকে বিরত করি। বলা বাহুল্য অনুবাদ-সাহিত্যও সাহিত্য।

অতঃপর আমার অনুরোধেই তিনি মোপাসাঁর গুটিকতক গল্প বাঙলায় অনুবাদ করেন, আর সে অনুবাদ যে বাঙালী পাঠক সমাজের হাতে দেবার উপযুক্ত, এই বিশ্বাসেই সেগুলি সবুজপত্রে প্রকাশিত করি।

মোপাসাঁ অবশ্য জগদ্বিখ্যাত গল্প লেখক। অতএব তাঁর কোনরূপ গুণগান করবার প্রয়োজন নেই। তাঁর গল্পের বিষয় নূতন, গল্প বলবার ক্ষমতাও অসাধারণ, আর তাঁর ভাষা চমৎকার। Anatole France বলেছেন যে, He sold his soul to the Devil for his pen. এর চাইতে ষ্টাইল সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা আর কিছু হতে পারে না। আমার অবশ্য ফরাসী ভাষায় সে জ্ঞান নেই যার বলে মোপাসাঁর ভাষার সকল গুণ বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর ভাষার গতি ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমরাও অন্ধ নই।

অনুবাদে যে এ ভাষার পূর্ণ সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না, সে কথা আমি মানি। তবুও যে শ্রীমান ননীমাধবকে, মোপাসাঁর গল্প বাঙলায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করি, তার কারণ ইউরোপের সকল ভাষাতেই তাঁর কথা অনুদিত হয়েছে। এই সব অনুবাদক মাত্রেই কিছু অসামান্য ষ্টাইলিষ্ট মোটেই নন। অথচ অধিকাংশ মোপাসাঁভক্ত বাঙালীরা, ইংরেজী তরজমার মারফৎ তাঁর গল্পের পরিচয় লাভ করেছেন। কোন গল্পের মোটামুটি রূপ রক্ষা করতে পারলেই তার অনুবাদ পাঠকসমাজকে আনন্দ দান করতে সক্ষম হয়। আমার বিশ্বাস এই বই খানি থেকে বাঙালী পাঠক মোপাসাঁর গল্পগুলির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবেন।

মোপাসাঁ অসংখ্য গল্প লিখেছেন, তার সবগুলিই যে পাঠক সমাজের প্রিয় তা' অবশ্য নয়। আর তার কতকগুলির গায়ে devil এর হাতের ছাপ আছে। সুতরাং বাঙালী সমাজের কাছে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গল্প-

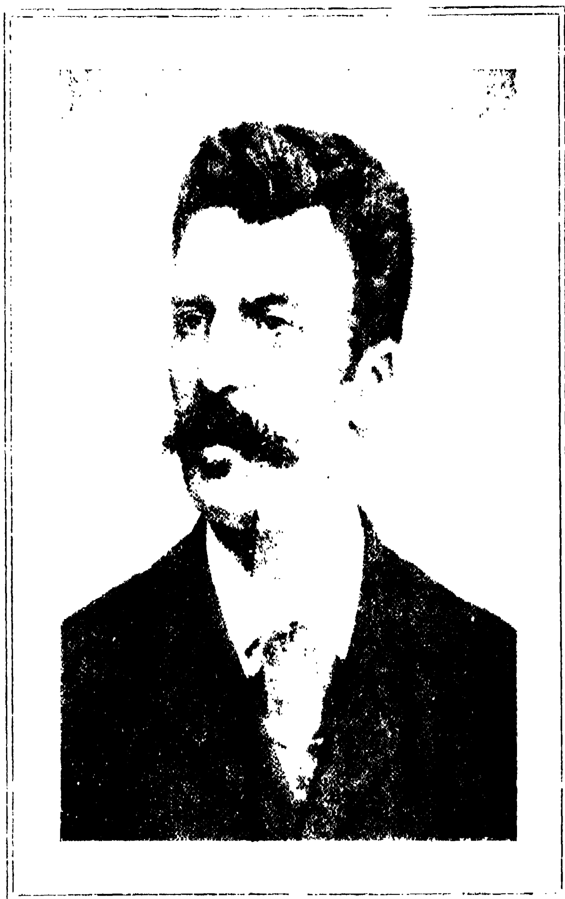
গুলিই ধরে দেওয়া উচিত। শ্রীমান ননীমাধব যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন, সেগুলি পৃথিবীর যে কোন ভাষার যে কোন গল্প সংগ্রহে স্থান লাভ করবার যোগ্য।

এ সংগ্রহের প্রথম ও শেষ গল্পটি সর্ব্বজনবিদিত। মোপাসাঁর বহু গল্পের সঙ্গে আমি বহুকাল হতে পরিচিত। কিন্তু "বুল দ্য স্যুইফের" সঙ্গে আমি এদেশে পরিচিত ছিলুম না। আমি বিলেতে এ গল্প যেদিন পড়ি, সে দিন এ গল্পের ভাষা, বর্ণনা ও কথাবস্তু সবই আমাকে মুগ্ধ করে। আশা করি এ গল্প বাংলা ভাষায় পড়ে' বাঙালী পাঠকও তদ্রূপ চমৎকৃত হবেন।

মোপাসাঁ এ গল্প লেখেন, ফ্রাঙ্কো প্রুশীয়ান যুদ্ধের সময়। এই গল্পই তাঁর প্রথম গল্প, আর এই গল্প লিখেই তিনি য়ুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীমান ননীমাধবের সংগ্রহের পাঁচটি গল্প উক্ত যুদ্ধেরই গল্প, যদিচ এ সব গল্পের ভিতর যুদ্ধের কোন বর্ণনা নেই। যুদ্ধকালীন দেশের নানা স্ত্রী পুরুষের মনোভাব ও ব্যবহারই হচ্ছে মোপাসাঁর এ সব গল্পের প্রাণ।

এ সংগ্রহের শেষ গল্পটি তথাকথিত সাধু ভাষায় লিখিত হয়েছে। হঠাৎ তিনি এরূপ রীতি পরিবর্ত্তন করলেন কেন, বুঝতে পারছিনে; সম্ভবতঃ তিনি এ গল্পটী সবুজপত্রের জন্য লেখেননি বলে। সাধুভাষার আশ্রয়ে তিনি গল্পটি বেশী ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কি না, সে বিচার পাঠক সমাজ করবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী



গী দ্য মোপাসাঁ।

Henri-Rene'-Albert-Guy de Maupassant ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট দীপের নিকট Chateau de Miromesnil-এ জন্মগ্রহণ করেন। মোপাসাঁর পিতা লোরেন দেশীয় কিন্তু মোপাসাঁ-পরিবার গী দ্য মোপাসাঁর জন্মের কিছু পূর্ব্বে নরমাণ্ডিতে বাস উঠাইয়া আনেন। মোপাসাঁর মাতা নরমাণ্ডি দেশীয়া। নরমাণ্ডিতে মোপাসাঁর প্রথম জীবন কাটে, বিদ্যাশিক্ষাও সেখানেই হয়। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নরমাণ্ডির বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের যে জীবন্ত বর্ণনা দেখা যায় তাহা এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফল।

মোপাসাঁর বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয়ান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য এই লড়াইতে তাঁকে যোগ দিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর যে সকল গল্প আছে সেগুলির উপাদান বহুলাংশে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লব্ধ।

যুদ্ধের পরে তিনি সরকারী দপ্তরে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। যে দশ বৎসর কাল (১৮৭০—৮০) তিনি চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন সেই দশ বৎসর তাঁর সাহিত্য সাধনায় শিক্ষানবিশীর যুগ। প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক ফ্লবেয়ার (Gustave Flaubert) ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু, রচনায় হাতে খড়ি ফ্লবেয়ারের নিকটেই হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Les Soire'es de Medan কাগজে তাঁর বিখ্যাত গল্প Boule de Suif বাহির হয়। এই গল্প বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে মোপাসাঁর নাম ছড়াইয়া পড়ে এবং অর্থাগমের পথও খুলিয়া যায়। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কেবল সাহিত্য সাধনাতেই আত্ম-

নিয়োগ করেন। দশ বৎসর কাল তিনি ক্রমাগত গল্পের পর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতে থাকেন।

অর্থাগম হইতে থাকিলে মোপাসাঁর শৈশবের ভ্রমণের নেশা তাঁকে পাইয়া বসিল। নরমাণ্ডির Etretatএ যে বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন সেখানে স্থির হইয়া বাস করিতেন না। একখানি yacht কিনিয়া তার নাম দিয়াছিলেন Bel Ami. সেই yachtএ চড়িয়া ইচ্ছামত আলজেরিয়া, সিসিলী, কর্সিকা প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই ভ্রমণের ফলে Au Soleil, Sur l'eau প্রভৃতি তিনখানি পুস্তকের সৃষ্টি হয়। এই ভ্রমণের প্রসঙ্গে বলা দরকার যে মোপাসাঁ চিরজীবন অকৃতদার ছিলেন।

নানা অত্যাচারের ফলে তাঁর শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া মোপাসাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাত্র তের বৎসর সাহিত্য সাধনার ফলে মোপাসাঁ ১৬ খানি গল্পের বই, ৬ খানি নভেল, ৩ খানি ভ্রমণ কাহিনী, ১ খানি পদ্য সংগ্রহ ও ১ খানি নাটক ও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মৃত্যুর পরে এগুলি ছাড়া আরও ৩ খানি নভেল প্রকাশিত হয়।

অনুবাদকের বিজ্ঞপ্তি।

বর্ত্তমান গল্প-সংগ্রহে মোপাসাঁর আটটি গল্পের অনুবাদ আছে। এই আটটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয়ান যুদ্ধের সময়কার কোন না কোন ঘটনা লইয়া। পাঁচটি যুদ্ধের গল্পের মধ্যে বিখ্যাত গল্প Boule de Suif (চর্ব্বির গোলা) আছে; আর আছে La mère Sauvage (মায়ের প্রতিশোধ), Deux Amis (দুই বন্ধু), L'aventure de Walter Schnaffs (একটি যুদ্ধের গল্প) এবং Mademoiselle Fifi (বাদলা রাতের আমোদ)। বাকী তিনটি গল্প Julie Romaine (অভিনেত্রী), Minuet (নৃত্য শিক্ষক), Mon Oncle Jules (আমার খুড়ো) যুদ্ধের গল্পগুলি হইতে আলাদা শ্রেণীর।

এই আটটি গল্পের মধ্যে "একটি যুদ্ধের গল্পের" অনুবাদ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। Mademoiselle Fifi নূতন অনুবাদ করা হইয়াছে। বাকী ছয়টির অনুবাদ সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭।৮এ, রুস্তমজি ষ্ট্রীট্,
বালিগঞ্জ।
২৪।৮।৩৩।

মোপাসাঁর গল্প

——:*:——

বুল-দ্য-সুইফ বা চর্ব্বির গোলা *

(Boule de Suif)

আজ কয়েক দিন ধরে পরাজিত সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সহরের ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। লড়াক্কে-সেপাহীর মত চেহারা তাদের আর কিছু মাত্র ছিল না—ছিন্নভিন্ন হয়ে এক একটা দল বেঁধে তারা চলছিল। লম্বা, বেজায় নোঙরা দাড়ি আর ছেঁড়া পোষাক, এই নিয়ে গা-ছেড়ে দিয়ে তারা এগোচ্ছিল, সঙ্গে না ছিল নিশান, না ছিল তাদের পল্টনী কায়দা। সকলেরি অতি ক্লান্ত, বিমর্ষ ভাব, দেখে মনে হয় তারা চিন্তা বা কাজ করবার শক্তি একদম হারিয়েছে; হাঁটছে শুধু অভ্যাসের বশে, কোথাও থামলেই ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ছে। আরও চোখে পড়ছে হরেক রকমের লোক যারা সবে নূতন যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল অনেক শান্তশিষ্ট, নিরীহ, আধাবয়সী লোক, যারা বন্দুকের ভারে নুইয়ে পড়ছে; আর চট্‌পটে ছোকরা সৈনিক, যারা সহজেই যেমন রোখে তেমনি ভয় খায়, আক্রমণ করতে ও পালাতে যারা সমান পটু; লালকোর্ত্তা পরা দুএকজন সেপাহী, বড় বড় লড়াইয়ে ঘা

---

* এটি মোপাসাঁর প্রথম গল্প এবং এই গল্প লিখেই তিনি জগৎবিখ্যাত লেখক হয়ে ওঠেন। যখন এ গল্প লেখা হয় তখন ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের জের মেটেনি। অর্থাৎ তখন ফরাসীরা যুদ্ধে হেরেছে আর জর্ম্মাণরা অর্দ্ধেক ফ্রান্স দখল করে বসেছে। এই গল্পের বইটি দেশের ঐ দুরবস্থার দিনেও এক মাসে নাকি তিন লক্ষ কপি ফ্রান্সে বিক্রী হয়।
(সবুজপত্র সম্পাদক)

খেয়ে যাদের দলের মধ্যে সামান্য সংখ্যাই বেঁচে আছে; গম্ভীর মুখ গোলন্দাজ সেপাহী পদাতিকদের সাথে দণ্ডায়মান, আর ক্বচিৎ এক আধটি জমকালো পোষাকপরা অশ্বারোহী সেপাহী, যারা সাজ-সজ্জার ভার বয়ে অতি কষ্টে পদাতিক সৈন্যের সাথে চলেছে।

এদের পর ফিরে এল কয়েক দল ভলান্টিয়ার সৈন্য, চোরের মত চেহারা করে। কিন্তু তাদের দলের নামগুলো ছিল খুবই গাল-ভরা—"পরাজয়ের প্রতিহিংসক," "মৃত্যুদেশের মানুষ," "মরণের সহযাত্রী" ইত্যাদি।

এই সব দলের কাপ্তেন হচ্ছেন রাজ্যের যত বড়ো হাবড়া কাপড়ের ও গোলদারী ব্যবসায়ী, চর্বি ও সাবানের ভূতপূর্ব দোকানী। সেপাহী হয়েছেন তাঁরা দায়ে পড়ে, আর কাপ্তেন হয়েছেন পয়সার জোরে বা গোঁফের বহরের জোরে। হাতিয়ার-পাতি, ফ্লানেল ও লেসে সজ্জিত হয়ে, জোর গলায় তাঁরা কথা কইছিলেন, যুদ্ধের যুক্তি পরামর্শ করছিলেন, এই ভাবে, যেন যুদ্ধক্লিষ্ট ফ্রান্সকে তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে, শুধু গলাবাজির জোরেই তাঁরা বাঁচিয়ে রাখছেন। কিন্তু মনে মনে তাঁরা আপনাদের অধীন সৈন্যদের বিশেষ ভয় করে চলতেন, কারণ তারা সব ছিল কারামুক্ত কয়েদী, দুঃসাহসিক চোর ও বদমাইস।

তারা সবাই বলাবলি করছিল, প্রুসিয়ানরা রুয়াঁ প্রবেশ করল বলে।

বাকী ছিল ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্যরা। তারা মাস দুই ধরে আশ-পাশের বন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে খুব হুঁসিয়ার হয়ে খবরদারী করছিল,—কখন বা নিজ প্রহরীদের উপর গুলি চালিয়ে, কখন বা ঝোপের আড়ালে একটা খরগোসের বাচ্চা নড়লেই বন্দুক উঁচিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে বুকটান করে খাড়া হয়ে। কিন্তু তারাও বাড়ী ফিরে

এসেছে। তাদের হাতিয়ারপাতি, পোষাক-আষাক, মানুষ ত ভাল, রাস্তার থামগুলোর পর্য্যন্ত ত্রাস জন্মিয়ে দিত। সেগুলোও হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে।

অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্যেরা সেইন (Seine) নদী পার হয়ে চলে এল, "সাঁতসেভে" ও "বুর্গ আসাদ" দিয়ে "পং ওদেম-এ" যাবার জন্য। সকলের শেষে এলেন ভগ্ন-হৃদয় সেনাপতি, দু'জন গোলন্দাজ অফিসারের সাথে, পায়ে হেঁটে। আপনার ছত্রভঙ্গ, দড়িছেঁড়া সৈন্যের উপরে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না; তিনি নিজেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন,—চিরকাল যুদ্ধজয়ী একটা জাতের অতুল সাহস সত্ত্বেও এই সাংঘাতিক পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে।

তারপর বিরাট নিস্তব্ধতা; ভয়ঙ্কর কি একটার প্রতীক্ষায় সব চুপ, সহরটা ছমছম করছে। হাঁদাপেটা যত দোকানীরা, ব্যবসাতে শুধু টাকা করতে গিয়ে যাঁরা সাহসটুকুও হারিয়েছেন, তাঁরা কেবল ভাবছেন কখন বা বিজেতারা এসে পড়ে, আর তাঁদের মনে বিপুল ভয় যে রান্নাবান্নার ছুরি বঁটিগুলোকেও শেষটা জার্ম্মাণরা অস্ত্রের মধ্যে না ধরে।

প্রতিদিনকার চলাফেরা বন্ধ, দোকান পাট বন্ধ, রাস্তা ঘাট কোলাহল শূন্য;—কদাচিৎ এক-আধটি লোক চারদিকের এই নিস্তব্ধতায় ভয় খেয়ে দেয়ালের গা ঘেঁসে সরে পড়েছে।

অবশেষে এই অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠল, মনে হল এর চেয়ে শত্রুর উপস্থিতিও ভাল।

ফরাসী সৈন্য চলে যাবার পরদিন বিকেলে কোথা থেকে একদল জার্ম্মাণ অশ্বারোহী সৈন্য (Uhlans) দ্রুতগতিতে সহরের উপর দিয়ে চলে গেল। এর কিছু পরেই 'সাঁৎ কাথেরিনের' দিক থেকে একদল সৈন্য শ্রাবণের আকাশজোড়া কালো মেঘের মত নেমে এল এবং

'দারনেতোল' ও 'বোয়া গুইলোম'-এর পথ ধরে আরও দুই বিজয়ী বাহিনী এসে উপস্থিত হল। এই তিন দলের অগ্রবর্ত্তী প্রহরী সৈন্য একই সময়ে হোতেল-দ্য-ভিলের সুমুখে এসে জড় হল। তারপর চারিদিককার সবগুলো পথ দিয়ে তালে তালে পল্টনী পা ফেলার শব্দে রাস্তার পাথর মুখরিত করে, বিজয়ী জার্ম্মাণ সৈন্য অবিরাম চলে যেতে লাগল।

অজ্ঞাত, দাঁতভাঙ্গা এক ভাষায় উচ্চারিত, অফিসারদের সব আদেশ পথের ধারের সব বাড়ীগুলোর উপর থেকে শোনা গেল। বাইরে থেকে বাড়ীগুলো দেখতে পরিত্যক্ত, মৃত,—কিন্তু বন্ধ করা জানালার আড়াল থেকে জোড়া জোড়া চোখ দেখছিল, কেমন দেখতে এই বিজয়ী মানুষগুলো, যারা যুদ্ধে জয়লাভ করবার অধিকারে এই সহরের মালিক, জীবন মরণের হর্ত্তাকর্ত্তা, সকল স্বত্বে স্বত্ববান হয়েছে। দরজা জালনা বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে সহরের তাবৎলোক আতঙ্কে কাঁপছিল, যেমন করে মানুষ কাঁপে যখন পৃথিবী ধ্বংসকারী প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি তার চোখের সুমুখে প্রকটিত হয়, যার বিরুদ্ধে তার সকল বাহুবল, সকল যুক্তিতর্ক একেবারে ব্যর্থ। যখনই পৃথিবীতে অনেকদিনের চলে-আসা একটা গোছ-গাছ, অভ্যস্ত একটা শৃঙ্খলা ও চারদিকের শান্তি, যখনই মানুষ বা প্রকৃতির হাতে গড়া সাধারণ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠান, বিবেক-শূন্য নির্ম্মম বর্ব্বরতার পায়ের তলায় দলিত হয় তখনই এমনতর বুক-ভাঙ্গা আতঙ্ক সবাইকে চেপে ধরে। মানুষে-ভরা আস্ত আস্ত বাড়ীগুলো যখন পৃথিবীর দুলুনীতে আছাড় খেয়ে সবশুদ্ধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে; নদীর বান যখন দুই কুল প্লাবিত করে জলে-ডোবা কৃষকদের মৃতদেহ, মরাগরু ও ঘরের কড়ি বরগা একসাথে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,—অথবা বিজয়ী সৈন্য যখন জীবন রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধ করে তাদের কতক মেরে কেটে, কতক

বন্দী ক'রে, তরবারির জোরে লুট ক'রে কামান গর্জ্জনের সাথে তাদের দেবতার জয়ধ্বনি ক'রে চলে যায় তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাকে ভক্তি বলা চলে না। এসব দৃশ্য দেখলে ঈশ্বরের সুবিচারের উপর আমাদের বিশ্বাস, তাঁর উপর আমাদের ভক্তি ও নির্ভর এবং মানুষের উপর আমাদের আস্থা সমূলে আমাদের মন থেকে উৎপাটিত হয়ে যায়।

যাক্। সৈন্যদের এক একটা দল প্রত্যেক বাড়ীর কাছে গিয়ে তার দরজায় এক একটা করে ঘা দিল, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল। প্রথমে আক্রমণ, তারপর দখল। এর পরের কর্ত্তব্য হচ্ছে বিজিত-দের ;—তারা জেতাদের সাথে কুটুম্বের মত ব্যবহার করবে।

কয়েকদিন যেতেই লোকের ভয়টা ভেঙ্গে গেলে একটু শান্তির মত দেখা গেল। অনেক বাড়ীতে প্রুসীয় অফিসার পরিবারবর্গের সাথে এক টেবিলে খেত। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ভদ্রবংশীয়; তারা ভদ্রতা করে, ফ্রান্সের উপর সহানুভূতি দেখিয়ে বলত যে, আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হত, কারণ সময়ে তাদের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক হতে পারে। অনেকের খোরাক জুটে যেত এই ভবিষ্যৎ চিন্তার দরুণ। আর যার উপর তাদের ভাল মন্দ নির্ভর করছে, তাকে চটিয়েই বা লাভ কি? ও রকম কাজে সাহস নয়, অসমসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এককালে 'রুয়ঁা'বাসীরা প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বটে, এখন আর সেদিন নেই। আর একথাও বলা দরকার যে, লোকে যদি বাড়ীর বাইরে ঐ বিদেশী সৈন্যগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা না দেখায় তাহলে বাড়ীর ভিতরে তাদের সাথে অবাধে মিশতে ফরাসী ভদ্রতাজ্ঞানে বাধিত না। রাস্তায় তারা কেউ

কারো দিকে ফিরে চাইত না, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বেশ কথাবার্ত্তা কইত। অফিসাররা রোজ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে ফরাসীদের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে গল্পগাছা করত।

আস্তে আস্তে সহরের চেহারা আগেকার মত হতে লাগল। ফরাসীরা কদাচিৎ রাস্তায় বেরুত, জার্ম্মাণ সৈন্যেরাই সর্ব্বত্র হৈ হৈ করে বেড়াত। বাকীর মধ্যে ছিল "ব্লু-হুসার" অশ্বারোহী দলের অফিসাররা; তারা লম্বা লম্বা তরবারি ঝুলিয়ে সদম্ভে রাস্তায় চলত, কিন্তু আগের বছরের পা-দল সৈন্যের অফিসারদের চেয়ে ওরা সহরের সাধারণ লোকদের প্রতি বেশী তাচ্ছিল্য প্রকাশ করত না।

কিন্তু চারিদিকের বাতাসের ভিতর নূতন, তীব্র কি যেন একটা ঢুকে ছিল; অনভ্যস্ত, বিশ্রী একটা চাপা চাপা ভাব লোকের দম আটকে দিচ্ছিল, হাওয়ার মুখে চারিয়ে-যাওয়া একটা গন্ধের মত,—যার কারণ হচ্ছে জার্ম্মাণদের সহর অধিকার। পথঘাট, ঘরদোর, সকল স্থান ঐ ভাবে আক্রান্ত; খাবার জিনিস পর্য্যন্ত ঐ কারণে স্বাদহীন। মনে হচ্ছিল যেন কোন একটা সুদূর দেশে, যেখানে অসভ্য, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোকের বাস, সেইখানে সবাই মিলে জাহাজের খোলে বন্ধ হয়ে যাত্রা করেছে।

বিজেতারা প্রচুর টাকার দাবী করত এবং প্রচুর টাকাই পেত। সহরের বাসিন্দারা যখন যে টাকা চাওয়া হত তাই দিত, কারণ টাকার অভাব তাদের ছিল না।

এদিকে সহরের পাঁচ মাইল ভাটিতে 'ক্রোয়াসে' 'দীপদাল' বা 'বীসার্তে'র' নীচে নদীতে, জেলে ও মাঝিরা প্রায়ই মরা জার্ম্মাণ দেহ দু'একটা করে পেত। পরণে তাদের য়ুনিফরম, আর সাধারণত দা বা লাঠির আঘাতে, পাথর দিয়ে মাথাটা ছেঁচে বা পুলের উপর থেকে ধাক্কা

দিয়ে ফেলে, তাদের খুন করা হয়েছে। মানুষে এমনি করে' লুকিয়ে থেকে প্রতিহিংসা বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করত, যা বর্ব্বরোচিত হলেও নিতান্ত স্বাভাবিক। এই বীরত্বের জন্য তারা পুরস্কার পেত না; নিঃশব্দে, গোপনে এই যুদ্ধ জয় হত,—কিন্তু যশের অংশ এতে না থাকলেও বিপদের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কম ছিল না। এই ধরণের যুদ্ধে, পরাজিত পক্ষের সমাধি হত নদীর বিস্তৃত গর্ভে।

একটি মাত্র আদর্শ বা আইডিয়ার জন্য মরতে প্রস্তুত, এমনতর বাছা বাছা সাহসী পুরুষ, চিরকালই বিদেশী-বিদ্বেষে এমনি করে জ্বলে ওঠে।

এরপর ক্রমে যতই দেখা যেতে লাগল যে, বিজেতারা জয়পথে আগাগোড়া যে সব ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে করতে আসছিল, সহর শাসন করতে গিয়ে তার কোনটাই আর সেখানে করল না, ততই লোকের মন নিঃশঙ্ক হতে লাগল। ব্যবসা বাণিজ্যের আশা ফের সব ব্যবসায়ীদের মনে জেগে উঠল। 'হাভরে-তে' অনেকের প্রচুর টাকার মালামাল ছিল। তাই মহাজনেরা মনস্থ করলে স্থলপথে দীপ গিয়ে, তারপর জাহাজে চড়ে 'হাভরে' যাবে।

যে সব জার্ম্মাণ অফিসারের সাথে তাদের পরিচয় ছিল, তাদের হাত করে জেনারেলের কাছ থেকে ছাড় পত্র নেওয়া হল।

চার ঘোড়ার একখানা বড় গাড়ী ভাড়া করা হল এবং ঠিক হল তাতে দশজন যাবে। শেষটা লোকজন না জমে যায় এজন্য যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট হল মঙ্গলবার সকালে ফর্সা হবার আগেই।

কদিন ধরে একটু একটু করে বরফ পড়ে মাটি ঢাকা পড়তে সুরু হয়েছিল। সোমবার প্রায় তিনটে থেকে কালো মেঘ বরফ বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি অবিরাম বরফ পড়ল।

ভোর সাড়ে চারটায় যাত্রীরা গাড়ী চড়বার জন্য হোতেল-দ্য-নরমাণ্ডির উঠানে এসে জুটল।

তখনও কারো ঘুমের ভাব কাটেনি, জামা কাপড় গায়ে সকলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না,—চটের মত একরাশ মোটা কাপড়ে ঢাকা তাদের দেখাচ্ছিল ঠিক ক্যাসক (Cassock)-পরা পেট-মোটা পাদরীদের মত। খানিক পরে দু'জন পরস্পরকে চিনতে পারল, তৃতীয় আরেকজন তাদের কাছে এগিয়ে এল। তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল।—"আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন", একজন বললে। "আমারও তাই"। "আমার সঙ্গেও আমার পরিবার"। প্রথম লোকটি বললে, "আমরা আর রুয়াঁতে ফিরছি না। প্রুসীয়ানরা যদি 'হাভ্‌রে'র দিকে এগোয় তবে সোজা ইংলণ্ড মুখে রওনা হব"। সকলেই জাত ভাই, সকলেরই সেই মত।

ঘোড়া তখন পর্য্যন্ত গাড়ীতে যোতা হয়নি। আস্তাবলের একজন সইস একটা ছোট লণ্ঠন হাতে করে এক একবার এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো খড় বিছানো রাস্তায় কেবলই পা ঠুকছিল। ঘরের মাঝে অনেক দূর থেকে কার গলা শোনা যাচ্ছিল, সে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে কথা বলছে ও বকাবকি করছে। টুং টাং শব্দে বোঝা গেল সাজ কসা হচ্ছে। শব্দ ক্রমেই পরিষ্কার হতে লাগল; সে শব্দ ঘোড়ার শরীরের দুলুনীর সাথে তালে তালে বাড়তে থাকে, হঠাৎ থেমে যায়, তারপরেই মাটিতে ঘোড়ার নাল ঠোকা পা ছোড়ায় তা আবার জোরে সুরু হয়।

দরজাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সব চুপ। যাত্রীরা ঠাণ্ডায় জমে যাবার মত, ক্রমে সবার বিরক্তি ধরে গেল, সবাই খুঁটির মত খাড়া দাঁড়িয়ে, হিমে আড়ষ্ট।

অবিরাম সাদা তুষার কণা পড়ছে, যেন একটা পরদা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন জিনিষের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, আগাগোড়া বরফে ঢাকা, যেন মাটির গায়ে সাদা শ্যাওলা পড়েছে। শীতের রাত্রে শান্ত ও নিদ্রামগ্ন সহরের এই বিরাট নিস্তব্ধতায় আর কিছুই কাণে আসছিল না,—শুধু অবিরাম বরফ পড়ার ঐ অস্ফুট, অবর্ণনীয়, দূরাগত মৃদু শব্দ, ঠিক শব্দও নয়, শুধু শব্দের একটা নিবিড় অনুভূতি, জগৎ-জোড়া যে প্রাণের স্পন্দন চলেছে তারই আভাস।

সইসটা খানিক বাদে লণ্ঠন হাতে করে লাগাম ধরে এগোতে নিতান্ত অনিচ্ছুক এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে টানতে টানতে ফিরে এল। তাকে যোয়ালের ভিতর পুরে যোত কসে দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে চারদিক দেখতে লাগল ঠিক হচ্ছে কিনা, কারণ লণ্ঠনে এক হাত আটকা থাকাতে শুধু একহাতে তাকে কাজ করতে হচ্ছিল। দ্বিতীয় ঘোড়া আনবার জন্য ফিরতেই তার চোখ পড়ল থামের মত দাঁড়িয়ে বরফে সাদা সব যাত্রীদের উপর। তাদের অবস্থা দেখে সে বললে, "আপনারা গাড়ীতে চড়ে বসুন না কেন, মাথাটা বাঁচবে ত" ?

এই সোজা কথাটা তারা ভাবেনি। এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। প্রথম তিনজন তাদের স্ত্রীদের আগে উঠিয়ে নিজেরা উঠে বস্‌ল। বাকী যারা আপাদ মস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল তারাও বিনাবাক্যব্যয়ে এক একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

নীচে পা রাখবার জায়গায় খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহিলারা পা গরম করবার জন্য তামার "সোফারেট" (chaufferettes) এনেছিলেন, এখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। মোটা গলায় কে যেন এতক্ষণ ধরে ঐ গুলোর বিজ্ঞাপন জাহির করেছিলেন, যা হয়ত হাজার বার লোকে শুনেছে।

পথ অনেক ও ভার বেশী বলে, দুই ঘোড়ার জায়গায় চার ঘোড়া

যোতা হল। তারপর বাইরে থেকে একজন ডেকে বললে,—“সবাই গাড়ীতে উঠেছেন, আপনারা” ? ভিতর থেকে একজন উত্তর দিলে “হাঁ,” গাড়ী ছেড়ে দিল।

অতি ধীরে ঠকঠক করে গাড়ী চলতে লাগল। রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছিল ; গাড়ীখানা শ্রুতিকটু কোঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে চলল। ঘোড়াগুলো হাঁপিয়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগোতে লাগল। কোচোয়ানের লম্বা চাবুক অবিরাম চট্‌পট্‌ শব্দ করে চারিদিকে ঘুরতে লাগল, সপাং সপাং করে সরু সাপের মত উঠ্‌তে পড়তে লাগল, কখন পটাৎ করে নীচে নেমে, ঘোড়ার পিছনটা যেই উঁচু হয়ে ওঠে, অমনি তার উপর পড়তে থাকল।

আস্তে আস্তে চারিদিক পরিষ্কার হতে লাগল। খাঁটি রুয়াঁবাসী যাত্রীরা যাকে তুলোর বৃষ্টির সাথে তুলনা করে থাকে, সেই সাদা তুষারপাত অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। চাপবাঁধা কালো মেঘ চুঁইয়ে একরকম ঘোলাটে আলো বেরিয়ে চারিদিকের সাদা চেহারাকে আরও সাদা করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে আগাগোড়া তুষারাচ্ছন্ন বড় বড় গাছ ও বরফের ঘোমটা-পরা দু'একটা কাঁচা বাড়ী দেখা যেতে লাগল।

গাড়ীর ভিতরে এই অস্পষ্ট আলোতে যাত্রীরা সকৌতূহল দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইল।

গাড়ীর সব চেয়ে ভাল যায়গায় পরস্পরের মুখোমুখি চেয়ে ম্যসো ও মাডাম লোয়াজ্‌ (Loiseau) ঘুমচ্ছিলেন। তাঁরা “গ্রাঁ-পদ” রাস্তার পাইকারী মদের ব্যবসায়ী।

লোয়াজ্‌ প্রথমে ছিল এক মদের ব্যবসায়ীর মুহুরী ; ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে সে লোকটা দেউলে হলে, লোয়াজ্‌ সেটা কিনে নিয়ে তার যথেষ্ট উন্নতি করে। মফস্বলের খুচরা দোকানীদের কাছে, খুব বেশী

দরে, খুব খারাপ মাল বিক্রী করে তার বিস্তর পয়সা হয়েছিল। আলাপী ও বন্ধুবান্ধবের কাছে খুব ধড়িবাজ লোক, ফিকির ও ফূর্ত্তিবাজ খাটি নর্ম্মাণ বলে তার খ্যাতি ছিল।

তার এই জুয়াচুরির নাম কত বিস্তৃত ছিল নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে। প্রিফেক্টের (Prefect) বাড়ী এক সান্ধ্য-সম্মিলনীতে বহু গান ও গল্পের রচয়িতা, উচ্চদরের হাস্যরসিক, স্থানীয় নামজাদা লেখক ম্যসো তুরনে (Tournel) উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি মহিলার ঝিমুনির লক্ষণ দেখে তাঁদের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, এক বাজি "গোলামচোর" নয়, "লোয়াজু চোর" খেলা যাক। এই রসিকতা তখনই প্রিফেক্টের সালোনে ও তারপর সহরের মধ্যে প্রচার হ'য়ে সকলকে একমাস ধরে হাসিয়েছিল।

সব রকম হাসি মস্করা ও বদ্ ও সৎ দু'রকমের ঠাট্টাতেই লোয়াজু সমান দক্ষ ছিল। তার কথা উঠলে প্রত্যেকে "ও লোকটির জুড়ী নেই" এ কথাটি না বলে থাকতে পারত না।

খাটো শরীর ও বিশাল পেট, তাকে দেখে মনে হত যে একটা বেলুনের উপর কাঁচাপাকা দুই গোচ্ছা গোঁফের মধ্যে যেন ছোট একটা লালচে মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার গৃহিণী ঠিক উল্টো—লম্বা চওড়া, শক্ত সোমত্ত, রাশভারি মেয়ে মানুষ। তার গলা মর্দ্দানী আর কার্য্য-তৎপরতা জাঁদরেলি। দোকানের খাজাঞ্চী ও মেনেজার সবই তিনি। লোয়াজুর কাজ ছিল শুধু চারিদিক সর-গরম করে রাখা।

এঁদের পাশে বসেছিলেন কিছু উচ্চদরের ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক। ম্যসো কারে-লামাডোঁ (Carré-Lamadon) পদস্থ লোক, তিনটি সুতার মিলের স্বত্বাধিকারী, লেজিয়ঁ-দ্য-অনরের এর অফিসার ও সাধারণ

কাউন্সিল সভার সদস্য। নেপোলিয়নের শাসনকালে তিনি বরাবর শাসন প্রণালীর সমালোচক দলের নেতা ছিলেন এবং এজন্য ভাল রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন;—এর কারণ, তিনি নিজ মুখেই বলতেন, তিনি নাকি ভদ্র-অস্ত্র, অর্থাৎ শুধু মুখের কথা দ্বারা যুদ্ধ করতেন। মাডাম কারে-লামাডোঁ স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। রুয়াঁতে সৈন্যদলের মধ্যে যে সব ভদ্রবংশীয় অফিসার আসত, তারা কেবল তাঁর সঙ্গেই মিশত।

মাডাম কারে-লমোডোঁ দেখতে ছোটখাট, খুব সুশ্রী ও সুন্দরী। তিনি স্বামীর মুখোমুখি বসে, আপাদ-মস্তক গরম পোষাকে জড়িত হয়ে গাড়ীর ভিতরের অবস্থাটা দেখছিলেন, চোখে অত্যন্ত করুণ ভাব।

তাঁদের পাশে বসেছিলেন ব্রেভিলের কাউণ্ট ও কাউণ্টেস হুবার্ট। তাঁরা নর্ম্মান্‌ডির অতি পুরাতন ও উচ্চ অভিজাত বংশের প্রতিনিধি। কাউণ্টের লম্বা-চওড়া চেহারার সঙ্গে রাজা চতুর্থ হেনরীর চেহারার কিছু সাদৃশ্য ছিল। তিনি ঘষে-মেজে নানা উপায়ে এই সাদৃশ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর পরিবারে এ একটা গৌরবের কাহিনী বলে জানা ছিল যে, ঐ রাজার সঙ্গে আলাপের ফলে ব্রেভিল বংশের এক মহিলার গর্ভে এক ছেলে হয় এবং ঐ মহিলার স্বামী এই কারণে কাউণ্ট উপাধি ও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ পান।

কাউণ্ট হুর্বাট সাধারণ কাউন্সিল সভার সদস্য ও তাঁর প্রদেশের অরলিয়ানিষ্ট দলের নেতা ছিলেন। নান্‌টের অতি সামান্য এক জাহাজওয়ালার মেয়ের সাথে কি করে যে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, কেউ তার কোন কারণ খুঁজে পেত না। কিন্তু কাউণ্টেসের রূপ ছিল এবং অতিথি অভ্যাগত সৎকার তিনি সবার চেয়ে ভাল করতেন। এই কারণে সকলেই কথাটা বিশ্বাস করে নিত যে, রাজা লুই ফিলিপের এক ছেলে তাঁর প্রেমে পড়েছিল। সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে বিস্তর খাতির

করতেন এবং তাঁর সালোঁ সকলের উপরে স্থান পেত। কেবল তাঁর সালোঁতেই মেয়ে পুরুষের মেশবার প্রাচীন প্রথা ও আদব-কায়দার চলন ছিল,—আর ঠিক আগেকার মতই যে সে সেখানে ঢুকতে পারত না।

ব্রেভিল-পরিবার বড়লোক ছিলেন ভূ-সম্পত্তিতে; তাঁদের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ লিভ্‌র।

এই ছয়জন গাড়ীর সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দখল করে বসেছিলেন। সমাজের সেই শ্রেণীতে এঁরা বাস করতেন যে শ্রেণীর হাতে থাকে পয়সা ও ক্ষমতা এবং মনে নিরুদ্বেগ ভাব। সমাজের ভূষণস্বরূপ সব গুণই এঁদের ছিল; যথা,—ধর্ম্মজ্ঞান ও সব বিষয়েই একটা করে বড় মত।

ঘটনাক্রমে মহিলারা সকলেই এক বেঞ্চে বসেছিলেন। কাউণ্টেসের পাশে ছিলেন—দুটি সিষ্টার (Sœurs), তাঁদের গলায় ঝোলানো ছিল লম্বা জপমালা আর ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তাঁরা ভগবানের নাম করেছিলেন। একজন বয়সে বৃদ্ধা ও তাঁর সমস্ত মুখটা বসন্তের দাগে এমনি ভরা যে মনে হয় কেউ যেন তাঁর নাকের গোড়ায় ছর্‌রা-ভরা বন্দুক ছেড়ে দিয়েছিল। অপরটি নেহাৎ রোগা। মুখের চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু বেজায় শুক্‌নো। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ধার্ম্মিকতার ফলে মানুষের যেমন হয়ে থাকে তেমনি সাংঘাতিক ক্ষয়রোগে তাঁকেও ধরেচে।

এই দুইজন ধর্ম্মশীলা মহিলার পাশে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বসেছিল,—যাদের উপর সকলেরই চোখ পড়ছিল।

পুরুষটিকে সকলেই জানত, তার নাম করনুদেৎ (Cornudet)। পলিটিক্‌সে সে ছিল ডেমোক্রাট; সহরের তাবৎ ভালমানুষ ভদ্রলোক তার কাছ দিয়ে ঘেঁষতেন না। কুড়ি বছর বয়স থেকে রাজ্যের ছোট বড় সব ডেমোক্র্যাটিক কাফের মদের গেলাসে, সে তার লম্বা রাশিয়ান দাড়িশুদ্ধ

মুখে চুমুক মেরেছে। তার বাপ ছিল মেঠাইওয়ালা এবং মরবার সময় ছেলেদের জন্য যথেষ্ট টাকা পয়সা রেখে যায়। কিন্তু ভাইদের ও ইয়ারদের সহযোগে করনুদেৎ অবিলম্বে পৈতৃক সম্পত্তি সাবাড় করে দেয়। এখন বসে বসে কবে যে রিপাব্লিক হবে তারই দিন সে গুণছিল,— কারণ, তার আশা ছিল যে এতদিন ধরে এত ডিমোক্রাটিক মদ সে উদরস্থ করেছে, দেশে রিপাব্লিক হলে, তা বিফলে যাবে না—ভাল রকম একটা চাকরীবাকরী তার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তার ধারণা হয়েছিল যে তাকে প্রিফেক্ট করা হয়েছে। কিন্তু কাজের ভার নেবার জন্য আফিসে ঢুকলে সেখানকার ছোকরারা তাকে মোটেই আমল দিতে চাইল না, বাধ্য হয়ে তাকে পশ্চাদপদ হতে হল। কিন্তু আর আর বিষয়ে সে খুব ভাল মানুষ, কাজের লোক, ও মোটেই ঝগড়াটে নয়। যুদ্ধ বাধলে সে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সহর রক্ষার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। সমান জায়গায় খাল কেটে কেটে, আশ পাশের জঙ্গলের ছোট গাছপালা কেটে কুটে, সব রাস্তাগুলোতে মানুষ-মারা কল বসিয়ে বসিয়ে সে কাজ চালাতে লাগল। শত্রুরা কাছে আসতেই এই সব চমৎকার ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত ও খুসী মনে সে একদম সহরের ভিতর পিটটান দিলে। হাভ্রে যাবার তার মতলব ছিল এই যে, সেখানে নূতন কিছু কিছু দেশরক্ষার ব্যবস্থার দরকার, সেখানে সে নিজের সামরিক অভিজ্ঞতা ও শক্তি আরও ভাল করে কাজে লাগাতে পারবে।

স্ত্রীলোকটি হচ্ছে সেই শ্রেণীর যাকে সাধুভাষায় আমরা রূপের ব্যবসায়ী বলি। অল্প বয়সেই তার রূপের এমন খোলতাই হয়েছিল যে লোকে তাকে "বুল-দ্য-সুইফ" বা চর্ব্বির গোলা বলে ডাকত। দেখতে ছোট খাটো, গোল গাল, নাদুস নুদুস,—হাতের আঙ্গুল মোটা মোটা,

গায়ে গায়ে লাগা। গায়ের চামড়া নরম ও চক্‌চকে। গলাটি লম্বা, ভাঁজখাওয়া। চেহারাখানিতে এমন একটা তাজা যৌবনের প্রকাশ ছিল যা দেখে আনন্দ হয়। লোকের চোখ বাধ্য হয়ে তার দিকে ফিরত। আগাগোড়া তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন একটা লাল টুক্‌টুকে আপেল, একটি স্ফুটোনোন্মুখ পিওনি ফুলের কুঁড়ি। ভাসা ভাসা দু'টি কালো চোখ; তার উপরে বিশাল, নিবিড় চোখের পাতা, চোখের ভিতর তার ছায়া পড়েছে। তার নীচেই সুন্দর, ছোট, মিষ্ট মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ভিতর দিয়ে অতি ক্ষুদ্র, চক্‌চকে দাঁতের সার দেখা যাচ্ছিল।

লোকে বলত শুধু রূপ নয়, অনেক অনন্যসাধারণ গুণও নাকি তার ছিল।

যে মুহূর্ত্তে তাকে সবাই চিনতে পারলেন সেই মুহূর্ত্তে গাড়ীর বাকী সব ভদ্রমহিলা মণ্ডলীর মধ্যে ফুস্‌ফাস্‌, কানাকানির ধুম পড়ে গেল। "বেশ্যা", "বাজারের স্ত্রীলোক" ইত্যাদি কথা এত উঁচুগলায় কানাকানি হতে লাগল যে, সে মাথা তুললে, তারপর এমনতর কটমট, নির্ভয়, চাহনীতে তাঁদের দিকে চাইলে যে সবাই একদম চুপ হয়ে গেলেন। সকলেই চোখ নামিয়ে ফেললেন, শুধু লোয়াজু অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল।

গাড়ীতে এই মেয়েটি উপস্থিত থাকার দরুণ বিবাহিতা তিনজনা মহিলা নিজেদের ভিতর ফের কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। আপনাদের বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও ভব্যতার অনুরোধে এই নির্লজ্জা বাজারের বেশ্যাটার বিরুদ্ধে সকলের একজোট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলে তাঁদের মনে হল। কারণ, আইন মোতাবেক কাজ যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা, বে-আইনী কাজ যারা ভালবাসে তাদের কখন দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

ভদ্রলোক তিনটিও মনে মনে পরস্পরের মধ্যে হঠাৎ একটা আত্মীয়তার ভাব বোধ করলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের সাথে দারিদ্র্যের কথা বলতে লাগলেন। কাউন্ট হুর্বাট, প্রুসীয়ানদের আক্রমণের দরুণ গরুমহিষ চুরি ও শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় তাঁর কি রকম ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, এবং তাঁর মত কোটিপতির পক্ষে সেটা বিশেষ কিছু না হলেও ব্যাপারটা কিরূপ ভয়ানক তাই সবিস্তারে বললেন। তুলার ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ম্যসো কারে-লামাডোঁ বললেন,—পাছে নষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি দুইকোটী ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডে পাঠিয়েছেন। আর লোয়াজু বললে যে তার দোকানের সমস্ত চলতি মদ সে কমিশারিয়েট বিভাগের কাছে বেচে দিয়েছে,—তাতে তার কাছে গভর্ণমেণ্টের অনেক দেনা হয়েছে। হাভরে-তে টাকাটা পাবার আশা আছে।

তাঁরা সকলেই পরস্পরের দিকে মহাখাতির ও প্রীতির ভাব দেখিয়ে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একদরের বা একশ্রেণীর লোক না হলেও সকলেই রেস্তওয়ালা বটেন। ট্যাঁক তাঁদের কারও খালি নয়,—নাড়াচাড়া দিলে সকলের পকেট থেকেই ঝুন ঝুন শব্দ বেরুবে,—এই হিসেবে তাঁদের এক সম্প্রদায়ের লোক বলা চলে,—এবং সে সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হচ্ছে রূপচাঁদ।

গাড়ী এত আস্তে চলছিল যে বেলা দশটার সময় বার মাইল পথমাত্র এগোল। গাড়ীর পুরুষ যাত্রীরা বার বার ওঠা নামা করতে লাগলেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ, টোটে-তে ব্রেকফাষ্ট। সন্ধ্যার আগে সেখানে যাওয়াই যাবে না। এক একবার গাড়ীর চাকা বরফের স্তূপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, আর তাকে টেনে বার করতে লাগছিল দু'ঘণ্টা। সেই অবসরে সকলেই এদিক ওদিক দেখছিলেন যদি এক আধটা সরাই চোখে পড়ে।

এদিকে ক্ষিদের চোটে সকলের মাথা ঘুরে উঠল। এতটা পথের কোথাও একটা দোকানপাট হোটেল কিছুই নেই, প্রুসীয়ানদের আবির্ভাবে ও বুভুক্ষু ফরাসী সৈন্যের যাতায়াতে সবরকম বেচা-কেনা উঠে গেছে।

বেচারা ভদ্রলোক ক'টি যাহোক্ কিছু খাবারের জন্য পথের পাশের চাষাদের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে সুরু করলেন,—একখানা রুটি পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। চাষারা দিন কাল বিবেচনা করে আগাগোড়া সব খাদ্যবস্তু লুকিয়ে রাখত, কারণ, সৈন্যগুলো ক্ষিদেয় পাগল হয়ে যা দেখতে পেত তাই ছিনিয়ে নিত।

এমনি চলতে চলতে বেলা যখন একটা বাজে লোয়াজু আর থাকতে না পেরে বলে উঠল যে ক্ষিদেয় তার পেটে টাঁশ ধরেছে। প্রত্যেকেরই সেই অবস্থা। কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ আগেই থেমে গিয়েছিল। থেকে থেকে এক একজন হাই তুলতে লাগল আর অমনি গাড়ীর সব মূর্ত্তিই একগোছের হাই তুলে চলল। যার যেমন স্বভাব, আদব কায়দা ও সামাজিক পদ, প্রত্যেকে সেই অনুযায়ী হাই তুলতে লাগল— কেউ সশব্দে দুই চোয়াল আলগা করে, কেউ বা মোলায়েম ভাবে, নীরবে মুখ ফাঁক করে, ও হাতের আড়াল দিয়ে। সকলেরই হাঁ-করা মুখ হইতে ধোঁয়া বেরচ্ছিল।

বুল-দ্য-সুইফ মাঝে মাঝে কাৎ হয়ে নীচের দিকে চাইছিল, যেন কোন জিনিষ খুঁজছে। খানিক ইতস্ততঃ করে, চারদিক দেখে, আবার সোজা হয়ে বসল। যাত্রীরা সবাই ফ্যাকাসে হয়ে, শুকিয়ে উঠেছিল। লোয়াজু বলে উঠল যে এক টুকরো মাংসের জন্য সে হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে প্রস্তুত আছে, মাদাম লোয়াজু এই প্রস্তাব প্রতিবাদ করবার ভঙ্গী করে, থেমে গেলেন। টাকা নষ্ট করবার কথা শুনলেই

তিনি কষ্ট পেতেন। ও সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসাও তাঁর মাথায় ঢুকত না। কাউণ্ট বললেন,—"আমারও খুব সোয়াস্তি বোধ হচ্ছে না। কিছু খাবার আনবার কথাটা যে কি করে ভুল হল বুঝতে পারছিনে।" প্রত্যেকেরই ঐ অনুশোচনা।

করনুদেৎ-এর কাছে এক ভাঁড় রম ছিল। সে সবাইকে দিতে চাইলে সকলেই গম্ভীর ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। কেবল লোয়াজু তাতে বার দুই চুমুক দিয়ে, ধন্যবাদের সাথে পাত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "এও মন্দের ভাল। হাত পাটা গরম হবে, ক্ষিদেও বসে যাবে।" ঐ মদ টুকু খেয়ে তার দিল্ খোলসা হয়ে উঠল। প্রচলিত ছড়ায় সমুদ্রের মধ্যে সেই জাহাজের যে গল্পটা আছে, তারই ভাবটা নিয়ে সে প্রস্তাব করে বসলে,—যাত্রীদের ভিতর যাদের গায়ে মাংস বেশী আছে তাদের ভক্ষণ করা হোক্। বুল-দ্য-সুইফ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতে গাড়ীর সভ্যভব্য যাত্রীরা চটে উঠলেন। কেউ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু করনুদেৎ একটু মুচকে হাসলে। সিষ্টার দুটির ঠোঁট নেড়ে জপ করা অনেকক্ষণ হল থেমে গিয়েছিল। ঢিলে হাতার মধ্যে হাত গুটিয়ে ফেলে, নড়ন-চড়ন বিহীন আড়ষ্ট ভাবে, জোর করে চোখ নীচু করে তাঁরা বসেছিলেন—বোধ করি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন যে এই কষ্টভোগ করবার মহাসুযোগ তাঁদের কপালে লাভ হয়েছে।

বেলা যখন তিনটে, তখন গাড়ী সীমা সহরদ্দহীন, বিস্তীর্ণ এক মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ল,—তার কোনদিকে একখানা গাঁয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। বুল-দ্য-সুইফ চট্ করে নীচু হয়ে, বেঞ্চের নীচে থেকে সাদা তোয়ালে ঢাকা একটা ঝুড়ি বের করে ফেললে।

ঐ বাসকেটের ভিতর থেকে প্রথমে বেরল একটা প্লেট, তারপর

একটা গিল্টি করা পেয়ালা ও শেষে একটা বড় ডিস। ডিসের উপর ছিল দুটো ফাউল, কাটা ও মসলা-মাখা। এ ছাড়া ঝুড়ির ভিতর আরও প্রচুর খাবার জিনিষ ছিল—যথা কেক্, ফল, মেঠাই, ইত্যাদি। পথে হোটেলে না খেতে হয় এই উদ্দেশ্যে সে তিনদিনের খাবার সংগ্রহ করে এনেছিল। ঐ সঙ্গে চারটে বোতলের গলাও দেখা যাচ্ছিল। বুল-দ্য-সুইফ ছোট একখানা রুটি নিয়ে ফাউলের খানিকটে কেটে খেতে সুরু করে দিল।

সবগুলো চোখ তখন তার উপর গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকতেই সকলের জিবের ডগায় জল এসে গেল। মহিলাদের মনে ঐ মেয়েটার উপর দুর্জ্জয় ঘৃণা জন্মে গেল। ঐ আপদটাকে যদি মেরে ফেলা যায়, এই রকম ইচ্ছেটা তাঁদের হল,—গাড়ী থেকে তুলে একেবারে ঘোড়াগুলোর পায়ের নীচে, বরফের মধ্যে, ওর ঝুড়ি, খাবার দাবার সব শুদ্ধ ওকে ফেলে দিলে গায়ের জ্বালা যদি মেটে।

লোয়াজুর চোখ দু'টো যেন ডিসের উপরকার ফাউল গিলছিল। সে বুল-দ্য-সুইফকে উদ্দেশ করে বললে, "সুখের বিষয় আপনি খাবারের কথাটা ভেবেছিলেন, আমরা ত একটুও ভাবিনি। অল্প লোকেরই আপনার মত জ্ঞান থাকে কখন কোনটা দরকার হবে।" বুল-দ্য-সুইফ মাথাটা তুলে তাকে বললে, "আপনি খাবেন? সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা বড় কষ্টকর।" সে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "সত্যি বলতে কি আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। এক পেট ক্ষিদে নিয়ে বসে থাকা আমার আর পোষাচ্ছে না। যখন যেমন, তখন তেমন,—আপনি কি বলেন? তারপর চকিতে একবার চারদিকটা চেয়ে নিয়ে বললে, "এই রকম সময়ে কেউ অনুগ্রহ করলে খুসী হওয়া উচিত।"

তার কাছে একখান খবরের কাগজ ছিল, পোষাকে যাতে না লাগে, এজন্য সেই কাগজখানা হাঁটুর উপর বিছিয়ে নিয়ে, পকেট থেকে একখানা ছুরি বের করে, ফাউলের একটা ঠ্যাং তুলে, খানিকটে কেটে নিয়ে মুখে পুরে চিবোনো স্থরু করে দিলে,—তার স্ফূর্ত্তি দেখে গাড়ীর বাকী সকলে সখেদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বুল-দ্য-স্থইফ অতি বিনীত ও মধুর স্বরে সিষ্টার-যুগলকে খেতে অনুরোধ করলে। তাঁরা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে চোখ নীচের দিকে রেখেই, অস্পষ্টস্বরে কি ধন্যবাদ দিয়ে, অত্যন্ত দ্রুত বেগে হাত ও মুখ চালাতে লাগলেন। করনুদেৎও ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে না। সে ও সিষ্টার দুটি হাঁটুর উপর খবরের কাগজ পেতে টেবিলের মত করে নিলে।

তারপর কেবল মুখ খোলা ও বন্ধ হওয়া, গেলা, চিবানো ও গেলা— ভীষণ বেগে এই ব্যাপার চলতে লাগল। লোয়াজু তার কোণে বসে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তার স্ত্রীকেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললে। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পেটের ভিতরটায় একবার টান ধরতেই রাজি হয়ে গেলেন। তখন লোয়াজু ভাষা চোস্ত করে, বুল-দ্য-স্থইফকে Charming Companion বলে আপ্যায়িত করে জিজ্ঞাসা করলে তার স্ত্রীকে এক আধটু সে দিতে পারে কিনা। বুল-দ্য-স্থইফ বললে, "নিশ্চয়"। তারপর একটু মধুর হেসে ডিসটা তুলে ধরলে।

মদের প্রথম বোতলটা খোলা হলে একটু মুস্কিল বেধে গেল, পাত্র ছিল কেবল একটা। সেইটেই মুছে নিয়ে সকলে হাত বদল করলেন; কেবল করনুদেৎ সৌজন্য দেখাবার মতলবেই যে জায়গাতে বুল-দ্য-স্থইফ চুমুক দিয়েছিল ঠিক সেইখানেই ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিল।

যখন চারদিকের মানুষগুলো সবাই খাচ্ছে আর নাকে খাবারের এই গন্ধ ভুর ভুর করে ঢুকছে—তখন কাউণ্ট ও কাউণ্টেস ব্রেভিল ও ম্যসো ও মাদাম কারে-লামাডোঁর যে অবস্থাটা হল তাকে টাণ্টালাসের শাস্তির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ মাদাম কারে-লামাডোঁ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—সবাই সেইদিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর চেহারা ঠিক বরফের মত শাদা হয়ে গিয়েছে, চোখ দু'টো বন্ধ, কপালটা কাঁপছে; তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী পাগলের মত হয়ে হাঁক ডাক করতে লাগলেন। সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সেই সিষ্টার দুটির মধ্যে বড়টি মূর্চ্ছিতার মাথাটা ধরে বুল-দ্য-সুইফের মদের গেলাস তাঁর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটে বরদ্যো সুরা তাঁকে খাইয়ে দিলেন। তখন মাদামের মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল। তিনি চোখ খুলে মৃদু হেসে করুণ কণ্ঠে বললেন যে তিনি বেশ ভাল বোধ করছেন। কিন্তু ফিরে আবার তিনি মূর্চ্ছিত না হন এজন্য সেই বৃদ্ধা আরও খানিকটে বরদ্যো তাঁকে খাইয়ে বললেন, "এর কারণ আর কিছু নয়, কেবল অনাহার"।

·

এই শুনে বুল-দ্য-সুইফ মুখ লাল করে, একটু ইতস্ততঃ করে, বাকী যে চারজন যাত্রী অনাহারী ছিলেন তাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলে, "আপনাদের অনুরোধ করতে আমার সাহস হচ্ছে না, যদি অপরাধ না নেন তবে"—লোয়াজু তার বক্তব্যের বাকীটুকু শেষ করলে, "বর্ত্তমান অবস্থায় সকলে ভাই ভাই—এবং পরস্পরের সাহায্য করবে। সভ্যতা ভব্যতা ছেড়ে ছুড়ে লেগে যান, কে জানে রাত কাটাবার মত একটা কুঁড়েও আমাদের ভাগ্যে জুটবে কিনা। যে গতিতে গাড়ী চলেছে কাল দুপুরের আগে যে টোটে-তে যেতে পারব সে ভরসা নেই।" তাঁরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, "হাঁ" বলবার দায়িত্ব কেউ ঘাড়ে নিতে

চান না। শেষে কাউন্ট এ সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। মোটা, ভীরু, সেই মেয়েটার দিকে চেয়ে সৌজন্য সহকারে তিনি বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করছি।" আরম্ভ করতেই কি মহা গোলযোগ! একবার জাত গেলে ছত্রিশ জাতই সমান হয়ে যায়। অবিলম্বে খাবারের ঝুড়ি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

ও মেয়েটার খাবার খাব কিন্তু ওর সাথে কথা বলব না, এ করা চলে না। কাজেই কথাবার্ত্তা সুরু হল প্রথমে বাধ বাধ ভাবে, কিন্তু সেও কথা কইতে যে বেশ পটু এই প্রমাণ হতে, সে সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেল। কাউন্টেস ব্রেভিল ও মাদাম কারে-লোমাডোঁ ভদ্রতার রীতিনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ—তাঁরা তার সাথে অতি মোলায়েম ব্যবহার করতে লাগলেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে কাউন্টেস ব্রেভিল অতি নরম কথা বার্ত্তায় তাকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। উচ্চবংশীয় ও উচ্চপদস্থ মহিলাদের, লোকের অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাদের সঙ্গে যে মার্জ্জিত সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করবার ক্ষমতা দেখা যায়, তা তাঁর পুরা মাত্রাতেই ছিল। দলের মধ্যে কাটখোট্টা স্বভাব বলে কেবল মাদাম লোয়াজু গোঁ ধরে বসে থাকলেন। অযথা বাক্যব্যয় না করে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে তিনি মুখ হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কথাবার্ত্তা প্রথমেই যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আরম্ভ হল—প্রুসীয়ানদের বর্ব্বরের মত ব্যবহার সম্বন্ধে গল্প, ফরাসীদের বীরত্ব সম্বন্ধে গল্প। সকলেই অবশ্য এমনি করে রাতারাতি সহর ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাই বলে যাঁরা সহরে রয়ে গেলেন তাঁহাদের সাহসের যথোচিত প্রশংসা করতে তাঁরা কোন ত্রুটি করলেন না। তারপর সকলের নিজের কথা সুরু হল। বুল-দ্য-সুইফ বললে সে কেন রুয়াঁ ছাড়ছে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় যে, মনের কথা বলতে হলে, তারা উত্তেজিত না

হয়ে পারে না। বুল-দ্য-সুইফও কথা বলতে বলতে গরম হয়ে উঠল। সে বললে, "আমি প্রথমে ঠিক করেছিলেম যে রুয়াঁতেই থেকে যাব। আমার ঘরে খাবার জিনিষ পত্র সব সঞ্চয় করা ছিল। বাড়ীর ঘর ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অজানা স্থানে বেরিয়ে পড়বার চাইতে দু'চারটে সৈন্যকে খেতে দেওয়া অনেক ভাল। কিন্তু প্রুসীয়ানগুলো যখন এসে পড়ল তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেম না। আমার শরীরের সব রক্ত রাগে গরম হয়ে উঠল—সমস্ত পথটা কেবল ধিক্কারে ও লজ্জায় চোখের জল ফেলেছি। যদি পুরুষ মানুষ হতেম,—তাহলে দেখে নিতেম! জালানা দিয়ে আমি দেখতে লাগলেম, চুড়োওয়ালা-টুপী মাথায় ঐ পেট মোটা শূয়োরগুলোকে, —আমাকে জোর করে হাত ধরে না আটকালে, নিশ্চয় আমি সব চেয়ার বেঞ্চিগুলো ওদের ঘাড়ের উপর ফেলে দিতেম। তারপর কটা এল আমার বাড়ীতে থাকবার জন্য,—ঘরে ঢুকতেই প্রথমটার ঘাড়ের উপর আমি লাফিয়ে পড়লেম। ওদের গলা নিশ্চয় অন্য লোকের চাইতে শক্ত নয়! যেটাকে ধরেছিলেম সেটাকে চুকিয়ে দিতেম যদি আমায় চুল ধরে হত-ভাগাটা না টানত। এই ব্যাপারের পর আমার পালিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় ছিল না। রুয়াঁ ছাড়বার এই সুবিধেটা জুটে যেতেই চলে এসেছি।"

সকলে তাকে প্রশংসা করলেন। তার সঙ্গীদের ভিতর অতটা সাহস কেউ প্রকাশ করেনি,—সেই অনুপাতে প্রত্যেকের চোখেই সে বড় হয়ে উঠল। করনুদ্যেৎ ধীর ভাবে গল্প শুনছিল, মুখে সমর্থনসূচক ও উদার, উচ্চভাবব্যঞ্জক মুরুব্বীয়ানার মৃদুহাসি—কোন ভক্তের মুখে ঈশ্বরের প্রশংসা শুনলে পাদরী মাথা নেড়ে যেমন মৃদু হাসি হাসে। কারণ লম্বা চোগা-পরা পাদরী যেমন একচেটে করেছে ধর্ম্মকে, লম্বা দাড়িওয়ালা ডেমোক্রাট তেমনি একচেটে করেছে স্বদেশ-প্রেমকে। অতি গম্ভীর চালে সে

আপনার মত ব্যক্ত করলে ; দেয়ালের গায়ে হর রোজ যে সব বিজ্ঞাপন ও ঘোষণা লট্‌কে দেওয়া হয় তাদের ভাষা যেমন জমকালো, তেমনি গুরু গম্ভীর তার ভাব। বক্তৃতার শেষে সে "কঠোরেন সমাপয়েৎ" করলে ; হাকিমি গালাগালি দিয়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ান নামক সেই নচ্ছার, ফ্রান্সের পরাজিত সম্রাটটির উদ্দেশে।

ঐ শোনা মাত্রই বুল-দ্য-সুইফ ক্ষেপে উঠল, কারণ সে ছিল বোনা-পার্টিষ্ট। মুখখানা চেরির চেয়ে বেশি লাল করে রাগে তোতলাতে তোতলাতে সে বলে চলল—"তাঁর জায়গাটিতে আপনাকে দেখতে পেলে আমি খুসী হতেম—আর কেউ নয় কেবল আপনাকে, তাহলে ঠিক হত নয় কি ? আপনার মত চরিত্রের যারা তারাই বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার করেছে তাঁর সাথে, আপনার মত যত ফক্কর লোক তাদের হাতে ফ্রান্সের শাসন ভার গেলে দেশে আর লোক রইত না !"

করনুদ্যেৎ অবিচলিতভাবে তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। দু'জনে ঝগড়া বেধে যায় দেখে বহুকষ্টে লোয়াজু তাদের মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দিলে—এই মন্তব্য করে' যে, আন্তরিক ভাবে যে যা বিশ্বাস করে তাই মূল্যবান ! কাউন্টেস ও মাদাম কারে লামাডোঁর মনে মনে রিপাব্লিকান মতের লোকের উপর অকারণ রাগ ছিল—এবং সাধারণতঃ মেয়েদের যেমন থাকে, তেমনি ডেস্পটিক গভর্ণমেণ্ট ও জাঁক জমকের উপর তাঁদের একটু আন্তরিক টান ছিল—তাঁরা মনে মনে তেজী স্বভাবের স্ত্রীলোকটির উপর খুসি হলেন,—কারণ তাঁদের ও তার মত প্রায় এক রকমেরই।

খাবার ঝুড়ি শেষ হয়েছিল। দশজনে মিলে ওটাকে সাবাড় করা কিছুই নয়—সকলে মনে করলেন ঝুড়িটা আরও বড় হলে ভাল হত।

কথাবার্ত্তা চলতে থাকল,—কিন্তু ভোজন ব্যাপারটি শেষ হবার পর থেকে, স্বভাবতঃই তার উৎসাহের কমতি দেখা গেল।

দিন শেষ হয়ে রাত্রি এসে পড়ল, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হয়ে এল, আর সেই সঙ্গে ভয়ানক ঠাণ্ডা,—বুল-দ্য-সুইফ অত মোটা হয়েও হি-হি করে কাঁপতে লাগল। তখন কাউণ্টেস ব্রেভিল তাঁর "সোফারেট" তাকে ব্যবহার করতে দিলেন, সকাল থেকে অনেকক্ষণ তাতে নূতন করে কয়লা দেওয়া হয়েছিল। বুল-দ্য-সুইফ খুসী হয়ে গেল, কারণ তার পাদু'টো জমে যাবার মত হয়েছিল। মাদাম কারে-লামাডোঁ ও মাদাম লোয়াজু তাঁদের সোফারেট সিষ্টার দুটিকে দিলেন।

গাড়ীর লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দেওয়া হল। দ্রুত গতিতে চলার দরুণ ঘোড়ার গায়ের ঘাম থেকে ধোঁয়া উঠছিল। রাস্তা ঘন কুয়াশায় ভরে গিয়েছিল। ঐ আলোতে সব স্পষ্ট, চকচকে হয়ে উঠল। গাড়ী ছোটবার সাথে সাথে পথের দু'ধারে লণ্ঠনের আলো পড়ে মনে হতে লাগল যেন জমাট মাটিঢাকা বরফ নিজ হতেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে গাড়ীর ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বুল-দ্য-সুইফ ও করনুদ্যেৎ-এর মধ্যে একটু গা ঘেসাঘেসি হচ্ছে বোধ হল। লোয়াজু অন্ধকারেই দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে পেলে, যেন ঐ লম্বা দাড়ি-ওয়ালা লোকটি নিঃশব্দে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কিল থেকে গা বাঁচাবার জন্য সরে বসল।

রাস্তার উপরে জায়গায় জায়গায় দু'একটা আলো দেখা যেতে লাগল। এতক্ষণে টোটে পাওয়া গেল। এগার ঘণ্টা ধরে গাড়ী চলেছে; আর পথে ঘোড়ার দানা খাবার ও দম নেবার জন্য বার চা'রেক থামতে হয়, তাতে গেল দু'ঘণ্টা, একুনে এই তের ঘণ্টা সময়

তারপর টেবিলে খাবার দেওয়া হল। এমন সময়ে হোটেলের কর্ত্তা স্বয়ং এসে হাজির। সাবেক কালে সে ছিল ঘোড়ার ব্যবসায়ী,—দেখতে মোটা, হাঁপানি রোগগ্রস্ত, সর্ব্বদাই হাঁস ফাঁস করছে, কাশছে, গলা থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। তার নাম ফোলেনভি।

সে জিজ্ঞাসা করলে, মাদমোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট ?

—বুল-দ্য-সুইফ কেঁপে উঠল। বললে, "আমি"।

—মাদমোয়াজেল, প্রুসীয় অফিসার এখনই আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে ?

—আপনাকে, যদি আপনিই মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট হন।

সে চিন্তিত হল, কিছুক্ষণ পরেই ভেবে বললে, "খুব সম্ভব আমাকেই ডাকছেন, কিন্তু আমি যাব না"।

চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল, সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন এই ডাকবার কারণ কি হতে পারে। কাউণ্ট তার কাছে গিয়ে বললেন, "মাদাম এ কাজটা আপনার অন্যায় হল। কারণ, এই অবাধ্যতার জন্য হয়তঃ শুধু আপনার উপর নয়, দলের সকলের উপরেই কোন গুরুতর অত্যাচার হতে পারে। যারা বলবান তাদের বাধা দেওয়া সব সময়েই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ব্যবহারের ভিতর কোন আশঙ্কার কারণ না থাকাই সম্ভব। হয়ত খুটিনাটী কোন নিয়ম কানুনের ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে"।

তখন সকলেই সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, উপদেশ ইত্যাদিতে তাকে বুঝিয়ে তুললেন, কারণ সকলেরই জানা ছিল যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইঙ্গিত মাত্রে যে কোন বিপদাশঙ্কা করা যেতে

পারে। শেষে সে বললে, "জানবেন যে কেবল আপনাদের অনুরোধেই আমি যাচ্ছি"।

কাউণ্টেস তার হাত ধরে বললেন, "এজন্য আমাদের ধন্যবাদ"।

সে উঠে গেল। সকলে তার জন্য সবুর করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই দুঃখ করতে লাগলেন যে ঐ বদ্‌মেজাজী রুক্ষ স্বভাব মেয়েটাকে না ডেকে, কেন তাঁকে ডাকা হল না। যদি তাঁকে ডাকা হত তবে কেমন করে কি-কি তিনি বলতেন মনে মনে সেই সব ঠিক করতে লাগলেন।

মিনিট দশেক পরে সে যখন ফিরল তখন রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, আর কেবল সে বলছে—"নচ্ছার, হতভাগা"—।

কি বৃত্তান্ত জানবার জন্য সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু সে মুখ বুজে গোঁজ হয়ে থাকল। কাউণ্ট যখন নিতান্ত চেপে ধরলেন তখর গম্ভীরভাবে বললে,—"আর অনুরোধ করবেন না, আমি কিছুই বলতে পারব না"।

তখন সকলে খেতে বসে গেলেন, বড় রকমের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তার সঙ্গে বেরল, বাঁধা-কপির গন্ধ। যা হোক এ গোলযোগ সত্ত্বেও বেশ স্ফূর্ত্তির সাথে খাওয়া দাওয়া চলল। লোয়াজু দম্পতী ও দুই সিষ্টার কেসিডার সুরা পান করতে লাগলেন, বাকী সকলে অন্য মদ নিলেন, করনুদ্বেৎ নিল বিয়র।

তার অভ্যাস ছিল কায়দা করে বোতলের মুখ খোলা,—খোলা মুখ দিয়ে ফেনা বের করা, তারপর গেলাসটা বাতি আর তার চোখের মধ্যে উঁচু করে তুলে ধরে, মদের রঙ মালুম করবার জন্য সেটা বিচক্ষণ ভাবে দেখা। যখন সে গেলাসে চুমুক দিত তখন তার বিয়র-রঙিন লম্বা লম্বা দাড়ি আনন্দে একটু একটু কাঁপতে থাকৃত। আর একদৃষ্টে সে চেয়ে দেখত তার বোতলটা ঠিক আছে কিনা। তখন তার ভাব দেখে মনে

হত যে যে-মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে সংসারে জন্মেছে সেই কাজটিই যেন সে স[illegible]ই করছে। সকলেই বলত যে, তার জীবনের সেরা বাতিক, বিয়র ও রে[illegible]ল্যুশন। এই দুইয়ের মধ্যে সে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে ছিল, কাজেই মদের গেলাসে চুমুক দেবার সময় অপর বাতিকটির কথা স্বতঃই তার মনে উদয় হত।

ম্যসে ও মাদাম ফোলেঁাভি টেবিলের এককোণে খেতে বসলেন। ভাঙ্গা এঞ্জিনের মত হাঁস ফাঁস শব্দ করতে করতে, ম্যসে কোন গতিকে হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কথা বলা একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাদাম তাঁর রসনাকে একটুও বিরাম দিচ্ছিলেন না। তিনি অনবরত বকে যাচ্ছিলেন কেমন করে প্রুসীয়ানেরা এল, কি তারা করলে, কি তারা বললে ইত্যাদি। এসেই ওরা টাকার দাবী করে, এজন্য একচোট গাল দিয়ে নিলেন, তারপর তাঁর দুই ছেলে সৈন্য দলে আছে এজন্য আরেক চোট গাল দিয়ে নিলেন। কাউণ্টেসকে উদ্দেশ করেই মাদাম কথা বলছিলেন—অতখানি উচ্চ পদবীর মহিলার সাথে কথা বলাও যে একটা গৌরবের বিষয়।

তারপর গলা একটু নীচু করে গোপনতর কথাগুলো বলতে লাগলেন। তাঁর স্বামী মাঝে মাঝে—"আপনার মুখটা বন্ধ করলেই ভাল হত মাদাম ফোলেঁাভি"—এই বলে বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু মাদাম সে কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে কথা কয়েই চললেন—

—"হ্যাঁ মাদাম, ঐ হতভাগাগুলো, ওরা খেতেই বা জানে কি ছাই? কেবল আলু আর শূয়োর, শূয়োর আর আলু! আর বেটারা যে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা শুনলে ঘেন্নায় নাক সিটকবেন! ওদের কুচ কাওয়াজ যদি দেখতেন—একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে সবগুলো জড় হবে—তারপর চলবে একবার আগে, একবার পিছে, একবার এদিকে

একবার ওদিকে—এইত ব্যাপার! এর চেয়ে বাড়ী বসে হাল লাঙ্গল চষলে বা পথঘাট তৈয়ারীর কাজ করলেও ভাল হ'ত। এইসব অকেজো সৈন্য সামন্ত দিয়ে কার কি লাভটা হয় শুনি? তারা যেখানে সেখানে মানুষ খুন করে' বেড়াবে আর যত গরীব বেচারারা তাদের পেট ভরাবে! আমি ত মুখ্যু সুখ্যু বুড়ো মেয়ে মানুষ মাত্র,—কিন্তু সকাল সন্ধ্যে ওদের ঐ লাফ ঝাঁপ দেখে আমারও মনে হয়—সংসারে কতকলোক আছে যারা কি করে ভাল করবে, ভাল হবে, তাই চেষ্টা করছে, আর ঐ যে হতভাগাগুলো কিসে মন্দ করবে তারই তল্লাসে ফিরছে। আচ্ছা, প্রুসীয় হোক, ইংরেজ হোক, আর ফরাসি হোক, মানুষ মারা কি পাপ নয়? কেউ যদি অন্যায় করে, পাণ্টা যদি তার প্রতিশোধ নেও সকলে তোমাকে দুষবে,—আর চোর ডাকাতের মত যে যত মানুষ খুন করবে, তাকে তত ভাল ভাল খেলাত, ইনাম দেওয়া হবে? এ ব্যবস্থার মহিমা আমার মাথায় ঢোকে না বাপু!

করনুদেৎ বললে, "যুদ্ধ হচ্ছে বর্ব্বরতা যখন শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রতিবেশী জাতকে খামকা আক্রমণ করা হয়; কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য!"

বুড়ো স্ত্রীলোকটি মাথা নামিয়ে বললে,—

"হ্যাঁ, আত্মরক্ষার কথা আলাদা? কি যে সব রাজা রাজড়া মজা দেখাবার জন্যই লড়াই বাধায়, তাদের মেরে ফেলা উচিৎ নয় কি"?

করনুদেৎ সোৎসাহে বলে উঠলে,—"বাহবা! বেশ বলেছেন"।

ম্যাসে কারে-লামাডো গভীর চিন্তামগ্ন হলেন। বড় বড় নামজাদা সেনাপতিদের তিনি রীতিমত ভক্তি করতেন—ঐ মূর্খ স্ত্রীলোকটি সহজ বুদ্ধিতে যা বললে সেই কথাটা তিনি ভাবতে লাগলেন। বাস্তবিক

অতগুলো লোক নিষ্কর্ম্মা রেখে দেশের ধনাগমের কতখানি ক্ষতি করা হচ্ছে ও কতখানি শক্তির অপচয় হচ্ছে,—তার জায়গায় ওদের বড় বড় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকর নানাকাজে,—যা হয়ত বহুশত বৎসরেও শেষ হবে না,—লাগিয়ে দিলে কত মঙ্গল হয়।

এদিকে লোয়াজু নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে হোটেলওয়ালার সাথে নীচু গলায় আলাপ করতে বসলে। লোয়াজুর রসিকতায় ঐ মোটা মানুষটি হেসে, কেশে, থুথু ফেলে একটা বিতিগিচ্ছি কাণ্ড করে তুললে—তার এই মোটা ভুঁড়ি ফূর্ত্তিতে নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। শেষটা হল এই যে, সে স্বীকার করে ফেললে যে বসন্তকালে প্রুসীয়ানেরা চলে গেলে সে লোয়াজুর কাছ থেকে ছয় পিপে বরদ্দো মদ কিনবে।

সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন, আহার শেষ হতেই শয্যা আশ্রয় করতে ছুটলেন।

লোয়াজুর নজরে দু' একটা জিনিস পড়েছিল। সে আগে তার স্ত্রীকে শুইয়ে দিলে,—তারপর দরজার ফুটোয় একবার চোখ, একবার কান লাগিয়ে, কোন মজা দেখা কি শোনা যায় কিনা তাই আবিষ্কার করবার মতলব করলে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে খস্ খস্ শব্দ শুনে ভাল করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে যে বুল-দ্য-সুইফ একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে করিডোরের শেষদিক পানে যাচ্ছে। শাদা লেশ লাগানো নীল কাশ্মিরী নাইট-গাউন তার গায়ে, আর তাতে করে তাকে আরও মোটা সোটা দেখাচ্ছে। করিডোরের পাশের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেল। বুল-দ্য-সুইফ ফেরবার সময় দেখলে করনুদেৎ সার্ট গায়ে তার পিছু পিছু আসছে। খুব আস্তে দু'জন কথা কইছিল, তারপর থেমে গেল। মনে হল বুল-দ্য-সুইফ তার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে করনুদেৎ-এর পথ আটকাচ্ছে। দুর্ভাগ্য

বশতঃ তাদের কথাবার্ত্তা লোয়াজুর কানে আসছিল না। কিন্তু খানিক বাদে দু'জনের গলা চড়ে উঠতে লোয়াজু কিছু কিছু শুনতে পেল।

করনুদেৎ জিদ করতে লাগল, "তুমি বড় বেকুব, খামকা এমন করছ কেন"?

বুল-দ্য-সুইফ রেগে উঠে বললে,—"আজ্ঞে না; যখন তখন এসব চলে না, বিশেষতঃ এখানে—অত্যন্ত লজ্জার বিষয়"।

করনুদেৎ কথার অর্থ না বুঝতে পেরে বললে, "কেন"?

আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বুল-দ্য-সুইফ বললে,—"কেন? কেন তা কি বোঝ না? এ বাড়ীতে প্রুয়ীয়ানরা থাকতে,—হয়ত পাশের ঘরেই তাদের কেউ না কেউ রয়েছে"।

করনুদেৎ চুপ করে গেল। সাধারণ একটা বেশ্যার এই ব্যবহার, যে শত্রুর কাছে থাকতে কোন আমোদ আহ্লাদ অকর্ত্তব্য! এতে তার স্তিমিত প্রায় প্যাট্রিয়টিক আত্মা চাঙ্গা হয়ে উঠল,—ফলে সে এক লাফে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

লোয়াজুর মনে ভারি স্ফূর্ত্তি বোধ হল। সে একা একাই ঘরের মধ্যে এক চোট নেচে নিয়ে, স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই বাড়ীর উপর কি নীচ একটা দিক থেকে উননের উপর ঢাকা দেওয়া কেৎলীর শব্দের মত ভারি গোছের ও একঘেয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল। বোঝা গেল ম্যাসে ফোলেঁাভি—ঘুমুচ্ছেন।

ঠিক হয়েছিল যে পরদিন সকালে আটটায় এখান থেকে রওনা হওয়া হবে, তাইতে খুব ভোরেই সকলে বাইরে এসে জুটলেন। কিন্তু দেখা গেল আঙ্গিনার এক কোণে আগাগোড়া বরফ-ঢাকা হয়ে গাড়ীখানা

খাড়া করা রয়েছে—তার ঘোড়াও নেই, কোচওয়ানও নেই। আস্তাবলে, এখানে-সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘোড়া বা চালকের দেখা মিলল না। তখন বাইরে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখবার মতলবে সকলে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই সুমুখে নজর পড়ল, গির্জ্জা ও তার দুইদিকে কতকগুলি নীচু বাড়ী ও তাতে দু'চারজন প্রুসীয়ান সৈন্য। প্রথমে যাকে তাঁরা দেখলেন, সে বসে আলু ছাড়াচ্ছে। দ্বিতীয় জন একটু দূরে নাপিতের দোকান ধুয়ে সাফ করছে। আর একজন যার দাড়ী একেবারে চোখ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, সে দুই হাঁটুর উপর একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে, চুমো খেয়ে খেলা দিয়ে তার কান্না থামাতে চেষ্টা করছে। দেখতে মোটাসোটা সব চাষার গিন্নীরা, হাত মুখ নেড়ে ইসারায়, তাদের অনুগত ও বাধ্য বিজেতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, কি কি কাজ তাদের করতে হবে, —যথা কাঠ চেলা করা, সুপ তৈয়ারী, কাফি গুঁড়ো করা ইত্যাদি। একজন আবার তার অতি বৃদ্ধা, অক্ষম বাড়ীওয়ালীর কাপড় চোপড় কেচে সাফ করে দিচ্ছে।

কাউণ্ট আশ্চর্য্য বোধ করলেন—পাদরীর বাড়ী থেকে চার্চ্চের একটি কর্ম্মচারী বেরিয়ে আসছিল,—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই বুড়োটি বললে, "ওঃ! এদের কথা বলছেন? এরা আদপেই পাজি নয় যে, যদিও খাঁটি প্রুসীয়ানরা তাই বটে। এরা সকলেই বাড়ীতে স্ত্রী ও কাচ্চা বাচ্চা ফেলে এসেছে,—লড়াইতে ওরা কোন আহ্লাদ বোধ করে না। ওদের বাড়ীর মেয়েরাও ওদের জন্য কান্নাকাটি করছে, যেমন আমাদের সকলে করছে। লড়াইয়ের ফলে জেতা বিজেতা দুই জাতির দেশেই এমনি চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এখনও তেমন কিছু খারাপ ব্যবহার করা হয়নি আর লোকগুলো ভাল, ঘরের মানুষের মতই কাজ কর্ম্ম করে,—সকলেই একরকম বনিবনাও করে আছে। দরিদ্র বলেই

এরা পরস্পরের সাহায্য আশা করে, আর বড় লোক, ধনী যারা, তারা কেবল লড়াই বাধিয়ে মজা দেখেন।

জেতা বিজেতা দুই দলের মধ্যে এমনতর সদ্ভাবের পরিচয় পেয়ে করনুদেৎ চটে গিয়ে আর না এগিয়ে হোটেলের দিকে ফিরলে। লোয়াজু্ও একটু হেসে রসিকতা করলে, ম্যসে কারে-লামাডোঁ গম্ভীর ভাবে একটা মন্তব্য করলেন। কিন্তু কোথাও কোচওয়ানের দেখা মিলল না। শেষটায় গাঁয়ের কাছে তাকে পাওয়া গেল, সে অফিসারের আর্দ্দালীর সাথে দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক টেবিলে বসে পান ভোজন করছে। কাউণ্ট তাকে বললেন,

—তোমাকে আটটায় গাড়ীতে ঘোড়া জুৎতে বলা হয়েছিল না ?

—হাঁ ; তারপর আমাকে আরেকটা আদেশও দেওয়া হয়।

—কি আদেশ ?

—গাড়ীতে ঘোড়া যেন না জোতা হয়।

—কে তোমাকে এ আদেশ দিয়েছে ?

—প্রুসীয়ান কমাণ্ডাট মহাশয়।

—কেন ?

—আমি কিছু জানিনে—বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন-গে। আমাকে গাড়ী জুৎতে নিষেধ করা হল, আমি গাড়ী জুৎলেম না। ব্যস্।

—তিনি নিজ মুখে তোমাকে এ হুকুম দিয়েছেন ?

—না মশাই, হোটেলওয়ালা তাঁর হয়ে বলেছে।

—কখন ?

—কাল সন্ধ্যায় যখন শু'তে যাই।

ভদ্রলোক তিনজন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে ফিরলেন।

ম্যসে ফোলোঁভিকে খুজতে গিয়ে তাঁরা জানলেন হাঁপানীর জন্য সে

দশটার আগে বিছানা থেকে ওঠে না। তার বিশেষ নিষেধ ছিল যে ঘরে আগুন লাগা কিংবা আর যে কারণেই হোক্ তাকে ঐ সময়ের আগে যেন জাগানো না হয়।

তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু অফিসার যদিও ঐ হোটেলেই থাকত, তার সাথে দেখা হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। ম্যসে ফোলেঁাভি ছাড়া আর কারও সাধারণ ব্যাপার বিষয়ে কথা বলবার অনুমতি ছিল না। বাধ্য হয়ে সকলকে অপেক্ষা করতে হল। স্ত্রীলোকেরা আপন আপন ঘরে চলে গেলেন, যা করে হোক সময়টা ত কাটাতে হবে।

করনুদেৎ বসবার ঘরে প্রকাণ্ড চিমনীর কাছে গিয়ে বসল; তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। সেখানে কাফের ছোট একটা টেবিল ও বিয়ারের ভাঁড় নিয়ে এসে, নিজের পাইপটা বের করে, সময় কাটাবার উপায় করে নিল। ডেমোক্রাট দলের মধ্যে করনুদেৎ-এর পাইপ প্রায় করনুদেৎ-এর সমান খ্যাতি লাভ করেছিল, করনুদেৎ-এর মত লোকের কাজে লেগে সে দেশের কাজই করেছে, এই রকমটা সকলের মনের ভাব। সে পাইপটির চেহারা ভারি চমৎকার, এনামেল করা তার প্রভুর দাঁতের মতই কাল, ঝকঝকে চকচকে, একটু বাঁকা, তাম্রকুট সুরভিত। তার পাইপের সাথে করনুদেৎ-এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে মনে হত সেটা যেন করনুদেৎ-এর দেহেরই একটা অঙ্গ, তার মুখের সম্পূর্ণতা সম্পাদক ও শোভাবর্দ্ধক আবশ্যকীয় অবয়ব। নড়ন চড়ন বিহীন হয়ে গম্ভীর ভাবে বসে কখনো সে চিমনীর জ্বলন্ত আগুনের উপর দৃষ্টিপাত করছিল, কখনো বা ভাঁড়ের সফেন বিয়ারর উপর নজর দিচ্ছিল। থেকে থেকে এক চুমুক করে মদ খেয়ে, লম্বা সরু সরু আঙ্গুলগুলো মাথার অপরিষ্কার লম্বা চুলের

মধ্যে বুলিয়ে যাচ্ছিল, গোঁফের সাথে যে মদের ফেনা লেগে যাচ্ছিল, তা চুষে নিচ্ছিল।

লোয়াজুও একবার হেঁটে হুঁটে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলবার অছিলায় ঐ জায়গায় খুচরা মদের দোকানে নিজের মাল বিক্রয়ের চেষ্টাতে বেরিয়ে গেল। কাউণ্ট ও ম্যসে কারে-লামাডোঁ পলিটিকস আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একজনের মত যে ভবিষ্যৎ অর্লিয়ানিষ্ট দলের হাতে, অপরের বিশ্বাস যে দৈব প্রেরিত কোন মহাপুরুষ ও বীর, যিনি দেশের চরম দুর্দ্দশার সময় হঠাৎ দেখা দেবেন, যা কিছু করবার তাঁরই হাতে। সে হয়ত একজন দ্বিতীয় "দু-গেসাক্লিন" বা "জোয়ান অফ্ আর্ক" বা প্রথম "নাপোলিয়ঁ।" আহা! সম্রাটের ছেলেটি যদি অত অল্প বয়সের না হত! করনুদেৎ গম্ভীর ভাবে এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিল—যেমন তাচ্ছিল্যের সাথে দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তি এই ধরণের কথাবার্ত্তা কানে তুলে থাকে। তার পাইপের গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠেছিল।

এদিকে দশটা বাজতে ম্যসে ফোলেঁাভি দেখা দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি একটুও অদল বদল না করে বার তিনেক এই একই কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন,—"অফিসার মহাশয় আমাকে বললেন, 'ম্যসে ফোলেঁাভি, আপনি উপস্থিত যাত্রীদের গাড়ীতে কালকে ঘোড়া জুৎতে নিষেধ করে দেবেন। আমার বিনা হুকুমে যেন তারা না যায়।' শুনলেন ত? ব্যস্।"

তখন তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা কর্‌তে চাইলেন। কাউণ্ট তাঁর কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। ম্যসে কারে-লামাডোঁ সেই কার্ডের উপর নিজের নাম ও সবগুলো খেতাব লিখে দিলেন। অফিসার বলে

পাঠালে যে তার প্রাতর্ভোজন শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ একটার সময় সে তাঁদের বক্তব্য শোনবার অবসর পাবে।

মহিলারা নেমে এলেন। সকলেই চিন্তিত ও ব্যাকুল। যেমন তেমন করে' খাওয়া দাওয়া হল। বুল-দ্য-সুইফকে দেখে মনে হল তার বোধ হয় অসুখ করেছে, সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে।

তাঁদের কাফি পান শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দ্দালী এসে ভদ্রলোক দু'জনকে ডাকল।

লোয়াজু'ও তাঁদের দু'জনের সাথে যোগ দিল। তাঁরা দলভারী করবার জন্য করনুদেৎকেও ডাকলেন কিন্তু সে গর্ব্বিত ভাবে জানিয়ে দিল যে সে জীবনে কখনও জার্ম্মাণদের সাথে সন্ধি করে নি। টান হয়ে চিমনীর কাছে বসে সে আরেক জাগ্ বিয়র আনবার হুকুম দিলে।

তিনজন উপরে উঠে গেলেন। হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে অফিসার থাকত, সেই ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল। অফিসার একখানা আরাম-চেয়ারের উপর শুয়ে চিমনীর উপর দুই পা রেখে তাঁদের সাথে দেখা করলে। তার গায়ে জ্বলজ্বলে রংয়ের ঢিলা ইজার, সেটা সম্ভবতঃ কোন সৌখিন ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত ঘর থেকে চুরি করা হয়েছে, আর মুখে একটা লম্বা পোরসিলেনের পাইপ। সে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা করলে না, নমস্কার করলে না, এমন কি তাঁদের দিকে একবার তাকালে না পর্য্যন্ত। যুদ্ধে জয়ী সৈন্যের ছোটলোকী নবাবীর এমন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌লে,

—কি চাই আপনাদের ?

কাউন্ট বললেন,—আমরা এখান হতে বিদায় হতে চাই।

—না।

—কি কারণ জানতে পারি কি ?

—কারণ, যাওয়া হবে না।

—দেখুন, আপনাদের প্রধান সেনাপতি মহাশয় দীপ পর্য্যন্ত যাবার জন্য নিজ হাতে আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছেন। আশাকরি আপনার বিরক্তিকর কোন কাজ আমাদের দ্বারা করা হয়নি।

—যাওয়া হবে না, ব্যস। আপনারা এখান থেকে যেতে পারেন। তাকে নমস্কার করে তিনজনে নেমে এলেন।

বিকেল বেলায় সকলের অস্বস্তি বেড়ে উঠল। জার্ম্মাণটার এই খেয়ালের হদ্দমুদ্দ কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। এক একজন এক এক রকম ভাবতে লাগলেন। সেই ঘরে বৈঠক বসল—প্রত্যেকের মাথায় এক একটা উদ্ভট কল্পনা। কেউ বলে জামিন স্বরূপ তাদের আটকে রাখা হবে—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? কেউ বললে যে তারা যুদ্ধ-বন্দী। কেউ বল্‌লে যে তাদের কাছ থেকে মোটারকম খালাসী টাকা আদায় করা হবে। এই কথায় সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যারা যত বেশী ধনী, তারা তত ভয় খেল। তাঁরা স্পষ্ট চক্ষে দেখতে লাগলেন যে উদ্ধত সৈন্য বেটারা তাঁদের মুক্তির বিনিময়ে থলে থলে টাকা কেড়ে নিচ্ছে। সকলে মাথা খুঁড়ে ভাবতে লাগলেন, কি রকম মিষ্টি করে মিথ্যা বললে, কি রকমে দারিদ্র্যের—একেবারে হত দারিদ্র্যের, ভাণ করলে ঐ দুষমণদের মন একেবারে ভেজানো যাবে। লোয়াজু তার ঘড়ীর চেইন খুলে নিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। রাত্রে সকলের ভয় ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেল। আলো জ্বালা হল। ডিনারের তখনও দু'ঘণ্টা বিলম্ব দেখে মাদাম লোয়াজু বললেন তাস খেলাতে মনটা ত ব্যস্ত থাকবে। সকলে রাজি হলেন। করনুদেৎও ভদ্রতা করে পাইপ নিবিয়ে খেলায় যোগ দিল।

কাউন্ট তাস বেটে দিলেন। খেলার ঝোঁকে সকলের মনে যে ভয়

ছিল সেটা চাপা গেল। করনুদেৎ দেখছিল যে লোয়াজু-গৃহিনী কেবল তাস চুরির চেষ্টায় আছেন।

তারপর খাবার টেবিলে যেতে যখন সকলে উঠে দাঁড়ালেন তখন ম্যসে ফোলেঁাভি ফের দেখা দিলেন। মুখ থেকে পোড়া মাংসের মত গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে তিনি বল্লেন,—

—"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট তাঁর মত বদল করেছেন কি না।"

বুল-দ্য-স্থইফ দাঁড়িয়েছিল, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একেবারে লাল হয়ে উঠে রাগের চোটে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। শেষে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলে,—

—"যান, সেই বদমাইস, সেই ছুঁচো, সেই নচ্ছার প্রুসীয়ানটাকে বলুনগে যে আমি কখন রাজি হব না—কখন না, কখন না, কখন না, শুনছেন?"

মোটা লোকটা বেরিয়ে গেল। তারপর সকলে তাকে ঘিরে ধরে অনুরোধ, উপরোধ করতে লাগলেন, হোটেল-ওয়ালার এই আগমনের রহস্য জানবার জন্য। প্রথমে সে বলবে না বলে জিদ করলে; কিন্তু রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে বলে ফেললে,—

—কেন? ওটা কি চায়? ও চায় যে রাত্রে আমি ও বেটার কাছে থাকি।

সকলের এত রাগ হয়েছিল যে কথাটা শুনে কেউ মুখ ফেরালেন না। করনুদেৎ ঠাস করে "জাগটা" টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেললে। এর অর্থ হচ্ছে সেই দুশ্চরিত্র লোকটার উপর সকলের অসন্তোষ জ্ঞাপন, ক্রোধের অভিব্যক্তি, বাধাপ্রদানে সকলের মধ্যে একতা স্থাপন—যেন বুল-দ্য-স্থইফের উপর এই নির্য্যাতন সকলের গায়েই

বিঁধেছে। কাউন্ট বিরক্তির সাথে মন্তব্য করলেন যে এই লোকগুলো প্রাচীন কালের বর্ব্বরদের মত ব্যবহার করছে। সবার চেয়ে মহিলারাই বুল-দ্য-সুইফের উপর সদয় ও প্রণয়ের ভাব দেখাতে লাগলেন, সিষ্টার দুটি লাঞ্চের টেবিলে দেখা দেন নি, তাঁরা এখন তার মাথায় একটা করে চুমা খেলেন, কোন কথা মুখ দিয়ে বের কর্‌লেন না।

প্রথম উত্তেজনা থেমে গেলে সকলে খেতে বসলেন। কথাবার্ত্তা তেমন হল না, সকলেই চিন্তামগ্ন।

মহিলারা যথাসময়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলেন। পুরুষেরা তাস নিয়ে বসলেন। ম্যসে ফোলেঁাভিকে আহ্বান করা হল এই মতলবে যে হয়ত জেরা করে তার কাছ থেকে জানা যাবে, কোন কল কৌশলে প্রুসীয়ান অফিসারকে তাদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিতে রাজি করা যায় কিনা? কিন্তু ম্যসে ফোলেঁাভি তার হাতের তাস নিয়েই ব্যস্ত,— কারও কোন কথা কানে না তুলে ও কোন জবাব না দিয়ে সে কেবলই বলতে লাগল—"হাতের তাস দেখুন, আপনারা খেলুন"। খেলাতে সে এতই মগ্ন হয়ে গেল যে অভ্যাস মত থু-থু ফেলবার কথা পর্য্যন্ত তার ভুল হয়ে গেল। শুধু বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বের হয়ে হাঁপানির সবগুলো রাগ রাগিনী বাজাতে থাকল।

তার স্ত্রী একদফা ঘুমিয়ে নিয়ে তাকে ডাকতে এল, সে গেল না। সে একাই চলে গেল কারণ তার অভ্যাস ছিল সূর্য্য ওঠবার সাথে সাথে শয্যা ত্যাগ করা, কিন্তু তার স্বামী নিশাচর, রাত্রিটা বন্ধু বান্ধবের সাথে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশী খুসী।—"আমার ডিম সিদ্ধ আগুনের কাছে রেখে দিও,"—স্ত্রীকে এই কথা বলে সে খেলায় মন দিল। সকলে যখন দেখলেন যে লোকটার কাছ থেকে কিছুই আদায় হবে না, তখন "শোবার

সময় হয়েছে”, এই বলে খেলা ভেঙ্গে দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

খুব সকালেই সকলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রত্যেকের মনে অনিশ্চিত আশা, ঐ ক্ষুদ্র, আরামহীন হোটেল থেকে পালাবার জন্য ব্যগ্রতা। কিন্তু হায়! ঘোড়াগুলো তখনো আস্তাবলে বাঁধা, কোচওয়ান আগের মত অদৃশ্য। নিরাশ হয়ে সকলে সেইখানে গাড়ীর চারপাশেই বার কতক ঘুরলেন।

নীরবে প্রাতরাশ শেষ হল। ইতিমধ্যেই বুল-দ্য-স্থইফের উপর সকলের ভালবাসায় ভাঁটা ধরেছিল; রাত্রে নাকি বুদ্ধি পাকে, তাই সকাল বেলায় সকলেরি মতামত কিছু বদলে গিয়েছিল। ধর ও যদি রাত্রে টুক্ করে অফিসারের কাছ থেকে ঘুরে আসে, তা হলে সকালে উঠে বাকি সঙ্গীদের কেমন অবাক্ করে দিতে পারে! আর গোলযোগই বা এর মধ্যে কি আছে? কেইবা জানবে? অফিসারকে বলে দিলেই হল যে তার সঙ্গীদের কষ্টে সহানুভূতি পরবশ হয়ে সে এতে বাধ্য হয়েছে, তা হলেই মান রক্ষা হয়। আর ওর নিজের কথা ধরলে, সেটা ত কিছুই নয়।

কিন্তু এই কথাগুলো কেউ সাহস করে মুখ দিয়ে বের করলেন না।

বিকেলে বসে থেকে থেকে সকলের বিরক্তি ধরে গেল। কাউণ্ট তখন প্রস্তাব করলেন যে গাঁয়ের ভিতর একবার ঘুরে আসা যাক্।

বেশ ভাল করে গায়ে কাপড় চোপড় দিয়ে ছোট দলটি বেরিয়ে পড়ল। বাকি থাকল করমুদেৎ ও সিষ্টার দুটি। করমুদেৎ আগুনের কাছে বসে রইল; সিষ্টার যুগলের সময় চার্চ্চে বা পাদরীর গৃহেই কেটে যেত।

ঠাণ্ডা দিন দিন বেড়েই চলছিল, সকলের নাক কান বরফ হয়ে গেল। পা হিমে ঝিম হয়ে গেল—এক পা এগোতেই ভয়ানক কষ্ট। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই একঘেয়ে, সীমাহীন সাদা মাঠ, যা দেখেই গায়ে শীত ধরে। বিরক্ত হয়ে সকলে ফিরে এলেন, মন ও প্রাণে যেন বরফের চাপ পড়েছে, এই ভাব নিয়ে।

স্ত্রীলোক চারজন আগে ও পুরুষ তিনজন পাছে, এই ভাবে সকলে চলছিলেন।

লোয়াজু সমস্ত অবস্থা এক আঁচে বুঝে নিয়েছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল যে "ঐ মাগীটা" আর কতদিন তাদের এমনি করে আটকে রাখবে। কাউণ্ট সব সময়ে ভদ্র, তিনি বললেন যে, কোনো লোক স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এমন মর্ম্মঘাতী ত্যাগ স্বীকার দাবী করতে পারেন না। সেটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ম্যসে কারে-লামাডোঁ বললেন যে যে রকম শোনা যাচ্ছে, ফরাসীরা যদি দীপ থেকে প্রতি-আক্রমণ করে, তবে সে সংঘর্ষ টোটের কাছে ভিতে হওয়াই সম্ভব, বাকী দু'জন এই কথা শুনে চিন্তিত হলেন।—"যদি পায়ে হেঁটে আমরা পালাই," লোয়াজু এই কথা বললে। কাউণ্ট ঘাড় নাড়লেন। "এই বরফের ভিতর দিয়ে, স্ত্রীলোক সাথে নিয়ে,—কি যে বলছেন? তারপর তখনই পিছু পিছু ছুটে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করে আনবে—তখন সম্পূর্ণরূপেই ঐ বেটাদের হাতে পড়তে হবে"। কথাটা ঠিক, সকলে চুপ করে রইলেন।

মহিলারা সাজসজ্জা সম্বন্ধে আলাপ করছিলেন—কিন্তু একটা বাধ বাধ ভাবের দরুণ সে আলাপ তেমন জমে উঠছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল যে রাস্তার মাথায়—অফিসার আসছে। জমাট বরফের উপর দিয়ে বোলতার মত সরু কোমর ও দীর্ঘ দেহ য়ুনিফরমে

ঢেকে সটান হয়ে, মিলিটারী কায়দা মাফিক সযত্নে পালিশ করা চকচকে বুট যাতে নষ্ট না হয় এজন্য দু'পা ফাঁক করে, সে পা টেনে টেনে হেঁটে আসছিল।

মহিলাদের পাশ দিয়ে যেতে মাথা নুইয়ে এবং অতিশয় তাচ্ছিল্যের সাথে পুরুষদের দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। তাঁদের এই সম্ভ্রম বোধ-টুকু ছিল যে তাঁরা খাতির দেখাবার চেষ্টা কেউ করলেন না। যদিচ লোয়াজু টুপী ওঠাবার জন্য হাতটা তুলেছিল।

বুল-দ্য-সুইফের কান অবধি রাঙা হয়ে উঠল ; বাকী তিনজন বিবাহিতা মহিলা, বুল-দ্য-সুইফের সাথে এক সঙ্গে বেড়াতে অফিসার তাঁদের দেখলে—এতে মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন,—কারণ, সে ও হতভাগীকে কি চোখে দেখে তাত আর কারও অজানা নেই।

তারপর সকলে তার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন,—তার গড়ন, তার মুখের চেহারা এইসব। মাদাম কারে-লামাডোঁ অনেক অফিসার দেখেছিলেন,—তিনি বিশেষজ্ঞের মত সমালোচনা করে বল্‌লেন, যে মন্দ নয়। তিনি আপশোষ করলেন যে সে ফরাসী নয়, কারণ তাহলে "হুসারের" পোষাকে তাকে চমৎকার দেখাত ও যত স্ত্রীলোক তার জন্য ক্ষেপে উঠত।

ফিরে এসে তারপরে কি করা যাবে তা কারো মাথায় খেলল না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসে কেউ কেউ গরম করে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ও নীরবে ডিনার শেষ হয়ে গেল। সকলে উপরে উঠে গেলেন, ঘুমিয়েই সময় কাটানো যায় কিনা দেখা যাক—বলে।

পরদিন সকালে সকলে নেমে এলেন, ক্লান্ত মুখের চেহারা ও মনে

নির্ব্বাক-ক্রোধ নিয়ে। মহিলারা বুল-দ্য-সুইফের সাথে কথাবার্ত্তা এক-রকম বন্ধ করে দিলেন।

কোন নবজাত শিশুর অভিষেক উপলক্ষে হঠাৎ গির্জ্জায় একটা ঘড়ী বেজে উঠল। আমাদের স্থূলকায় স্ত্রীলোকটির একটি ছেলে "দ'ইভটোৎ" নামে কৃষকের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিল। সে বছরে একবার করেও তাকে দেখত না, কখনো তার কথা ভাবতও না। কিন্তু যে শিশুটির অভিষেক হচ্ছে তার কথা ভেবে হঠাৎ তার মনে নিজের শিশুটির উপর প্রবল স্নেহ জেগে উঠল। এই অভিষেক দর্শনের ইচ্ছা চাপতে না পেরে সে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উপস্থিত সকলে পরস্পরের প্রতি চেয়ে চেয়ার টেনে এনে ঘেঁষে বসলেন, কারণ বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে কোন উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য। লোয়াজুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। সে বললে যে অফিসারকে গিয়ে বলা যাক যে সে শুধু বুল-দ্য-সুইফকে আটক রেখে বাকী সকলকে ছেড়ে দিক।

ম্যসে ফোলেঁাভি এই ভার নিয়ে গেলেন। কিন্তু উপরে যাওয়া মাত্রই তাঁকে নেমে আসতে হল। অফিসার মানুষের স্বভাব জানত, সে বলে দিলে যে তার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকলকেই আটক রাখবে—কাজেই ফোলেঁাভিকে দরজা থেকেই ফিরতে হল।

ব্যাপার দেখে মাদাম লোয়াজুর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ ইতরতার সহিত বললে—

"এখানে বসে বসে বুড়ো হয়ে মরতে আমরা কেউ রাজি নই। ও ছুঁড়িটার পেশাই যখন সব রকমের মানুষকে ঘরে নেওয়া তখন এমনতর বাছাবাছির দরকার কিরে বাপু? আপনারা জানেন না ও মাগী রোয়াঁয় যাকে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছে, এমন কি গাড়ীর কোচওয়ান পর্য্যন্ত!

আজ্ঞা হ্যাঁ,—প্রিফেক্টের কোচওয়ানও বাদ যায় নি। সে আমাদের দোকান থেকেই মদ কেনে, এ কথা বেশ ভাল করেই আমি জানি। আজ আমরা বিপদে পড়েছি, আর উনি সতী সেজে বসেছেন—লক্ষ্মীছাড়ী কোথাকার! অফিসারের দোষ কোন্ জায়গাটায় দেখিয়ে দেও ত শুনি? বেটা ছেলে ত সে?"

শ্রোত্রী মহিলা দু'জন একটুখানি কেঁপে উঠলেন। সুন্দরী মাদাম কারে-লামাডোঁর মুখখানি একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল—যেন অফিসার তখনই তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে এই ভেবে।

পুরুষেরা একটু দূরে তাঁদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এখন এগিয়ে এলেন। লোয়াজু ক্রোধে অধীর হয়ে, হাত পা বেঁধে ঐ সর্ব্বনাশী ছুঁড়িটাকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু কাউণ্ট চালাকি করে কাজ উদ্ধারের পক্ষপাতী—তাঁর তিন পুরুষ "আমবাসেডর-গিরি" করে গেছেন—ডিপ্লোমাটের চাল চলন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—তিনি বললেন একটা কিছু স্থির করা প্রয়োজন। সকলে ষড়যন্ত্র করতে বসলেন।

মহিলারা সকলে ঘেঁষে বসলেন, অতি নীচু গলায় আলোচনা চল্‌ল। সে আলোচনায় সকলেই যোগ দিলেন, সকলেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। এতে আসর জমকালো হয়ে উঠল। বিশেষতঃ মহিলারা সেরা সেরা বদ্ কথাগুলো বলবার সময় যে সুন্দর মুখভঙ্গী করেছিলেন, যে মধুর ও পরিষ্কার ভাবব্যঞ্জক বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করছিলেন তাতে আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছিল। ভাষার উপর এত অত্যাচার করা কেন যে হচ্ছে, সেটা কোন আগন্তুকের বোঝবার সাধ্য ছিল না।

সংসারের তাবৎ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা ঠিক যেন চিকণ প্রলেপের মত আলগা ভাবে তাদের গায়ে লেগে থাকে। এমন একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপারের রসালোচনায় সেটা আপনা হতে উবে গেল, মনে মনে সকলে বেজায় খুসী হয়ে উঠলেন, সকলের মনের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ল। লোভী পাচক অপরের ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করতে যেমন আহ্লাদ বোধ করে, পরের কেলেঙ্কারী নিয়ে তাঁরাও তেমনি মেতে উঠলেন।

সকলের আহ্লাদ উপচে পড়তে লাগল—সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া এমনি মজার। কাউণ্ট সাহস করে দু'চারটে রসিকতা ছাড়লেন, কিন্তু সেগুলো এমনি চমৎকার করে বলা হল, যে সকলেই হাসলেন। লোয়াজু তার পছন্দসই দু'চারটে রসিকতা ছুড়ে দিল, কিন্তু কেউ তাতে নাক সিটকালেন না। তার স্ত্রী যে সোজা কথাটা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিল, সেইটে ঘুরে ফিরে সকলের মাথায় খেলতে লাগল,—"এ কাজ যখন তার পেশা, তখন সে এমন অন্যায় আবদার কেন করবে?"

বহুক্ষণ ধরে সকলে উপায় চিন্তা করতে লাগলেন,—অবরুদ্ধ দুর্গ হস্তগত করতে হলে লোকে যেমন করে চিন্তা করে। প্রত্যেকে ঠিক করলেন কে কি ভার নেবেন, কি কি যুক্তি ব্যবহার করবেন, কি রকম ফিকির দেখাবেন। আক্রমণের প্ল্যান, কল, কৌশল, হঠাৎ অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হতে লাগল, অভিপ্রায় কি করে এই জীবন্ত দুর্গকে বাধ্য করা যায় যাতে সে শত্রুকে তার ভিতরে ঢুকতে দেয়।

করনুদেৎ একা একা চুপ করে বসে রইল,—এই সব আলোচনায় সে একেবারে যোগ দিল না।

কথাবার্ত্তায় সকলে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে বু-দ্য-সুইফের ফেরবার শব্দ কারো কানে গেল না। কাউণ্ট হঠাৎ বললেন—"চুপ",

সকলে মাথা তুললেন। বুল-দ্য-সুইফ কাছে দাঁড়িয়ে। তাঁরা অমনি থেমে গেলেন কিন্তু প্রথমটা থতমত খাওয়াতে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারলেন না। কাউণ্টেস সালোনের লুকোচুরি খেলাতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ফস্ করে বলে ফেললেন,—"অভিষেক কেমন দেখলেন?"

মোটা মেয়েটা তখন পর্য্যন্ত সেই ভাবে বিভোর। সে আগাগোড়া সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে বললে, "সময় সময় উপাসনা করা ভারি ভাল লাগে"।

মহিলারা স্থির করলেন যে প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত তার সাথে সদ্ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত—কারণ তাতে ওর বিশ্বাসটা ঠিক থাকবে এবং যুক্তি পরামর্শ কানে তুলবে।

খাবার টেবিলে বসে তাঁরা আক্রমণের সূচনা করলেন। প্রথমে আরম্ভ হল আত্মহত্যার গৌরব সম্বন্ধে হেঁয়ালিতে কথাবার্ত্তা। প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদাহরণ বের হল জুডিথ ও হলোফারনেস। তারপরেই খামকা এল লুক্রিস ও সেক্সটাস্; তারপরে এল ক্লিওপেট্রার গল্প, কেমন করে সে সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিদের নিজের বিছানায় জায়গা দিয়ে তাদের চাকরের তুল্য বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল; তারপর ঐ সব মূর্খ লাখপতিদের স্ব স্ব কল্পনায় তৈয়েরী অদ্ভূত এক গল্প বেরল,—কেমন করে রোমের বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলারা ক্যাপুয়ায় হানিবল, তার সেনানী ও তাবৎ সৈন্যদের সাথে রাত্রিবাস করতেন। এর পর সকলে খুঁজে বের করতে লাগলেন পৃথিবীতে কখন কোন রমণী বিজয়ী সেনাপতিদের গতিরোধ করেছেন নিজের দেহকে যুদ্ধক্ষেত্র করে, আদর আলিঙ্গনের প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের উপর আধিপত্য করতে পেরেছেন, প্রতিহিংসা সাধন ও দেশ-ভক্তির জন্য সতীত্ব বিসর্জ্জন করেছেন।

এই সব ব্যাপার ভারি চমৎকার করে, ধীর ভাবে বর্ণিত হচ্ছিল,

যাতে করে ঐ মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ করবার ইচ্ছা বুল-দ্য-সুইফের মনে এক আধটু জেগে ওঠে।

তাঁদের কথাগুলো শুনলে সকলেরি মনে হবে যে পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু নিজের দেহকে বিলিয়ে দেওয়া, সৈন্যদের খেয়াল মাফিক আত্মত্যাগ করা।

সিষ্টার যুগল গভীর চিন্তায় মগ্ন, এসব কথা তাদের কানে উঠছিল না, এমনি ভাব দেখাচ্ছিলেন।

সমস্ত বিকেলটা সকলে তাকে ভাববার অবসর দিলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার সময়ে পূর্ব্বে যেমন তাঁরা তার নামের আগে "মাদাম" শব্দ ব্যবহার করতেন, এখন তা না করে হঠাৎ "মাদামোয়াজেল" বলতে সুরু করলেন।—সকলের চোখে সে যে সম্মানের পদবীতে উঠেছিল সেখান থেকে তাকে নামিয়ে তার প্রকৃত অবস্থা কি সেইটে বুঝিয়ে দেওয়াই হয়ত এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

টেবিলে স্থপ পরিবেশনের সময় ম্যসে ফোলোঁভি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর পুরাণো বুলি আওড়ালেন।

"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন, যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট তাঁর মত বদলেছেন কিনা।"

বুল-দ্য-সুইফ সংক্ষেপে জবাব দিল, "না ম্যসে।"

কিন্তু ডিনারের টেবিলে প্রতিপক্ষের একজোট ভাঙবার উপক্রম হল। লোয়াজু গোটা তিনেক বেফাঁস কথা বলে ফেললে। সকলেই নূতন নূতন উদাহরণ বের করবার জন্য মাথা খুঁড়তে লাগলেন—কিন্তু একটা কথাও মনে এল না। হঠাৎ কাউণ্টেস, বোধকরি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃই, সিষ্টার-দ্বয়ের জ্যেষ্ঠাকে অনুরোধ করলেন যে "সেণ্টদের" জীবনী থেকে বড় বড় দু'চারটে বৃত্তান্ত তাঁদের শুনিয়ে দিন। সেণ্টদের অনেকে

এমন কাজ করেছিলেন, যা আমাদের চোখে মন্দ বলেই লাগবে। কিন্তু ঐ রকমের কাজগুলো যদি ভগবানের গৌরব ও পরকালের মঙ্গলের জন্য করা হয়, তবে ধর্ম্মযাজকেরা বিনা বিচারে সেগুলোর সব দোষ অপরাধ স্খালন করে দেন। যুক্তি খুব প্রবল ; কাউণ্টেস এর অবতারণা করে খুব ফল পেলেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার স্বভাব প্রসিদ্ধ। বুদ্ধি পূর্ব্বকই হোক, কিংবা নিরেট স্থূলবুদ্ধি. যা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তার ফলেই হোক, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ষড়যন্ত্রে রীতিমত সাহায্য করলেন। সকলের ধারণা ছিল তিনি খুব ধীর, স্থির—কিন্তু দেখা গেল যে তিনি বেশ রোখালো, বক্তৃতাবাগীশ ও উগ্রপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। তিনি গ্রাহ্যও করলেন না যে, তার যুক্তিতর্ক জেসুইটদের মতের দিকে যাচ্ছে কি না। মত তাঁর লৌহের মত কঠিন, তাঁর বিশ্বাসে কোন দুর্ব্বলতা নেই, তাঁর বিবেক সব রকম দ্বিধাশূন্য। আব্রাহামের ত্যাগ-স্বীকার তাঁর চোখে সহজ ও স্বাভাবিক, —কারণ, তিনি বললেন, ঈশ্বরের আদেশ পেলে তিনি নিজে পিতা-মাতাকে বিনা বিলম্বে হত্যা করতে প্রস্তুত আছেন। উদ্দেশ্য যেখানে ভাল, সেখানে কোন কাজই ঈশ্বরের অপ্রীতিকর নয়। কাউণ্টেস, স্ব-অনুকুলে সিষ্টার-টির "অথরিটি" আরও ভাল করে কাজে লাগাবার জন্য, তাকে জেরা করে, "উদ্দেশ্য দেখে উপায়ের বিচার"—এই নীতি উপদেশ সম্বন্ধে চমৎকার, শিক্ষাপ্রদ এক বক্তৃতা বের করে নিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আপনার মতে আমরা হাজার খারাপ কাজই করি, তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে ভগবান সে কাজের দিকে না তাকিয়ে শুধু উদ্দেশ্য দেখে আমাদের ক্ষমা করবেন?"

—"এ সত্য কে অস্বীকার করতে সাহস করে? আমাদের চোখে

যে কাজ অতি জঘন্য, যদি তার মূলে সদুদ্দেশ্য থাকে, তারই জোরে শেষে অতি মহৎ বলে তা গণ্য হতে পারে।”

এমনি ভাবে তাঁদের কথাবার্ত্তা চল্‌ল। ভগবানের অভিপ্রায়, তাঁর আদেশ, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চল্‌ল—এবং যে সব ব্যাপারে কস্মিনকালে তাঁর মনোযোগ করবার সম্ভাবনা নেই, সেগুলো সুস্থির ভাবে ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতে লাগল।

এ আলোচনা আগাগোড়া চাপা, চালাকীপূর্ণ ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটির প্রত্যেকটি কথা বুল-দ্য-সুইফের বিরুদ্ধ-ভাবকে অনুকূল পথে আনতে লাগল। তারপর আলাপ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হল। মালা-গলায় ঐ রমণী আপন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো, তার সম্প্রদায়ের, তার নিজের কথা, ও তার পরমপ্রিয় প্রতিবাসী “সেঁইত-নিসেফোরের” কথা বললে। হাভ্‌রে হাসপাতালে বহুশত বসন্ত রোগাক্রান্ত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছে। ঐ সব হতভাগাদের চিত্র সকলের সুমুখে সে এঁকে ধরলে, তাদের ব্যারামের খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে। পথের মাঝে প্রুসীয়ানটার খামখেয়ালীতে তারা আটকা পড়েছে, এদিকে হয়ত কত দুর্ভাগ্য ফরাসী মারা যাবে, যাদের খুব সম্ভব শুশ্রূষায় বাঁচিয়ে তুলতে পারা যেত। তিনি বললেন, সৈন্যদের শুশ্রূষা করা তাঁর বিশেষ কাজ,—স্পেশিয়ালটি। তিনি ক্রিমীয়াতে, ইটালীতে, অষ্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন, ঐ সব স্থানের অভিজ্ঞতার বিষয় এমন চমৎকার করে বর্ণনা করতে লাগলেন যে হঠাৎ সকলের চোখের সুমুখে ফুটে উঠল তাঁর স্বরূপ-চিত্র,—সাবেক কালের ধর্ম্মোন্মত্তা সন্ন্যাসিনী-দের মত, যাঁরা রণ-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্যবাহিনীদের পিছু পিছু চলতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আহত যোদ্ধাদের কুড়িয়ে নিয়ে সেবা করতেন, সামান্য দুই একটা উত্তেজনা বাক্যে, সেনাপতিদের চাইতে বেশী কৃত-

কার্য্যতার সাথে নিরুৎসাহ সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতেন; তাঁর রুক্ষ চেহারা ও অসংখ্য বসন্ত চিহ্ন লাঞ্ছিত মুখ দেখে মনে হল, বাস্তবিক তিনি লড়াইয়ের ধ্বংস-লীলার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

তাঁর পরে আর কেউ কোন কথা বললে না, তাঁর বর্ণনা এমনি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

নৈশ ভোজন শেষ হতেই সকলে চট্‌পট্ উপরে গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিলেন। পরদিন বেশী সকালে উঠতে কারও আগ্রহ দেখা গেল না।

প্রাতরাশ নীরবে শেষ হল। বৃদ্ধা যে বীজ বুনেছিল, সেটা অঙ্কুরিত ও ফল পুষ্পে পরিণত হয়ে উঠতে সময়ের আবশ্যক বিবেচনা করে, সকলে চুপ করে রইলেন।

বিকেল বেলা কাউণ্ট একটু বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাব করলেন। ব্যবস্থামত কাউণ্ট বুল-দ্য-সুইফের হাত ধরে সকলের পিছনে চললেন।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা পথের মেয়েদের সাথে কথা বলতে,—"শুনছ বাছা," ইত্যাদি বলে, খানিকটে তাচ্ছিল্য ও খানিকটে মুরুব্বীয়ানা করে আলাপ করেন,—কাউণ্টও তেমনি করে অন্তরঙ্গতার ভাব দেখিয়ে বুল-দ্য-সুইফের সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমেই আসল কাজের কথা পাড়লেন,—"সামান্য একটু উদারতা যা জীবনে আপনি কতবারই ত দেখিয়েছেন, তার বদলে এই অবাধ্যতার দরুণ প্রুসীয়ানরা যে অত্যাচার করবে, তার মুখে সবাইকে ফেলে রাখাই আপনি ভাল মনে করলেন?"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর করলে না।

কাউণ্ট মিষ্টি কথা দিয়ে, যুক্তি তর্ক দিয়ে, প্রাণের কথা বলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। দরকার হলে তিনি নিজের উচ্চ পদের

উপযোগী রসিকতা করতে পারতেন, খোসামুদি ও কোমল ব্যবহারের চূড়ান্ত করতে পারতেন। তাঁদের যে উপকারটা সে ইচ্ছা করলেই করতে পারে, সেটাকে তিনি আকাশে তুলে দিলেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর একদম ঘনিষ্টতার চরমে, "তুমি আমিতে" এসে বললেন,—"আর দেখ, এতে লোকটা বড়াই করতে পারবে বটে, যে সে এমন সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখেছে, যা তার নিজের দেশে একরকম নেই বললেই হয়।"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর না করে, অগ্রগামী দলের সঙ্গে গিয়ে মিললে।

হোটেলে ফিরেই সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল—তাকে আর ফিরতে দেখা গেল না। সকলে ভয়ানক চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন,—সে কি স্থির করেছে? এখনও যদি সে রাজি না হয়, তবে কি করা যাবে?

ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল,—সকলে তার জন্য বৃথা দেরী করলেন। তখন ম্যসে ফোলেঁাভি ঘরে ঢুকে বললেন যে মাদামোয়াজেল রুসেট অসুস্থ হয়েছেন, সকলে টেবিলে বসতে পারেন। সকলের কান খাড়া হয়ে উঠল। কাউণ্ট হোটেলওয়ালার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"কাজ হাঁসিল?"

—"হাঁ।"

তাঁর সঙ্গীদের কাছে কিছু খুলে না বলে তিনি শুধু মাথা নেড়ে ইসারা করলেন। অমনি সকলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, সকলের মুখই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; লোয়াজু বললে,—"বাঁচা গেল বাপ! হোটেলে যদি শ্যাম্পেন থাকে তবে আনা হোক, আমি দাম দেব।"—হোটেলওয়ালা

যখন চারটে বোতল হাতে করে ঘরে ফিরে এল, তখন মাদাম লোয়াজু সেগুলোর দিকে চেয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলেন। দেখতে দেখতে সকলের মুখ খুলে গেল, কথাবার্ত্তায় আসর জাঁকিয়ে উঠল। খুসীতে সকলের দিল মসগুল হয়ে উঠল। কাউণ্ট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে মাদাম কারে-লামাডোঁ প্রকৃতই সুন্দরী। তুলার ব্যবসায়ী ম্যসে কারে-লামাডোঁ কাউণ্টেসকে খুসী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠাট্টা মসকরা ও ফূর্ত্তিতে সকলে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

হঠাৎ লোয়াজু মুখ গম্ভীর করে, হাত তুলে বলে উঠলে, "আস্তে"! সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ও ভয় পাবার মত চেহারা করে' চুপ করে গেলেন। সে কাণ খাড়া করে, গোল থামাবার জন্য দু'হাত উঠিয়ে, ঘরের ছাদের দিকে দুই চোখ তুলে খানিকক্ষণ কি যেন শুনলে,—তারপর তার সাধারণ গলায় বললে, "কোন ভয় নেই, ঠিক চলছে।"

প্রথমটা কেউ যেন বোঝেন নি এই ভাণ করলেন, তারপর সকলের মুখেই মৃদুহাসির উদয় হল।

মিনিট পনের পরে ফের সে ঐ অভিনয় করলে;—সমস্ত সন্ধ্যা ধরে বার বার এই ব্যাপার চল্‌ল। সে যেন উপর তলার কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে কথা বলছে, ও তাকে দ্ব্যর্থবোধক দু'চারটে পরামর্শ দিচ্ছে, সেগুলো তার ব্যবসা ও চরিত্রের উপযুক্ত বটে। কখনো দুঃখার্ত্ত মুখ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে, "বেচারা মেয়েটা!" আবার হয়ত রাগের ভাণ করে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলছে, "হতভাগা, পাজি প্রুসীয়ান!" থেকে থেকে সকলে যখন হয়ত অন্য কথা বলছে, মাথা নেড়ে জোর গলায় বলে উঠছে; "বেশ, বেশ," এবং যেন নিজের

মনেই বলছে,—"মেয়েটাকে আর দেখতে পাই কিনা,—বজ্জাত লোকটা তাকে না মেরে ফেললে হয়।"

এইসব রসিকতা নিতান্ত বদরুচির পরিচায়ক হলেও, সকলেই এতে আমোদ বোধ করছিলেন, কেউ আপত্তি প্রকাশ করলেন না। কারণ, অপর সব মনোভাবের মত ক্রোধের প্রকাশও নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে,—কিন্তু যে ভাব তখন সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেটার মূলে ছিল কেবল অশ্লীল ও কুচিন্তা।

ডিনারের শেষের দিকে মহিলারা পর্য্যন্ত দু'চারটে মার্জ্জিত ও মনোজ্ঞ রসিকতা করলেন। সকলের চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠল,—পান কার্য্যটী একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হয়েছিল। কাউণ্ট সবরকম অবস্থাতেই নিজের পদোপযোগী গাম্ভীর্য্য ঠিক রাখতে পারতেন—তিনি একটা উপমা না দিয়ে থাকতে পারলেন না,—সে উপমাটা হচ্ছে এই যে মেরু প্রদেশে শীতের শেষ হলে, যারা জাহাজ আটকে বন্দী অবস্থায় ছিল, তাদের কি আহ্লাদ হয় যখন তারা দেখে যে দক্ষিণের পথ খোলসা হয়ে গেছে।

লোয়াজু টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে, হাতে এক গেলাস শ্যাম্পেন নিয়ে বললে, "আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে।" সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন, তার প্রশংসা করলেন। সিষ্টার-দুটি পর্য্যন্ত, মহিলাদের অনুরোধে গেলাসের ঐ সফেন মদে চুমুক দিতে রাজি হলেন,—যদিও শ্যাম্পেন তাঁরা জীবনে কখন স্পর্শ করেন নি। তাঁরা বলেন যে ওর স্বাদ লেমনেডের মত কতকটা, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল।

লোয়াজু সকলের মনের কথা একাই প্রকাশ করে বললে,—

"দুঃখের বিষয় হাতের কাছে একটা পিয়ানো নেই, থাকলে একপাক নাচলে মন্দ হত না এ সময়ে।

করনুদেৎ এ পর্য্যন্ত একবারটিও মুখ খোলেনি, খোলবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নি। তাকে দেখলে মনে হয় সে অত্যন্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। থেকে থেকে সে শুধু তার লম্বা দাড়ি সজোরে টানছিল, যেন তার ইচ্ছা ওটা টেনে সে আরো লম্বা করে। দুপুর রাত্রে সকলে যখন নিজ নিজ ঘরে যাবে, তখন নেশায় টলটলায়মান লোয়াজু তার পেটের উপর এক থাবড়া মেরে মাতালের অস্পষ্ট উচ্চারণে বললে, "আপনাকে কিছু খুশী বলে মনে হচ্ছে না ত এখন, কোন কথা বললেন না।" করনুদেৎ চট্ করে মাথা উঠিয়ে, তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে বললে, "আপনারা সকলে কেলেঙ্কারী করলেন,—আমি বলছি কেলেঙ্কারী করলেন।" সে উঠে দোরের কাছে গিয়ে আবার বললে, "কেলেঙ্কারী", তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

প্রথমটা এই ব্যাপারে সকলে ভেবড়ে গেলেন। লোয়াজু বেকুব হয়ে হাঁ করে রইল। একটু পরেই তার মাথায় বুদ্ধি এল, সে চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভঙ্গী করে বললে, "ও দুটোই একেবারে কাঁচা, বুঝলে বন্ধু, একেবারে কাঁচা।" সকলে কিছুই বুঝতে পারলেন না দেখে সে সেই "করিডোর রহস্য" বিবৃত করলে। ব্যাপার শুনে সকলের আমোদে জোয়ার লেগে গেল। মহিলারা স্ফূর্ত্তির আধিক্যে পাগলের মত হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে কাউন্ট ও ম্যসে কারে-লামাডোঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কেহই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—তাই কি? আপনি ঠিক বলেছেন? সে গিয়েছিল—

—আরে, আমি চোখে দেখেছি।

—ও বেটি রাজি হল না—

—কারণ, প্রুসীয়ানটা পাশের কামরায় ছিল।

—এও কি সম্ভব ?

—আমি হলফ করে বলতে পারি।

কাউণ্টের দম বন্ধ হবার যোগাড় হল। তুলার ব্যবসায়ী দু'হাতে পেট চেপে ধরলেন। লোয়াজু বললে, "কাজেই বুঝতে পারছেন, যে আজকের ব্যাপারটায় ও লোকটা কিছু মজা পাচ্ছে না,—একটুকুও না।"

তারপর তিন জনে হাঁস ফাঁস করতে করতে, টলতে টলতে, কোন মতে নিজ নিজ ঘরের দিকে চললেন।

উপরতলায় গিয়ে সকলের ছাড়াছাড়ি হল। মাদাম লোয়াজু বিছানায় শুয়ে তাঁর স্বামীকে বললেন যে কারে—লামাডোঁর ঐ ঠ্যাকারী ফচকে বৌটা সারা সন্ধ্যা হাসতে হাসতে পাশুটে মেরে গেছে।—"আর জানইত স্ত্রীলোকগুলো যখন সৈনিকের য়ুনিফরমের গোঁ ধরে তখন সে সৈনিক ফরাসী হোক বা প্রুসীয়ান হোক তাদের কাছে একই কথা—একি কম ঘেন্নার কথা মাগো!"

সমস্ত রাত্রি ধরে করিডোরের অন্ধকারে নানারকম ধুস্‌ধাস্‌, খস্‌খস্‌, মানুষের নিশ্বাসের ও খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবার মত অস্পষ্ট শব্দ ইত্যাদি কাণে আসতে লাগল। সকলে অনেক রাত্রি অবধি জেগে ছিলেন, কারণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দোরের ফাঁক দিয়ে আলো জ্বলছে দেখা গেল। শ্যাম্পেন যোল আনা সুদ আদায় করে নেয়, ঘুমের উপর তার নাকি বড় রাগ।

পরদিন সকাল বেলায় শীতের সুন্দর ঝরঝরে সূর্য্যের আলো চার-দিকের বরফ-ঢাকা ক্ষেত মাঠ সব জ্বলজ্বলে করে তুলেছে। দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের গাড়ী, এত গোলমালের পর তবে তাতে ঘোড়া যোতা হয়েছে। একপাল সাদা রংয়ের পায়রা, প্যাকম ধরে, মাঝে কাল-তারা চিহ্নিত লালচে চোখ মেলে, অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে ছটা ঘোড়ার পেটের নীচে, পায়ের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোচওয়ান তার ভেড়ার লোমের পোষাক গায়ে দিয়ে, কোচবাক্সে বসে পাইপ টানছিল,—যাত্রীরা খুশীমনে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে, পথের জন্য কিছু খাবার বেঁধে নিচ্ছিলেন।

কেবল বুল-দ্য-সুইফের জন্য গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই সে এল।

তাকে দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত বলে মনে হল। অতি ধীরভাবে সে সঙ্গীদের দিকে অগ্রসর হল। তাঁরা তাকে যেন দেখেন নি, এই ভাবে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কাউণ্ট গম্ভীর ভাবে তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে, তার অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে সরে গেলেন।

মোটা মেয়েটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সমস্ত সাহস সংগ্রহ করে, অতি বিনীত ভাবে "প্রাতঃ-নমস্কার" বলে তুলার ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে সম্বোধন করলে। তিনি অতি উদ্ধত ভাবে কট্‌মট্‌ করে তার দিকে চাইলেন। সকলেই অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখাতে লাগলেন—ও তার কাছ থেকে দূরে সরে সরে থাকলেন, যেন তার পোষাকের মধ্যে সে কোন ছোঁয়াচে রোগের বীজ পুরে রেখেছে। তারপর সকলে হুড়মুড় করে গাড়ীতে উঠে পড়লেন, সে একা শেষে পড়ে রইল। সকলের বসা হলে ধীরে, নির্ব্বাক ভাবে গিয়ে প্রথমে আসবার সময় যেখানে বসেছিল, সেই জায়গায় চুপ করে বসলে।

কেউ তার দিকে ফিরে চাইলেন না, তাকে যেন কেউ মোটে চেনেনই না। কেবল মাদাম লোয়াজু তার ও আপনার মধ্যে বেশ ব্যবধান রয়েছে

দেখে তার স্বামীকে নিম্নস্বরে বললে,—কি সৌভাগ্য যে ওটার কাছ থেকে আমি দূরেই বসেছি।

গাড়ী ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠে, আবার যাত্রা সুরু করল।

প্রথমে কেউ কোন কথা বললেন না। বুল-দ্য-সুইফ সাহস করে চোখ দু'টো তুলতে পারলে না। তার মনে তখন সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাগ জমে উঠেছে—তারাই ত তাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত করেছে, ভণ্ডামি করে প্রুসীয়ানটার কোলের উপর তাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়েছে।

এতক্ষণের এই অসহ্য নিস্তব্ধতা ভাঙ্গবার জন্য কাউণ্টেস মাদাম কারে-লামাডোঁকে সম্বোধন করে বললেন,—

—আপনি বোধ হয় মাদাম দে'জেলকে জানেন ?

—হ্যাঁ, তিনি ত আমার একজন বন্ধু।

—ভারি বিদুষী মহিলা ?

—তা আর বলতে ? তিনি বিদূষীদের মধ্যেও একজন রীতিমত শিক্ষিত, পাকা আর্টিষ্ট। তার গানে মোহিত না হয় এমন লোক নেই, আর ছবি যা আঁকেন তা একেবারে নিখুঁত।

তুলার ব্যবসায়ী ও কাউণ্ট আলাপ করতে লাগলেন—কাঁচের শার্শি দেওয়া জানালার ঝকর ঝকর শব্দ ছাপিয়ে তাঁদের দু'একটা কথা মাঝে মাঝে কানে আসছিল—"মেয়াদ," "প্রিমিয়াম"—ইত্যাদি।

লোয়াজু তাঁর স্ত্রীর সাথে তাস খেলতে সুরু করলে।

সিষ্টার-দ্বয় হাতে জপের মালা নিয়ে, একসঙ্গে ক্রুসের প্রতিরূপ বাতাসে এঁকে, অতিদ্রুত গতিকে অস্পষ্ট শব্দ করে ঠোঁট নাড়তে সুরু করলেন। মাঝে মাঝে একটা মেডেল চুম্বন করে, আবার বাতাসে ক্রস চিহ্ন এঁকে, গুণ্ গুণ্ শব্দ করে' জপ করতে লাগলেন।

করনুদ্যেৎ ঠায় বসে চিন্তা করতে লাগল। তিনঘণ্টা পরে লোয়াজু তাস কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলে,—"ক্ষিদে পেয়েছে"।

লোয়াজু-পত্নী একটা প্যাকেট থেকে একখণ্ড বীফ বের করে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কাটলেন। তারপর দু'জনে খেতে সুরু করলেন।

"আমরাই বা বাদ যাই কেন" ?—কাউণ্টেস বললেন। তিনি একটা খাবারের বাক্স থেকে নানারকম সুখাদ্য বের করলেন। তাঁর বাক্সে দু'বারের খাবার মত জিনিস জমানো ছিল।

সিষ্টার-দ্বয় পিঁয়াজের গন্ধওয়ালা খানিকটে মাংসের কাবাব কাগজের মোড়ক খুলে বের করলেন। করনুদ্যেৎ তার কোটের বিশাল দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটার মধ্য থেকে বের করলে সিদ্ধকরা খোসা সমেত গোটাকয়েক ডিম, আর একটা থেকে একখানা রুটি। ডিমের খোসা ছাড়িয়ে, খোসাগুলো পায়ের নীচে খড়ের উপর ফেলে দিয়ে ডিম কামড়ে খেতে লাগল,—ডিমের মধ্যের হল্‌দে রঙের বস্তুর দু'চারটে কণা তার বিশাল দাড়ির মধ্যে ঢুকে, সন্ধ্যাবেলার নক্ষত্রের মত চিক্‌মিক্ করতে লাগল।

ভোরবেলার তাড়াতাড়ি ও মাথার গোলমেলে অবস্থায় বুল-দ্য-সুইফ খাবারের কথা ভাবতেই সময় পায়নি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে সকলে নিশ্চিন্ত মনে যার যার মত খাচ্ছিল—এই দেখে তার মন কেবল অভিমানে ভরে উঠছিল। ক্রোধের উত্তেজনায় যত রকমের গালিগালাজ বুকের ভিতর থেকে ঠেলে তার জিবের আগায় এসে জমা হচ্ছিল, তাদের অন্যায় ব্যবহারের জন্য সবাইকে একেবারে লজ্জিত, অভিভূত করে দেবার জন্য—কিন্তু রাগের চোটে তার গলা আটকে গিয়েছিল, গালগুলো বেরোবার পথ পাচ্ছিল না।

একটি লোকও তার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল না, তার কথা ভাবছিল না।

তার মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐ সব সাধু ও সাধ্বী কপটাচারীদের দারুণ ঘৃণার অতল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে—ওরাই না প্রয়োজন কালে তাকে আকাশে তুলে দিয়ে বলি দিয়েছিল, আর এখন প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাই অনাবশ্যক ও অকেজো বলে তাচ্ছিল্যভরে তার দিক থেকে মুখ ফেরাচ্ছে? তারপর তার খাবার প্রকাণ্ড ঝুড়িটার কথা তার মনে হল,—তখন ত রাক্ষসের মত ওরাই তার ফাউল রোষ্ট, প্যাষ্ট্রি, ফল, চার বোতল বরদো, সব খুঁটিয়ে গিলেছিল? এই সব ভাবতে ভাবতে, বেশী টানাটানিতে শক্ত রশি যেমন পট্ করে ছিঁড়ে যায়, তেমনি তার রাগ পড়ে গিয়ে কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কান্না চাপবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল,—ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন করে ঢোক গিলে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চায়, তেমনি করে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল,—কিন্তু দেখতে দেখতে চোখের পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে এল,—তারই দুইটি বড় বড় ফোঁটা টসটস করে গাল বয়ে ঝরে পড়ল।

পাথর ফেটে ঝরণার জল যেমন ঝরঝরিয়ে নেমে যায়, বাধাহীন তার চোখের জল, তেমনি নিজের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে গাল ছাপিয়ে বুকের উপর পড়তে থাকল। কেউ সে জল লক্ষ্য না করে, এই মনে করে সে স্থির দৃষ্টিতে চুপ করে বসে রইল,—তার মুখের চেহারা তখন কঠিন ও রক্তলেশশূন্য।

কিন্তু সে জল কাউণ্টেসের চোখে পড়ল, তিনি ইসারায় তাঁর স্বামীকে দেখালেন। তিনি শুধু দুই কাঁধ একবার নাড়লেন—অর্থাৎ, "সবাই জানে এতে আমার কোন দায় দোষ নেই।" মাদাম লোয়াজু নিঃশব্দে খানিক বিজয়ের হাসি হেসে নিলেন ও নিম্নস্বরে বললেন,—"ছুঁড়িটা লজ্জায় কাঁদছে।"

সিষ্টার-দ্বয় আহারশেষে বাকী কাবাবখানি কাগজে জড়িয়ে রেখে, আবার জপ তপ আরম্ভ করলেন।

করনুদেৎ তার ডিমগুলো ধীরে সুস্থে হজম করছিল। এখন লম্বা সরু দুই ঠ্যাং সামনের বেঞ্চির নীচে টান করে মেলে, পিঠ হেলিয়ে, দুই হাত আড়াআড়ি করে কোলের উপর রেখে,—কোন রং-তামাসা দেখে উৎফুল্ল সমজদার দর্শকের মত একটুখানি মৃদু হাসি হেসে—শিষ দিয়ে "লা মার্সেলেজ" নামক স্বদেশ-প্রেমাত্মক গানটি গাইতে সুরু করলেন।

গাড়ীর ভিতরকার চেহারাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। সেই প্রসিদ্ধ গীতটি কাউকে খুসী করতে পারছিল না। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই যেন খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে চীৎকার করে উঠবেন, রাস্তার ব্যারেল-অরগানের আওয়াজ শুনলে কুকুরগুলো যেমন করে ওঠে। করনুদেৎ এই ভাব লক্ষ্য করলে, কিন্তু তার সঙ্গীতের বিরাম হল না। নীচের পদ ক'টি সে ফিরে ফিরে গাইতে থাকল,—

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens, nos bras Vengeurs,
Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs !

(পবিত্র স্বদেশ-প্রেম প্রতিশোধ নিতে উদ্যত আমাদের বাহুতে বল দেউক, হে প্রিয় স্বাধীনতা, তোমার রক্ষার জন্য যারা লড়ছে, তাদের সহায় হও)।

রাস্তার বরফ জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, গাড়ী দ্রুত ছুটে চল্‌ল তার উপর দিয়ে। দীপ অবধি সমস্ত রাস্তাটা গাড়ীর বিষম ঝাঁকুনি, সন্ধ্যার ম্লান আলো, রাত্রে গাড়ীর ভিতরের ঘন অন্ধকার—সব অগ্রাহ্য করে, একরোখা, একঘেয়ে তার ঐ নিষ্ঠুর শিষ দেওয়া চলতেই থাকল। গাড়ীর ক্লান্ত, রুষ্ট আরোহীদলকে নিরুপায় হয়ে তার গীতের প্রথম থেকে

শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করতে হচ্ছিল—তার শিষ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কথা তাঁদের মনে ফুটে উঠছিল।

বাধাহীন, বিরামহীন বুল-দ্য-সুইফের চোখের জল ঝরে পড়ছিল,—মাঝে মাঝে একটা অবাধ্য দীর্ঘশ্বাস সেই গীতের দুই পদের ফাঁকে বাইরের ঘনান্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মায়ের প্রতিশোধ

(La Mère Sauvage)

(Maupassant-র ফরাসী হইতে)

প্রায় এগারো বৎসর আমি ভিরলোঁতে আসি নি।

তারপর শরৎকালের একটি সুন্দর দিনে সেখানে এলেম শীকার চর্চ্চার মতলবে, আমার বন্ধু সেরভালের গৃহে। বন্ধু এতদিন পরে তবে সেই যে তাঁর বাড়িটি প্রুসীয়ানরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, তার সংস্কার শেষ করতে পেরেছেন।

এ জায়গাটি আমার প্রতি প্রিয়। এক কোণে ছোটখাটো গাঁ-খানি—তার রূপটুকু যেন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। তার উপর আমার যে টান, সেটা ঠিক মানুষের উপর টানের মতই প্রবল। অন্যমনস্ক হয়ে চলেছি, পথের সৌন্দর্য্য জোর করে চোখকে টেনে এনে কাজে লাগিয়ে দেয়।—হয়ত মনে পড়ে যায় আগেকার চেনা কোন ঝরণা, ঝোপ, খাল বা পাহাড়ের কথা—যা বারবার দেখা হয়েছে ও মনে কোন সুখস্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। থেকে থেকে মন হয়ত বনের অদৃশ্য এক কোণে গিয়ে লুকোয়, কিংবা নদীর ধারে বা ফুলে-ঢাকা ছোট্ট একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করে—যা একটিবারমাত্র কোন শুভ মুহূর্ত্তে চোখে পড়েছে, আর সেই থেকে মনকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে ;—যেমন কোন বসন্তের সকালে, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোষাকে উজ্জ্বল, সুন্দর কোন নারীমূর্ত্তি পথে দেখে, তার স্মৃতি আমাদের দেহে ও মনে চিরকালের মত একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা ও অভাববোধ রেখে যায় ; কিংবা হাতে-পাওয়া সুখকে হেলায় দূরে ঠেলে ফেলে দিলে পরে আমাদের মনের ভাবটি যেমন হয়।

আমার টান ছিল ভিরলোঁর সকল জায়গাটুকুর উপর—সেই ছোট ছোট বনজঙ্গলে ছিটানো মাঠ, আর তারি মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া অতি শীর্ণকায় সব নালা, যেগুলো সূর্য্যের আলোয় দেখায় ঠিক যেন আঁকাবাঁকা শিরা, পৃথিবীর রক্তপ্রবাহ বহন করে চলেছে। ঐ গুলিতে সকলে তেমনি ছোট সব মাছ ধর্‌ত। এখানে ওখানে নাইবার মত জায়গা ছিল,—আর নালার ধারে যে-সব লম্বা ঘাস জন্মাত, তার মধ্যে দুই একটা শীকারের পাখীও মিল্‌ত।

আমার কুকুর দুটোয় মিলে চারিদিকে খোঁজ করছে, তাদের উপর চোখ রেখে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্‌ছি। সেরভাল আমার একশো হাত দূরে ডাইনে দেখছিল। দুই একটা ঝোপ পার হতেই, যে জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে এতক্ষণ আসছিলেম সেটা শেষ হয়ে গেল। তখন দূরে নজরে পড়ল একটা ভাঙ্গা, পোড়োবাড়ী।

চট্‌ করে মনে পড়ে গেল গেলবারে, অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাড়ীটাকে যে অবস্থায় দেখেছিলেম,—সেই আঙুরপাতায় ঢাকা ঘরের চালা ও দেয়াল, সাম্‌নে আহার অন্বেষণে রত মুরগীর পাল! কি করুণ দৃশ্য পোড়োবাড়ীর!—হাঁ করে খুঁটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকী যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসে গলে পড়েছে!

আরো মনে পড়ল সেই স্ত্রীলোকটির কথা,—একদিন আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, যে আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস পানীয় দিয়েছিল। তারপর সেরভালের কাছে শুনেছিলেম তাদের যত ইতিহাস। বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন "পোচার,"—বনরক্ষীদের গুলি খেয়ে মারা যান। তার ছেলেকে আগের বার দেখেছিলেম—এক ঢ্যাঙ্গা, শুক্‌নো মূর্ত্তি; পৈতৃক ব্যবসায়ে বাপের মতই তার সুনাম ছিল।

আমি সেরভালকে ডাকলেম। সে শীকারী-জনোচিত লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে হাজির হল।

আমি জিজ্ঞেস করলেম—"ও বাড়ীটার মানুষগুলোর কি হল?"

তার উত্তরে সে এই গল্পটি বল্লে।

যুদ্ধ আরম্ভ হলে বাড়ীর তেত্রিশ বছরের ছেলেটি মাকে বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে পল্টনে নিজের নাম লিখিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। পাড়াপ্রতিবাসীরা জানত বুড়ীর হাতে কিছু পয়সা আছে,—বিশেষ কোন কষ্ট তার হবে না।

সে হতে বুড়ী গাঁ থেকে এতদূরে জঙ্গলের ধারে একা ঘরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাক্‌ত। ভয়ভীতি তার মনে বোধহয় ঠাঁই পেত না—কারণ, চেহারায় ছিল সে বাড়ীর বেটাছেলেদের মতই,—ঢ্যাঙ্গা, শুক্‌নো, চোয়াড়ে গোছের। হাসি তার মুখে লোকে কমই দেখেছে; আর বোধ হয় তার সঙ্গে ঠাট্টা করতে কেউ কখনো সাহস করে এগোয় নি। বিশেষ করে চাষার ঘরের মেয়েদের মুখে হাসি বড় কম,—যত স্ফূর্ত্তি সব পুরুষদের একচেটে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, নীরস দুঃখের জীবন মেয়েদের; তাদের মনটি তাই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও দুঃখের ভারে মুষ্‌ড়ে-পড়া। পুরুষরা মদের দোকানের হট্টগোলে কিছু আমোদের স্বাদ পায়, কিন্তু মেয়েদের স্বভাব হয়ে যায় গম্ভীর, আর তাদের মুখের চেহারা হয়ে যায় রসলেশহীন! একটু হাসলে মানুষের মুখের পেশীগুলার যে পরিবর্ত্তন হয়, সেটুকুর সঙ্গেও তাদের মুখের কোন পরিচয় থাকে না।

বুড়ীর দিনগুলো ঐ বাড়ীতেই চুপচাপ কেটে যেতে লাগ্‌ল। শীতকাল এলে বরফে বাড়ীটাকে ছেয়ে ফেল্‌ত। বুড়ী হপ্তায় একদিন করে গাঁয়ে আস্‌ত, রুটি ও মাংস কেনবার জন্য—তারপর বাড়ী ফিরে যেত। তখন আবার বাঘের ভয় হয়েছিল, তাই সে তার ছেলের মরচে-ধরা, ক্ষয়ে-যাওয়া-

বাঁটওয়ালা বন্দুকটি পিঠে বেঁধে বাইরে আস্‌ত; ঐ সময়ে কি অপূর্ব্ব চেহারাই তার হত,—সেই কোমরভাঙ্গা লম্বা ধড়, বরফের উপর দিয়ে টেনে-আনা দুই সুরু ঠ্যাং, আর পৃষ্ঠে দোদুল্যমান বন্দুক, তার নল তার শাদা চুলেঢাকা মাথায় বাঁধা কালো রুমাল ছেড়েও ঠেলে উঠেছে !

তারপর একদিন প্রুসীয়ানরা এসে উপস্থিত। গাঁয়ের সকলের অবস্থা অনুসারে তাদের প্রত্যেক বাড়ীতে বাসা দেওয়া হল। সেই বুড়ীর বাড়ীতে জায়গা পেল চারজন।

দেখতে তারা ছিল ফরসা—যেমন গায়ের রং তেমনি দাড়ীর রং, নীল চোখ, যুদ্ধের কষ্ট পেয়েও দিব্যি মোটাসোটা। পরাজিত হলেও তার উপর তাদের ব্যবহার ছিল ভাল। বুড়ীর প্রতি তাদের বেশ টান দেখা যেত। তারা যতদূর পারত তার খরচ ও পরিশ্রম কম করতে চেষ্টা করত। সকালে প্রায়ই দেখা যেত তারা খালি সার্ট গায়ে একটা কুয়োর ধারে স্নান করছে—বুড়ী ততক্ষণ তাদের সুরুয়া তৈরী করছে। তারপর স্নান সেরে তারা হেঁসেল সাফ, মেঝে ধোয়া, কাঠ চ্যালা করা, আলুর খোসা ছাড়ানো, কাপড় ধোওয়া ইত্যাদি ঘরকন্নার সকল রকম কাজেই বুড়ীর চারটি সুবোধ ছেলের মতই লেগে যেত।

বুড়ী মনে মনে তার নিজের ছেলেটির কথাই সারাক্ষণ ভাবত,—সেই শুক্‌নো কাঠের মত চেহারা, বাঁকা নাক, বাদামী রংয়ের চোখ, আর কালো চুলের তৈরী একখানা বুরুষের মত গোঁফ। সে রোজ সেই চারজন জর্ম্মাণ সৈন্যের একজন-না-একজনকে জিজ্ঞাসা করত,—"ফরাসী রেজিমেণ্টের তেইশ নম্বর সৈন্যদলকে কোথায় রাখা হয়েছে জান কি ?" তারা বলত তারা কিছুই জানে না। তাদের মধ্যে যারা দূর দেশে নিজের বাড়ীতে মা ছেড়ে এসেছিল, তারা বুড়ীর কষ্টের ও ব্যস্ততার কারণ বুঝত, এবং হাজার রকমে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করত।

তারা চারজনেই শত্রু হলেও বুড়ী তাদের সবাইকে ভালবাসত, কারণ স্বদেশপ্রেমিকের মনে বিদেশী-বিদ্বেষটা যেমন উগ্রমাত্রায় থাকে, চাষার মনে প্রায়ই তেমন থাকে না। ও-ভাবটা সমাজের উপরওয়ালাদেরই একচেটে। গরীব বেচারা চাষাকেই সবচেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, কারণ তার কিছুই নেই,—আর সকল রকম নতুন কর তারই ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে পিষে ফেলবার পথ আবিষ্কার করা হয়। ওরাই কামানের সুমুখে বুক পেতে ঝাঁকে ঝাঁকে মরে, কারণ সংখ্যায় ওরাই বেশি। যুদ্ধের প্রাণান্তকর কষ্টটি ওদেরই সকলের চাইতে বেশি সহ্য করতে হয়, কারণ ওরা বড় দুর্ব্বল, সে কষ্ট থেকে রেহাই পাবার উপায় ওদের হাতেই সব চেয়ে কম। লড়াই করবার উৎকট বাতিক তাদের নেই, "প্রেষ্টিজের" মহিমা তাদের বুদ্ধির অগোচর, আর রকমারি রাজনীতির মারপ্যাঁচ—যা দুই মাসের মধ্যেই জেতা ও বিজিত উভয় জাতিকেই কাবু করে ফেলে,—তাদের মাথায় তা মোটেই ঢোকে না।

গাঁয়ের সকলে বুড়ীর বাড়ীর চারজন জার্ম্মাণ-সৈন্যের কথা উঠলে বলত, "ঐ চারটি লোক ঠিক যেন নিজের বাড়ীটিতেই রয়েছে।"

তারপর একদিন সকালে বুড়ী যখন একা বসে রয়েছে, দূরে দেখলে একজন লোক সেদিকে আসছে। বুড়ী চিনতে পারলে যে, সে লোকটি হচ্ছে ডাকপিয়ন।

সে ভাঁজ-করা একখানা কাগজ তার হাতে দিল। সেলাইয়ের বাক্স থেকে তার সেলাই করবার চশমাটি বের করে বুড়ী পড়লে—

"ম্যাডাম—

এই চিঠিতে আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। গত কল্য আপনার ছেলে ভিক্টর গোলার আঘাতে মারা পড়েছে—গোলাটি তার দেহ দু'খণ্ড করে ফেলেছে। আমি তার কাছেই ছিলেম, কারণ

সৈন্যদলে আমাদের স্থান পাশাপাশি ছিল। সে তার কোন দুর্দ্দৈব ঘটলে সেই দিনই আপনাকে খবর দিতে বলে যায়। যুদ্ধশেষে ফিরিয়ে দেব বলে তার পকেট থেকে ঘড়িটি বের করে নিয়েছি।

আমার নমস্কার জানবেন।

সেজের রিভো

দ্বিতীয় শ্রেণী তেইশ সংখ্যক সৈন্যদল"

চিঠির তারিখ ছিল তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেকার।

চোখে তার জল ছিল না। আঘাতের পরিমাণটা হয়েছিল এত বেশী যে প্রথম চোটে সে শুধু নিস্পন্দ হয়ে রইল,—ভিতরটা অসাড় হয়ে যাওয়ায় তখনকার মত বেদনাবোধটুকুও ছিল না। সে ভাবছিল—ভিক্টরকে তারা মেরে ফেলেছে। তারপর আস্তে আস্তে চোখে জল দেখা দিল, শোকে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। একটু একটু করে তার বর্ত্তমান অবস্থা পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌তে লাগল তার মনে—উঃ কি অসহনীয়! ছেলেকে বুকে টেনে আনা জন্মের মত শেষ হয়েছে। বাপকে মেরেছে পুলিশে, ছেলেকে মেরেছে প্রুসীয়ানরা······গোলার আঘাতে সে দুখণ্ড হয়ে গিয়েছে······মনে হয় যেন চোখের উপর সেই দৃশ্য······কি ভয়ানক······মাথাটা হেলে পড়েছে······চোখ দুটো হাঁ করে চেয়ে রয়েছে······আর রেগে গেলে তার যেমন অভ্যাস ছিল, গোঁফের মুড়োটা সেইরকম করে কামড়ে ধরেছে।

তার শবটা নিয়ে কি করেছে ওরা? সেইটে যদি শুধু তারা ফেরত দিত, যেমন তার স্বামীর শবটা তারা দিয়েছিল, কপালে যে গুলি লেগে তার মৃত্যু হয় সেটা সুদ্ধ।

হঠাৎ তার কানে গলার আওয়াজ এল। প্রুসীয়ানরা গাঁ থেকে

ফিরছে। সে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তার পকেটে লুকাল। তারপর চোখ মুছে ফেলে ঠাণ্ডা হয়ে তাদের সঙ্গে মিল্‌ল।

পথে কার একটা খরগোস চুরি করে তাকে নিয়ে মহা স্ফূর্ত্তিতে হাসতে হাসতে তারা আস্‌ছিল। বুড়ীকে ইসারায় জানালে যে ঐটের মাংস আজ খাওয়া হবে।

সে রান্নার যোগাড় করতে গেল। ছোট্ট ঐ জানোয়ারটিকে মার্‌বার সময়ে তার হাত আর উঠতে চাইল না—যদিচ আরও বহুবার সে এ কাজ করেছে! একজন সৈন্য সেটির মাথায় এক কিল মেরে তাকে শেষ কর্‌ল।

তখন সে তার ছাল ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু খরগোসের সেই তাজা রক্তের চেহারা, হাতে মাখা গরম সেই রক্ত, যা দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে—তাইতে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল!—মনে তার কেবল ফুটে উঠছিল গোলার আঘাতে দু'খানা হয়ে যাওয়া তার ছেলের চেহারা, আর রক্তে লাল তার শরীর—ঠিক এই মরা খরগোসটারই মত, যেটা এখনও একটু একটু নড়ছিল।

সৈন্যদের সঙ্গে এক টেবিলেই সে বস্‌ল, কিছুই খেতে পার্‌ল না। তারা নিজেদের মনে খেতে লাগ্‌ল। সে চুপ করে তাদের দিকে চেয়ে মনে মনে একটা মতলব আঁট্‌ছিল, কিন্তু তারা তার কিছুই টের পেলে না।

হটাৎ সে তাদের বল্‌লে—একমাসের উপর আমরা একসঙ্গে আছি, কিন্তু তোমাদের একজনের নামও আমি জানি নে।

তারা বহু চেষ্টা করে তার কথাটা বুঝতে পার্‌ল; তারপর তাদের নাম বল্‌ল।

কিন্তু এতেও সে ছাড়ল না; একখানা কাগজে তাদের নিজের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখতে হল। বুড়ী চশমাখানা টেনে তার লম্বা নাকের

উপর রেখে খুব মন দিয়ে সেই অজানা লেখা দেখল। তারপর সে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল যে চিঠিখানায় তার ছেলের মৃত্যুর খবর ছিল, তার পাশে।

আহার শেষ হলে সে তাদের দিকে চেয়ে বল্ল—"আমি তোমাদের কাজ করতে যাই।"

তারপর কতকগুলি খড় নিয়ে যে ঘরে তারা শুত সেখানে ফেলতে লাগল।

তার কাজ দেখে লোকগুলো অবাক্ হয়ে রইল। সে বুঝিয়ে দিল এতে করে তাদের ঠাণ্ডা কম লাগবে। তখন তারাও সাহায্য করতে আরম্ভ করল, সেগুলো স্তূপাকার হয়ে ঘরের খড়ের চালে ঠেক্‌ল। এই রকমে চমৎকার খড়ের দেয়াল দেওয়া গরম এক শোবার ঘর তৈরী হল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তাকে কিছুই না খেতে দেখে একজন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্‌লে তার পেটে ব্যথা হয়েছে। তারপর তাদের গরম হবার জন্য বেশ করে আগুন জ্বেলে দিতে বলে' সৈন্যেরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

দরজা বন্ধ হবামাত্র বুড়ী সিঁড়িটা সরিয়ে দিল।

তারপর চুপিচুপি দোর খুলে বাইরে এসে বোঝাকয়েক খড় নিয়ে রান্না ঘরে ফেল্‌ল। জুতো খুলে খালি পায়ে এত আস্তে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গেল এল যে কেউ টের পেল না।

কিছুক্ষণ কান পেতে সে ঘুমন্ত চারজনের নাক ডাকার শব্দ শুনল। যখন মনে হল সব ঠিক হয়েছে, তখন এক আঁটি খড়ে আগুন ধরিয়ে আর সবগুলোর উপর ফেলে দিল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটু পরেই বাড়ীর ভিতরটা উজ্জ্বল আলোকে ভরে গেল। এক

প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জলে উঠ্‌ল। ঘরের ছোট জানালা দিয়ে তার উজ্জ্বল আভা বাইরে এসে শাদা বরফের উপর লাল ছায়া ফেলে দিল।

তখন ঘরের উপরতলা থেকে উচ্চ শব্দ শোনা গেল। কানে এল মানুষের গলার ভয়ানক চীৎকার,—যন্ত্রণা ও ভয়ে উন্মত্ত লোকের কাতর, হৃদয়বিদারী সাহায্য-প্রার্থনার শব্দ।

আগুন ঝড়ের বেগে উপরের ঘরে গিয়ে পড়ে' খড়ের চাল ফুটা করে, প্রকাণ্ড এক জলন্ত মশালের আগুনের মত আকাশে উঠ্‌ল। বাড়ীর সকল জায়গায় আগুন ধরে গেল।

তারপর কেবল আগুনের হিস্‌হিস্‌, দেওয়াল ফাটার ফট্‌ফট্‌ ও কড়ি বরগা পড়বার দুমদাম ছাড়া আর কোন শব্দই কানে এল না। হঠাৎ চাল পড়ে গেল,—ঘরের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ মেঘের মত পুঞ্জীকৃত ধোঁয়ার মাঝে অসংখ্য উজ্জ্বল আগুনের ফুল্‌কি আকাশে উড়িয়ে দিল।

বরফে ঢাকা শাদা জমির উপর আলো পড়ে' দেখাতে লাগল যেন একখানা রূপালি চাদরের উপর লাল ছাপ দেওয়া হয়েছে।

দূরে একটা ঘড়ি বাজতে লাগল।

বুড়ী ততক্ষণ বাইরে নিজের ভস্মীভূত বাড়ীর সুমুখে ছেলের বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল, এই ভয়ে পাছে চারজনের মধ্যে কেউ পালায়।

যখন সব শেষ হয়ে গেল বন্দুকটা সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। ধপ্‌ করে একটা আওয়াজ হ'ল।

কয়েকজন লোক উপস্থিত হল, গাঁয়ের চাষা ও প্রুসীয়ান।

বুড়ী তখন একটা গাছের গুঁড়ির উপর হৃষ্টচিত্তে ঠাণ্ডা হয়ে বসে।

একজন জার্ম্মাণ অফিসার নিজের মাতৃভাষার মত ফরাসী বলতে পারত, সে জিজ্ঞাসা করলে—সৈন্যেরা কোথায়?

সে রোগা হাতখানা সেই ভস্মস্তূপের দিকে বাড়িয়ে স্পষ্ট-স্বরে জবাব দিল,—ঐগুলোর ভিতরে।

সকলে তাকে ঘিরে ধরল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করল, "কি করে আগুন লাগ্ল ?"

সে বল্লে "আমি লাগিয়েছি।"

কেউ তার কথা বিশ্বাস কর্‌লে না, ভাবলে যে এই আকস্মিক বিপদপাতে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তখন চারিদিকের সকলকে উদ্দেশ করে সে সমস্ত ব্যাপার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত গুছিয়ে বল্‌লে,—কেমন করে' সে চিঠি পায়, আর কেমন করে' বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত চারজনের শেষ চীৎকার তার কানে আসে। তার আপনার মনের ভাব, বা সে কি করেছে, তার তিলমাত্রও সে গোপন করলে না।

তার কথা শেষ হলে পকেট থেকে দুইখানা চিঠি বের করলে। দেখাবার জন্য আগুনের কাছে ধরে চশমাজোড়া চোখে লাগিয়ে একখানা সবাইকে দেখিয়ে সে বল্‌লে, "এই খানায় আছে ভিক্টরের মৃত্যুর খবর ;" দ্বিতীয়খানা দেখিয়ে, মাথা হেলিয়ে সেই ভস্মস্তূপের দিকে ইসারা করে বল্‌লে, "আর এইখানাতে আছে তাদের নাম, যদি কেউ তাদের বাড়ীতে খবর দিতে ইচ্ছা করে"।

অফিসার ততক্ষণ তার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে ছিল। বুড়ী ফিরে নামলেখা কাগজখানা শান্তভাবে তার হাতে দিয়ে বল্‌লে, "বেশ করে লিখে দেবে কেমন করে তারা মরেছে। আর তাদের বাপ মা'দের খোলসা করে লিখো যে আমিই আগুন ধরিয়েছি। আমার নাম ভিক্তোয়ার সিমন লা সোভাজ।"

অফিসার জার্ম্মাণ ভাষায় কি আদেশ দিল। বুড়ীকে ধরে ধাক্কা দিয়ে তারা তখনি জ্বলন্ত দেয়ালের উপর ফেলে দিল।

বারোজন সৈন্য কুড়িহাত তফাতে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ী একটুও নড়ল না। সে বেশ বুঝল কি আস্‌ছে। ধীরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ফের নূতন আদেশ হল। সাথে সাথেই আওয়াজ। একটার পর একটা করে বারোটা শব্দ হল।

বুড়ী মাটিতে পড়ল না। তার পা দুটো যেন কেটে দেওয়া হয়েছে এইভাবে বসে পড়ল।

অফিসার এগিয়ে এসে দেখল সে প্রায় দুই টুকরো হয়ে গেছে—তার হাতে তখনও সেই রক্তমাখা চিঠি।

বন্ধু সেরভাল বল্‌লেন,—জার্ম্মাণরা বুড়ীর ঐ কাজের জন্য প্রতিশোধ নিয়েছে আমার বাড়ীখানি ভেঙ্গে দিয়ে।

আমি ভাবছিলেম—সেই চারজন শিষ্টস্বভাব যুবক, যারা ঐ বাড়ীর সঙ্গে পুড়ে মরেছে, তাদের মায়েদের কথা; আর ভাবছিলেম ঐ দেয়ালের গায়ে গুলি-করে-মারা আর একজন মায়ের ভয়ানক, নিষ্ঠুর সাহসের কথা।

তারপর সেই আগুনে-পোড়া কালো এক টুক্‌রো পাথর তুলে নিয়ে ঘরে ফিরলেম।

দুই বন্ধু

(Deux Amis)

প্যারী শহর অবরুদ্ধ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মৃতপ্রায় ; ছাতে আর চড়াই পাখী দেখা যায় না ; ছাতের কোণা-কাণাচও অধিবাসীশূন্য। সকলের আহার, যা-ভাগ্যে জোটে তাই। এমনি অবস্থায় জানুয়ারী মাসের এক পরিষ্কার সকালে মস্যো মরিসোট কোটের পকেটে দু'হাত পুরে শূন্য উদরে বা'র-বুল্‌ভারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মস্যো মরিসোটের পৈতৃক ব্যবসায় ছিল ঘড়ি তৈয়ারী, আর নিজস্ব ব্যবসায় ছিল চটি তৈয়ারী। বেড়াতে বেড়াতে মরিসোট হঠাৎ থেমে গেলেন, কারণ তাঁর সামনে এসে পড়ল এক সহব্যবসায়ী, যার সঙ্গে তাঁর রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল।

বন্ধুর নাম মস্যো সোভাজ, আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে নদীর ধারে।

যুদ্ধ আরম্ভের আগে প্রতি রবিবারে মরিসোট সকালবেলায় হাতে এক বাঁশের ছিপ আর পিঠে এক টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, আরজাঁটইলের রেলের রাস্তা ধরে কোলোঁব্‌য়ে নেমে তিনি মারাঁৎ দ্বীপের নীচে উপস্থিত হতেন। তাঁর অভীষ্ট জায়গায় গিয়েই মাছ ধরা আরম্ভ করতেন। রাত পর্য্যন্ত এই মাছধরা চল্‌ত।

প্রতি রবিবারেই তাঁর সেখানে দেখা হত এক বেঁটেখাটো মোটা-সোটা স্ফূর্তিবাজ লোকের সঙ্গে, তার নাম মস্যো সোভাজ। সোভাজের ছিল এক ছোট মনোহারী দোকান, নোতর-দাম-দ্য-লরেটেতে,—আর ছিল মাছ ধরবার প্রচণ্ড বাতিক। এই দুজনে প্রায়ই একটা সারা

বেলা পাশাপাশি বসে থাকতেন—হাতে ছিপ ধরে, জলের উপর পা ঝুলিয়ে।

এমনি করে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

কোন কোন দিন তাঁদের পরস্পারের সঙ্গে একটিও কথা হত না, আবার কখনো কখনো দিব্য কথাবার্ত্তা চল্‌ত। কিন্তু কথা না বলেও তাঁরা পরস্পরকে চমৎকার বুঝতে পারতেন, কারণ, তাঁদের দুজনেরই রুচি ও মনোভাব প্রায় একই ধরণের ছিল।

বসন্তের প্রভাতে নবযৌবনপ্রাপ্তের ন্যায় দীপ্ত সূর্য্য যখন শান্ত নদীর জলে তারি বুকের উপর দিয়ে ভেসে-বেড়ানো বাষ্পরাশির প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুল্‌ত, ও মাছধরায় উন্মত্ত দুজনের পিঠের উপর নবঋতুর আনন্দসূচক কিরণজাল ছড়িয়ে দিত, তখন মরিসোট হয়ত পাশের লোকটিকে বলে উঠতেন, "কেমন চমৎকার নয় কি ?"

সোভাজ উত্তর করতেন, "এমনটি আর হয় না।"

ব্যস্! এই তাদের পরস্পরকে বোঝবার ও শ্রদ্ধা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

শরৎকালে দিনের শেষে রক্তবর্ণ আকাশে যখন অস্তগামী সূর্য্য নদীর জলে লাল মেঘমালার ছায়া ফেলে সমগ্র নদীবক্ষ লাল করে, দূর দিগন্তে আগুন ধরিয়ে ও দু'বন্ধুকে আগুনেরই মত জ্বল্‌জ্বলে করে তুল্‌ত, এবং যখন গাছের পাঁশুটে পাতাগুলি যেন আসন্ন শীতের ভয়ে থর থর করে কেঁপে সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত, তখন সোভাজ একটুখানি হেসে মরিসোটের দিকে চেয়ে বলতেন, "কি দৃশ্য" ! মরিসোট বিস্ময়ভরা স্বরে অথচ চোখ দুটি ভাসমান ফাৎনার উপর থেকে না উঠিয়ে উত্তর দিতেন, "বুল্‌ভারের চেয়ে ভাল, নয় কি ?"

তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পেরে সাগ্রহে করমর্দ্দন করলেন, কারণ, মন

তাঁদের দুজনেরই বিকল হয়েছিল এই ভেবে যে, কি অবস্থায় আবার তাঁদের দেখা হল! সোভাজ একটু নিঃশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে বল্‌লেন, "কি সব ব্যাপার দেখুন।" মরিসোট আরও নিরুৎসাহ। তিনি কাৎরিয়ে বললেন, "কি সময় পড়েছে! আজ বছরের প্রথম পরিষ্কার দিন।"

বাস্তবিকই সুনীল আকাশে আলো যেন উছ্‌লে পড়ছিল।

দুজনে চিন্তাক্লিষ্ট ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে পাশাপাশি চল্‌লেন। মরিসোট বলে উঠ্‌লেন, হ্যাঁ সেই মাছধরা! ভাল কথা মনে পড়েছে।"

সোভাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কবে যাওয়া যাবে?"

তারপর দুজনে ছোট এক কাফেতে ঢুকে একটু করে তেতোমেশানো মদ খেলেন। তারপর বেরিয়ে এসে ফুটপাতের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ মরিসোট থেমে বললেন, "আর এক গেলাস।" সোভাজ রাজি হয়ে বল্‌লেন, "আপনার যেমন ইচ্ছে।" দুজনে আরেক মদের দোকানে ঢুকলেন।

বেরিয়ে আসতে তাঁদের হয়ে গেল অনেক দেরী, কারণ খালি-পেটে মদ খেলে যেমন তাল হারিয়ে যায়, তাই তাঁদের হয়েছিল। বাইরের দৃশ্য চমৎকার। মৃদু হাওয়া এসে যেন তাঁদের বাতাস দিয়ে যাচ্ছিল।

ঈষৎ গরম হাওয়া লেগে সোভাজের নেশা যেন জমে উঠ্‌ল। তিনি থেমে বললেন, "যদি যাওয়া যায় সেখানে?

—"কোথায়?"

—"এই মাছ ধরতে।"

—"কোথায়?"

—"আমাদের সেই দ্বীপের কাছে। ফরাসী অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দল

কোলোঁারয়ের কাছেই থাকবে। কর্ণেল ডুমুল্যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তিনি আমাদের যাবার সঙ্কেতবাক্য বলে’ দেবেন।”

মরিসোট কেঁপে, চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, “বেশ; এই ঠিক। চলুন আমি যাচ্ছি।”

তারপর যন্ত্রপাতি আনবার জন্য দুজনে দুদিকে গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে তাঁরা বড় রাস্তা ধরে পাশাপাশি চল্‌লেন। যেতে যেতে যে বাড়ীতে কর্ণেল থাকেন সেখানে গিয়ে পৌছলেন। কর্ণেল তাঁদের প্রার্থনা শুনে হেসে অনুমতি দিলেন। তাঁরা সঙ্কেত জেনে নিয়ে ফের রাস্তা ধরে রওনা হলেন।

খানিক পরে তাঁরা অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে ছাড়িয়ে পরিত্যক্ত কোলোঁারয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন কতকগুলি ছোট আঙুর ক্ষেতের মধ্যে; সেই ক্ষেতগুলি সেইন নদীর পা’ড় পর্য্যন্ত নেমে গেছে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

সামনে আরজাঁটইল—গ্রাম মরার মত পড়ে। ওরজেমণ্ট ও সানোয়ার উচ্চ স্থানগুলি সকলের মাথার উপর জেগে আছে। নানাটেয়র পর্য্যন্ত যে মস্ত মাঠ গিয়েছে সেটি একেবারে খালি, তার চেরী গাছগুলি ফলপাতা-হীন, তার গা ক্ষতবিক্ষত।

সোভাজ একটা উঁচু জায়গায় উঠে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, “ওইখানে প্রুসীয়ানরা রয়েছে।” জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভয়ানক উদ্বেগে দুই বন্ধু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

—“প্রুসীয়ানরা!” তাঁরা কখনও তাদের চোখে দেখেন নি; কিন্তু কয়েকমাস ধরে তারা যে আছে এটা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন। পারীর চারদিক ঘিরে, ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করবার জন্য লুট করে, খুন করে, আগুন ধরিয়ে, অদৃশ্যভাবে অথচ সর্ব্বশক্তিমানের মত তারা ছিল। তাঁদের

মনে এই অজ্ঞাত ও বিজয়ী লোকগুলার উপর ঘৃণার সঙ্গে একরকম কুসংস্কারজনিত ভয় মেশান ছিল। মরিসোট আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লেন, "ওদের অবস্থা দেখবার জন্য একবার এগোনো যাক।"

রঙ্গপ্রিয়তা পারী-নাগরিকের স্বভাবজ, কোন অবস্থাতেই তা দমে না। সোভাজ উত্তর করলেন, "ভাল, কিছু মাছ ভাজি তাদের দেওয়া যাবে।"

কিন্তু মাঠের মধ্যে এগিয়ে যেতে তাঁরা ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ চারদিকের নিস্তব্ধতা এমন যে তাইতেই ভয় হয়।

শেষকালে সোভাজ বল্‌লেন, "যাক্, এগিয়ে চলুন, কিন্তু খুব সাবধানে।" তারপর দুজনে এক আঙুর-ক্ষেতের মধ্যে নামলেন, হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, কতকগুলা ঝোপের আড়াল রেখে, চোখ চারদিকে ফিরিয়ে কাণ খাড়া করে।

নদীর ধারে পৌঁছতে কেবল খানিকটা খালি জায়গা বাকি। তাঁরা দৌড়তে আরম্ভ করলেন। সেখানে পৌঁছে কতকগুলা শুক্‌নো নল খাগড়ার ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন।

মরিসোট মাটিতে কাণ পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন কেউ আশে-পাশে আছে কি না। কোন শব্দই তাঁর কানে এল না। সেখানে তাঁরা একা, আর জনপ্রাণী নেই। তখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দুজনে মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন।

সুমুখে পরিত্যক্ত মারাঁৎ দ্বীপ, নদীর অপর পার থেকে তাঁদের যেন ঢেকে রাখছিল। ছোট রেস্তোরাঁ-ঘরটি বন্ধ দেখে মনে হয় কত বছর ধরে যেন ওটা ঐরকম পড়ে আছে।

প্রথম মাছ ধরলেন সোভাজ; দ্বিতীয়টি ধরলেন মরিসোট। তারপর প্রত্যেক বারই ছিপ উঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শিতে বিঁধে শাদা চক্‌চকে ছোট

ছোট মাছ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাস্তবিক অদ্ভুত মাছধরা। তাঁরা বেশ ধীরে-সুস্থে মাছগুলি একটা শক্ত-করে-আঁটা থলের মধ্যে পুরতে লাগলেন। থলেটা তাঁদের পায়ের কাছে জলের মধ্যে ভিজ্‌ছিল। তাঁদের মন একটা মৃদুমধুর আনন্দে ভরে গেল,—অনেক দিনের অভ্যস্ত একটা আমোদ থেকে বাধ্য হ'য়ে বঞ্চিত থাকবার পর হঠাৎ আবার সেই আমোদের স্বাদ পাওয়া গেলে যেরকম হয় সেইরকম তাঁদের হল।

তাঁদের পিটের উপর তখন সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে, তাঁদের কাণে আর কোন শব্দই যাচ্ছে না, তাঁদের মনেও আর কোন চিন্তার উদয় হচ্ছে না; এমনি করে সমস্ত সংসারের অস্তিত্ব ভুলে তাঁরা মাছ ধরছিলেন।

হঠাৎ একটা ভারী আওয়াজ, মনে হল যেন মাটী ফুঁড়ে বেরিয়ে চারদিকের মাটী কাঁপিয়ে দিল। ফের কামানের শব্দ আরম্ভ হল।

মরিসোট ঘাড় ফেরালেন। নদীর পা'ড়ের উপর বাঁয়ে ভালেরিন পর্ব্বতের প্রকাণ্ড কালো ছায়া। তার কপালের উপর যেন একখানা শাদা পাহাড়, ধোঁয়ার একখানা মেঘ যেন পর্ব্বত তার মুখ থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ার আর একটা মেঘ দুর্গের উপর থেকে যেন ছুটে বেরল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নতুন করে গর্জ্জন আরম্ভ হল।

তারপর আবার গর্জ্জন। প্রতি মুহূর্ত্তেই পর্ব্বত তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল। সেই দুধের মত শাদা ধোঁয়ার রাশ আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করল, তার মাথার উপর একখানা মেঘের মত হয়ে রইল।

সোভাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, "এই ফের আরম্ভ হল।"

মরিসোট একমনে তাঁর ফাৎনার দিকে চেয়ে ছিলেন, কারণ, তাতে

অনবরত টান পড়ছিল। তাঁর স্বভাব ছিল শান্তিপ্রিয়। এইরকম লোকের যেমন হয়ে থাকে তেমনি হঠাৎ তাঁর রাগ হয়ে গেল, ঐসব উন্মাদ লোকগুলার উপর, যারা এমনতর করে মারামারি কাটাকাটি করে। তিনি খুঁৎ খুঁৎ করে বল্লেন, "এমন করে নিজের মাথায় লাঠি মারার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধির কাজ আর কি হতে পারে?"

সোভাজ বল্লেন "পশুর চেয়েও এ অধম।" মরিসোট একটা মাছ টেনে তুলে বল্লেন, "আর যে পর্য্যন্ত রাজা ও রাজত্ব থাকবে, ততদিন এই রকমই চলবে।"

সোভাজ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "রিপাব্লিক হলেও কি যুদ্ধ করত না?"

মরিসোট বল্লেন, "রাজা থাকতে যুদ্ধ হত রাজ্যের বাইরে, আর রিপাব্লিকের আমলে যুদ্ধ হয় দেশের ভিতরে।"

তারপর তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তমনে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন রাজনীতির সব বড় বড় কথা, স্থূলদর্শী ঠাণ্ডামেজাজী লোকেরা যেমন বিজ্ঞভাবে করে থাকে। কেবল একটা বিষয়ে তাঁদের মতের মিল হল,—সেটি এই যে, স্বাধীনতা ভোগ করা তাঁদের কপালে নেই।

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগল;—গোলার আঘাতে ফরাসী ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে, ফরাসী মানুষ পিষে দিয়ে, গাছ পাথর গুঁড়ো করে দিয়ে ভালেরিণ গর্জ্জন করতে লাগ্ল। কত স্বপ্ন, কত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, কত সুখের আশা শেষ করে দিয়ে, কত স্ত্রীর বুকে, মেয়ের বুকে, মায়ের বুকে অসীম শোকের উৎস খুলে দিয়ে ভালেরিণ পাহাড় গর্জ্জন করতে লাগ্ল। সোভাজ বল্লেন, "একেই বলে জীবন।"

মরিসোট বললেন, "তার চেয়ে বরং বলুন যে একেই বলে মৃত্যু।"

তাঁদের পিছনে কে যেন এসেছে টের পেয়ে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

চোখ ফিরিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন ঘাড়ের পিছনে সোজা দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড লম্বা, সশস্ত্র, দাড়িওয়ালা চারজন লোক, বড় ঘরের চাকরদের মত তাদের পোষাক আর মাথায় চেপ্‌টা টুপি। তাঁদের দু'জনের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

দু'খানি ছিপ তাঁদের হাত থেকে খসে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে নামতে লাগল।

তারপর তাঁদের পাকড়াও করে, বেঁধে, এক নৌকার উপর ফেলে সামনের দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। যে ঘরটিকে তাঁরা মনে করছিলেন খালি ও পরিত্যক্ত, সেই ঘরের পিছনে তাঁরা দেখলেন যে প্রায় কুড়িজন জার্ম্মাণ সৈন্য রয়েছে।

লোমশ দৈত্যের মত চেহারার একজন লোক এক চেয়ারের দুইধারে ঠ্যাং তুলে দিয়ে বসে প্রকাণ্ড এক পোর্‌স্‌লেনের পাইপে তামাক টানছিল। সে খুব ভাল ফরাসীতে বল্‌লে, "নমস্কার মশাই, আপনাদের বেশ ভাল মাছধরা হয়েছে ত?"

একজন সৈন্য অফিসারের পায়ের কাছে এক থলেভরা মাছ ফেলে দিল, সেটা তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করবার সময় তাকে বয়ে আনতে হয়েছিল। প্রুশীয় অফিসার একটু হাস্‌ল—"হি হি, তাইত, শিকার দেখ্‌ছি মন্দ হয় নি। যাক্‌গে ও-কথা। এখন আমি যা বলি সেইটে মন দিয়ে শুনুন। কিছু ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমার চোখে আপনারা দু'জন গুপ্তচর, আমার উপর নজর রাখবার জন্য আপনাদের পাঠানো হয়েছে কাজেই আমার কর্ত্তব্য আপনাদের ধরে গুলি করে মারা। আপনারা ভাল করে কাজ হাসিল করবার জন্য মাছ ধরবার ভাণ করছিলেন। আমার হাতে আপনারা পড়েছেন, সেটা আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ বলে। এই হচ্ছে যুদ্ধের নিয়ম। কিন্তু আপনারা যখন অগ্রবর্ত্তী

সৈন্যদল ছাড়িয়ে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাদের ফিরে যাবার সঙ্কেত জানা আছে। আমাকে সেইটে বলে ফেলুন, আমি আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি।”

দুই বন্ধুর মুখ শাদা হয়ে গেল। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের হাত কাঁপুনির চোটে ঠক্ ঠক্ করে নড়ছিল। দুজনেই চুপ করে রইলেন।

অফিসার ফের বল্‌লে, “কেউ কথাটা জানবে না, আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে চলে যাবেন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সব গোলযোগ চুকে যাবে। অমত করলে মৃত্যু, আর তারপর যা হয়ে থাকে। চট্ করে ঠিক করে ফেলুন কি করবেন।”

দু’জনেই চুপ করে রইলেন, তাঁদের মুখ পূর্ব্বের মত বন্ধ রইল।

প্রুশীয় অফিসার একটুও চট্‌ল না। নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বল্লে, “বুঝছেন না যে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওই নদীগর্ভে আপনাদের ঠাঁই হবে? পাঁচ মিনিট!—আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বোধ হয় কেউ নেই?”

ভালেরিণ পাহাড় অবিরাম গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল।

দুই বন্ধু সোজা দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলেন। জার্ম্মাণ অফিসার নিজের ভাষায় কি হুকুম দিল। তারপর বন্দীদের কাছ থেকে নিজের চেয়ার সরিয়ে নিল। তখন বারোজন লোক বিশ হাত দূরে বন্দুক খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল।

অফিসার বল্‌লে, “আমি আপনাদের এক মিনিট সময় দিচ্ছি, আর দু’সেকেণ্ডও বেশি নয়।”

তারপর হঠাৎ সে উঠে ফরাসী দুজনের কাছে এগিয়ে গেল। মরিসোটের হাত ধরে তাঁকে টেনে দূরে নিয়ে গিয়ে নীচুগলায় বল্‌লে, “চট

করে বলে ফেলুন আপনার সঙ্কেত কথাটি কি ? আপনার সঙ্গী জানতে পারবেন না। আমি যেন দয়া করছি এই ভাব দেখাব।”

মরিসোট কোনই উত্তর করলেন না।

অফিসার তারপর সোভাজকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ কথাই বল্‌লে।

সোভাজও কোন উত্তর দিলেন না।

দু’জনকে আবার পাশাপাশি দাঁড় করান হল। অফিসার হুকুম দিল, সৈন্যেরা বন্দুক তুল্‌লে।

তখন মরিসোটের হঠাৎ চোখে পড়ল কিছু দূরে ঘাসের মধ্যে মাছের থলের উপর। একটুখানি সূর্য্যের কিরণ সেই মাছগুলির উপর পড়ে চক্‌মক্ করছিল। মাছগুলা তখনও নড়ছিল। মরিসোটের মূর্চ্ছার মত হল। অনেক চেষ্টা করেও তিনি থামাতে পারলেন না। চোখ জলে ভরে এল।

তিনি তোৎলার মত বল্‌লেন, “বিদায় মস্যো সোভাজ !”

সোভাজ উত্তর করলেন, “বিদায় মস্যো মরিসোট।”

তাঁরা দু’জনে হস্তমর্দ্দন করলেন। তখন তাঁদের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভয়ানক কাঁপ্‌ছিল।

অফিসার বল্‌লে, “গুলি চালাও।”

বারোটা বন্দুকে একসঙ্গে দম্ করে আওয়াজ হল।

সোভাজ ধপ্ করে নাক-থুব্‌ড়ে পড়লেন। মরিসোট ছিলেন লম্বা। তিনি হেলে, ঘুরে, মুখ আকাশের দিকে করে তাঁর সঙ্গীর উপর ঢলে পড়লেন। বুকের উপরকার সার্ট ফেটে তাঁর রক্ত ঠেলে উঠতে লাগ্‌ল।

জার্ম্মাণ সৈনিক এবার নূতন আদেশ দিল।

কয়েকজন লোক সেখান থেকে চলে গেল। তারা কিছু দড়ি আর এক রাশ পাথর নিয়ে ফিরে এল। সেগুলা ঐ মৃত ফরাসী দু’জনের পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর তাঁদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল নদীর ধারে।

ভালেরিণ পাহাড় তখনও অবিরাম গর্জ্জন করছিল। মাথার উপর তার ধোঁয়ার আর এক বিরাট পাহাড়।

দু'জন সৈন্য মরিসোটকে পা ও মাথা ধরে তুলল, আর দুজন সোভাজকেও অমনি করে উঠাল। দুটা মৃতদেহকে এক ঝাঁকুনিতে উপরে উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। সে দুটি একবার পাক খেয়ে সোজা হয়ে জলে পড়ল, কারণ সবার আগে পাথরের ভারে পায়ের উপর টান পড়েছিল।

জল ছিটিয়ে ভূরভূরি কেটে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ছোট ছোট ঢেউগুলি সরতে সরতে কিনারা পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। জলের উপর ভেসে রইল কেবল এক ফোঁটা রক্ত।

অফিসারের মেজাজ একটুও গরম হয় নি। সে স্বগত বল্‌লে—"এইবার মাছগুলার পালা।"

তারপর সে ঘরের দিকে ফির্‌ল।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘাসের মধ্যে পড়ে সেই মাছের থলের উপর। সে সেটা হাতে করে তুল্‌লে, নেড়ে নেড়ে দেখ্‌লে, তারপর খানিক হেসে ডাক দিলে—

—"উইলিয়াম!"

একজন শাদা পোষাক পরা সৈন্য তার কাছে দৌড়ে গেল। তখন সেই প্রুশীয়ান গুলি-করে-মারা ফরাসী দু'জনার ধরা মাছ তার কাছে ফেলে দিয়ে হুকুম করলে—

—"ওই ক্ষুদে মাছগুলা তাজা থাকতে থাকতে আমার জন্য ভেজে দাও। খেতে ভারি চমৎকার হবে!"

তারপর সে ফের পাইপ টানতে লাগ্‌ল।

একটি যুদ্ধের গল্প

জার্ম্মাণ সৈন্য যখন যুদ্ধে অগ্রসর হতে হতে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাদের ভিতর ছিল আমাদের গল্পের নায়ক ওয়ালটার শ্বাফ্‌জ্‌। ফ্রান্সে প্রবেশ করবার মুহূর্ত্ত থেকে বেচারা আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বাঁচত না। অতি স্থূল দেহ নিয়ে মার্চ্চ করতে তার প্রাণান্ত হত, হাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে সে সারা হত, গোদা গোদা পা দু'টো টানতে তার জিব বের হয়ে যেত। শত্রু মেরে নাম করবার কথা সে মনেও আনত না। সে ছিল একদম শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষ, প্রাণ দিয়ে তার চারটি ছেলেমেয়েকে সে ভাল বাসত, অনুক্ষণ তার যুবতী, সুন্দরী স্ত্রী আর তার আদর-যত্নের কথা মনে করে দুঃখ করত। তার অভ্যাস ছিল খুব সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করা আর যত বেলা করে পারে শয্যা ত্যাগ করা, ভাল ভাল খাবারের রসাস্বাদ করে' ধীরে-সুস্থে আহার আর দোকানে দোকানে ঘুরে বিয়ার পরখ করা। সে বেশ জানত যে জীবনে মিষ্ট ও সুন্দর যা কিছু মরলেই সব ফুরিয়ে যায়; কাজেই কামান, বন্দুক, তলোয়ার ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি তার বিদ্বেষ, ঘৃণা আর ভয়ের সীমা ছিল না। বিশেষ করে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না "বেওনেট" অস্ত্রটাকে, কারণ, নিজের হাঁদা পেটটা রক্ষার জন্যেও সেটাকে চট্‌পট্‌ নাড়াচাড়া করা যে তার সাধ্যের বাইরে তা সে বুঝত।

রাত্রে সে যখন পোষাক টোষাক প'রে মাটিতে শুয়ে পড়ত, তার আশপাশের সঙ্গীরা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। জেগে জেগে সে কেবল তার ছেলে-মেয়ে ক'টির কথা ভাবত, পথের বিপদের কথা চিন্তা করত।

আচ্ছা, যদি সে মারা যায়—তাহলে ঐ ক'টির অবস্থা কি হবে? কে ওদের আহার জোটাবে, কেই বা লেখাপড়া শেখাবে? আসবার সময় ধার করে কিছু টাকা সে তাদের দিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে আর ক'দিন চলবে? তাই থেকে থেকে ওয়ালটার স্নাফ্‌জের কান্না পেত।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় তার পা দু'টোর অবস্থা এমনি হয়েছিল যে সমস্ত পল্টনটা তাকে মাড়িয়ে যাবে এই জ্ঞান ছিল বলেই সে পিছনে পড়ে থাকেনি।

কামানের শব্দ শুনলে তার গায়ের সবগুলো লোম খাড়া হয়ে উঠত।

কয়েক মাস এমনি ভয়ে-ভাবনায় কেটে গেল।

তারপর তার সৈন্যদল নরমাণ্ডির উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। একদিন অল্প জন-কয়েক সৈন্য নিয়ে তাকে এগিয়ে পথের অবস্থা দেখবার জন্য পাঠানো হল। চারিদিক নিঃশব্দ, বাধা দেবার জন্য শত্রু প্রস্তুত হয়ে আছে—কেউ মনেও করল না।

প্রুশীয়ানরা অতি ধীরে একটা অত্যন্ত অসমান উপত্যকা বেয়ে নেমে এল। কিছুদূর আসতেই আচম্‌কা কতকগুলো বন্দুকের আওয়াজ তাদের থামিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রায় জন-কুড়ি মাটিতে পড়ে গেল। তার-পর অতিক্ষুদ্র একটা ঝোপের আড়াল থেকে একদল "সার্প-সুটার" বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে একেবারে লাফিয়ে বেরিয়ে এল।

ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌ এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ভড়কে গিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, পালাবার কথা তার মনেই এল না। একটু স্থির হতেই সে ভাবল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেবে, কিন্তু তখনই মনে হল ক্ষীণকায় ফরাসীদের তুলনায় তার দৌড় শশ-কচ্ছপের দৌড়ের অনুরূপই হবে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই লড়ায়ে-মেড়ার মত লাফাতে লাফাতে ফরাসীরা একেবারে কাছে এসে পড়ল। স্নাফ্‌জ্‌ তখন হাত পাঁচ-ছয়

দূরে কাঁটা গাছ ও শুকনো পাতায় ভরা একটা নালার মত দেখতে পেয়ে, লোকে সাঁকোর উপর থেকে নদীতে যেমন লাফ মারে, তেমনি জোড়-পায়ে এক লাফ মারল—একটু ভাবল না যে সেটা কত গভীর হতে পারে।

কাঁটা গাছ ও লতা-পাতার ভিতর দিয়ে একটানা তীরের মত গিয়ে সে নীচের পাথরের উপর পড়ল,—হাত মুখ ছড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। পড়ে থেকেই চোখ মেলে চাইল। পড়বার সময় তার দেহের চাপে লতা-পাতার আচ্ছাদন ভেঙ্গে যে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে তার চোখ পড়ল। সে দেখতে পেল মাথার উপর নীল আকাশ।

ঐ ফাঁকটাই তাকে ধরিয়ে দিতে পারে এই ভেবে সে ঐ গর্ত্তের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে, লতাপাতার নীচে, যুদ্ধের জায়গা থেকে সরে গেল। খানিকটে গিয়ে লম্বা গাছ-গাছড়ার নীচে, তাড়া-খাওয়া খরগোসের মত গুড়ি মেরে বসে রইল।

খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত হৈ-চৈ সাড়া-শব্দ তার কাণে এল, তার পর লড়াইয়ের সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে একেবারে থেমে গেল। সমস্ত আবার আগের মত নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করলে।

হঠাৎ তার গায়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠতে সে ভয়ানক আঁৎকে উঠল।

অতি-ক্ষুদ্র একটা পাখী একটা ডালের উপর এসে বসাতে তার শুকনো পাতাগুলো নড়ে উঠছিল।

ঘণ্টা-খানেক সময় ধরে ওয়ালটার স্লাফ্‌জের বুকের ভিতরে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হতে লাগল।

তারপর সেই গর্ত্তটাকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাত্রি এল। তখন সে ভাবতে সুরু করল,—এখন কি কর্ত্তব্য? তার কি উপায়

হবে? তার দলের সঙ্গে যোগ দেবে কি? কি করে সেটা করা যায়? কোথায় গিয়ে যোগ দেবে? যোগ দিলেই আবার ত সেই কষ্ট, উদ্বেগ, পরিশ্রম, অবসাদ—যা যুদ্ধের আরম্ভ থেকে সে সহ্য করে আসছে! না, না! অতখানি সাহস তার মোটেই নেই! আবার মার্চ্চ করবার, সর্ব্বক্ষণ বিপদের মুখে বুক এগিয়ে দেবার শক্তি আর উদ্যম তার একেবারেই নেই।

তাহলে উপায়? এই গর্ত্তের ভিতর যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লুকিয়ে থাকা ত সম্ভব নয়। তা আর কি করে হয়? যদি সে উপোস করে থাকতে পারত, তাহলে সে একটা কথা হত বটে, কিন্তু খাওয়াটি যে প্রতিদিনই চাই।

এই রকম একা একা, হাতিয়ার-পাতি সঙ্গে, সেপায়ের পোষাক নিয়ে শত্রুর ঘরের মধ্যে, সহায়-সঙ্গী থেকে বহুদূরে সে আটকে পড়ে গেছে—কথাটা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, যদি আমি যুদ্ধে বন্দী হতেম! সে অতি আগ্রহে চিন্তা করতে লাগল—কি করে ফরাসীদের হাতে বন্দী হওয়া যায়। বন্দী! আঃ! তাহলে তার প্রাণ বেঁচে যায়,—খেতে পাবে, আশ্রয় পাবে, গোলাগুলি, তলোয়ার কিছুই তাকে ছুঁতে পারবে না,—নিঃশঙ্কায় সুরক্ষিত কয়েদখানায় বাস করতে পারবে। বন্দী! আহা, এ আশা কি সফল হয় না!

সেই মুহূর্ত্তে সে দৃঢ়-সঙ্কল্প করল,—এখনই গিয়ে ধরা দেব।

সঙ্কল্প তখনই কাজে পরিণত করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আর এক পা না এগিয়ে সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,—নানা রক দুশ্চিন্তা আর ভয় আবার তাকে চেপে ধরল।

কোথায় সে ধরা দিতে যাবে? কেমন করে? কোন্ দিকে? মানুষের মৃত্যুর নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার মনে উদিত হতে লাগল।

বাইরে এই বেশে বার হওয়ার অর্থ, নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিপদের মুখে আত্ম-সমর্পণ করা।

পথে যদি সে চাষাদের সামনে পড়ে যায়? তারা দল ছাড়া অসহায় একজন প্রুশীয়ানকে পেয়ে খ্যাপা কুকুরের মত তাকে হত্যা করবে। দা, কুড়ুল, কাস্তে, খোন্তা দিয়ে তাকে পিটিয়ে, থেঁৎলে, মেরে, পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে।

যদি সার্প-সুটারদের পাল্লায় পড়ে যায়? তারা যুদ্ধের নিয়ম-কানুনে অনভিজ্ঞ, হিংস্র পশু-প্রকৃতি,—মজা দেখবার জন্য তাকে আগে একটু খেলাবে, তারপর তার মাথাটা কেটে নিয়ে খানিকটে হাসি-তামাসা করবে। তার মনে হলো যে, দেওয়ালের সাথে তাকে চেপে ধরে এক ডজন বন্দুক তার নাকের গোড়ায় ধরা হয়েছে, তাদের নালের গোল গোল, কালো কালো ফুটোগুলো যেন তার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে আছে!

আর যদি সে ফরাসী সৈন্যদলের সামনেই পড়ে যায়? অগ্রবর্ত্তী সৈন্যেরা ভাববে যে, সে একজন শত্রু, দুঃসাহসী সৈন্য, একাই পথ পরীক্ষা কর্‌তে বেরিয়েছে, এবং তখনই গুলি ছুঁড়বে। তার মনে হল, যেন সে এদিকে-ওদিকে ঝোপের মধ্যে লুকোনো সৈন্যদের গুলির শব্দ শুন্‌ছে, মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে শতচ্ছিদ্র হয়ে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। গুলি তার দেহের ভিতর ঢুক্‌ছে এই রকম তার বোধ হল!

হতাশ হয়ে সে আবার বসে পড়ল। এই অবস্থা থেকে বুঝি উদ্ধার পাবে না।

তখন ঘোর অন্ধকার, নিস্তব্ধ রাত্রি। সেখানেই সে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকারে একটু শব্দ হয় আর সে আঁৎকে ওঠে। গর্ত্তের মধ্যে একটা খরগোস নড়ে উঠতেই ওয়ালটার স্নাফ্‌জের মূর্চ্ছার ভাব হয়।

একটা পেচা ডাকে আর সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। আচমকা নানা ভয়ে তার হাত-পা অসাড় হয়ে যায়, সাংঘাতিক আঘাত লাগলে যেমন হয়। সে দুই চোখ মেলে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করে,—প্রতি মুহূর্তেই [illegible] হয়, যেন সে কাছেই সৈন্যদের মার্চ করে যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এই রকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবার পর সে ডালপালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, আকাশ [illegible] হয়ে আসছে। তখন সে খুব বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হাত-পায়ের খিল ধরা ছেড়ে গেল, মন নিশ্চিন্ত হল, চোখ দুটো আপনা হতেই বুজে এল। দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল, তখন সূর্য্য মাথার উপর, বেলা দুপুর। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওয়ালটার রাফ্‌জ ক্ষিদেয় কাতর হয়ে উঠল।

বসে বসে সে হাই তুলতে লাগল। সৈন্যদের প্রাপ্য পেট-ভরা মাংসের ভাগের কথা মনে করতেই তার রসনা সজল হয়ে উঠল, পেটের ভিতরটা কামড়াতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে দু-এক পা এগোতেই নিজেকে অতি দুর্ব্বল বোধ করে আবার সে বসে পড়ল। বসে ভাবতে লাগল। দু-তিন ঘণ্টা ধরে সে বসে বসে ভাবতেই থাকল—এটা করি কি ওটা করি, এটা ভাল কি ওটা ভাল। দু দিকের যুক্তিগুলোই ভিড় করে তাকে চেপে ধরে—একটা সদ্‌যুক্তিও ঠাওরাতে না পেরে বেচারা না-ছক্ হয়রান, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

অবশেষে সে সদুপায় দেখতে পেল। সেটা হচ্ছে এই যে, সে পথের উপর চোখ রেখে চুপ করে বসে থাকবে—যতক্ষণ না একজন মানুষ বিনা সঙ্গীতে, অস্ত্র-শস্ত্রে বা দা-কুড়ুল হাতে না নিয়ে খালি হাতে সেখান দিয়ে

যায়। ঐ রকম একটা লোক দেখলেই সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে, তার হাতে ধরা দিয়ে হাব-ভাবে বুঝিয়ে দেবে সে কি চায়।

এই ঠিক করে সে মাথার টুপিটা খুল্‌ল, কারণ তার চূড়াটা কারো নজরে পড়তে পারে। তারপর আস্তে আস্তে অতি সাবধানে, তার পতনে সেই ঝোপের বুকে যে ফাঁক হয়েছিল, সেই ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে দিল।

যতদূর চোখ যায় জন-মানব নেই। দূরে, ডান দিকে ছোট একটা গাঁ,—তার রান্নাঘরগুলোর ছাদ থেকে ধোঁয়ার রাশ আকাশ-পানে উঠছে।

বাঁ দিকে লম্বা দু-সার গাছের ও-ধারে, চোখে পড়ে গম্বুজওয়ালা প্রকাণ্ড একটা সাতো (chateau)।

ক্ষিদের কষ্ট সয়ে সন্ধ্যা অবধি সে অম্‌নি চুপ করে রইল,—একটা মানুষই আসুক। সারা বেলার মধ্যে সে দেখল কেবল দু'চারটে কাকের উড়ে যাওয়া, আর সাড়া-শব্দের মধ্যে শুন্‌ল কেবল তার পেটের গুড়্‌গুড় আওয়াজ।

আবার রাত্রি হল।

আগের যায়গায় ফিরে গিয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল,—কিন্তু পেটে যার আগুন জ্বলছে সে শান্তিতে ঘুমোবে কি ক'রে?—সমস্ত রাত্রি সে কেবল ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখল।

পরদিন ভোরে উঠে আবার সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। যতদূর চোখ যায় কালকের মত জন-প্রাণী-শূন্য প্রান্তর। ওয়ালটার স্নাফ্‌জের মনে এবার এক নূতন ভয়ের উদয় হল, সে দেখল যে অনাহারেই সে মারা পড়বে। সে যেন দেখতে পেল সে চিৎ হয়ে চোখ বুজে মাটিতে পড়ে রয়েছে; নানা রকম পোকা-মাকড়, জীব-জানোয়ার আস্তে আস্তে তার

গায়ের উপর এসে সবাই মিলে তাকে খেতে আরম্ভ করেছে, তার পোষাকের ভিতর কিলবিল করে ঢুকে তাকে কামড়াতে সুরু করেছে,—আর মস্ত বড় একটা কাক এসে তার ধারালো সরু ঠোঁট দিয়ে স্নাফ্‌জের চোখ ঠোকরাচ্ছে।

এই ভাবতে ভাবতে সে পাগলের মত হয়ে উঠল। তার মনে হল যে দুর্ব্বলতায় সে এখনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবে, আর হাঁটতে পারবে না। এই মনে করে, যাক্-প্রাণ, থাক-প্রাণ সঙ্কল্পে সে গাঁ-মুখো বেরিয়ে পড়তেই সাম্‌নে দেখল যে, তিন জন চাষা কোদাল ঘাড়ে করে ক্ষেতে যাচ্ছে,—ঝুপ করে সে গর্ত্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক যখন ঘোর হয়ে এল, সে আস্তে আস্তে গর্ত্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, মাথা গুঁজে, শঙ্কিত, ত্রস্ত প্রাণে বাঁয়ের সেই সাতোর উদ্দেশ্যে চলল, ডান দিকের সেই গাঁ টাকে ঠিক ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্যের মত ভয় করেই সে-মুখো হল না।

সাতোর নীচের তলার জানালাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। একটা জানালা খোলা। সেটা দিয়ে রান্না করা খাদ্য-বস্তুর সুগন্ধ আস্‌ছিল। ঐ গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে সোজা ওয়ালটার স্নাফ্‌জের "মরমে" অর্থাৎ পেটের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে উত্তেজিত, বিক্ষোভিত করে তুলল,—তার মনে দুর্দ্দমনীয় সাহস এনে দিল।

কোন দিকে দৃকপাত না করে আচমকা সে চূড়াওয়ালা টুপীশুদ্ধ জানালার গোড়ায় উদয় হল।

ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিলের চারিদিকে বসে জন সাত-আট ঝি-চাকর খাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন ঝি দু চোক বিস্ফারিত করে হাঁ করে রইল, তার হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল। বাকী সকলে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফেরাল,—কাছে শত্রু!

সর্ব্বনাশ! প্রুসীয়ানরা সাতো আক্রমণ করেছে!

তার পরেই আট জনের আট রকম গলা ভয়চকিত এক মহা চীৎকার-ধ্বনি,—হুটপাট, হুড়োহুড়ি, গোলমাল, দরজার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! চেয়ারগুলো ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল, বেটাছেলেরা স্ত্রীলোকদের ঠেলে ফেলে দিয়ে আগে পালাল। দুই সেকেণ্ডের মধ্যে ঘর একেবারে খালি,—কেবল টেবিলের উপর নানা খাদ্যবস্তু বিস্ময়-বিমূঢ় ওয়ালটার স্নাফ্‌জের চোখের সম্মুখে সাজানো পড়ে রইল। সে তখন পর্য্যন্ত সেইখানে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে। দু এক মিনিট ইতস্তত করে জানালার ভিতর গলে ঘরে ঢুকে সে প্লেটগুলোর দিকে অগ্রসর হল। জ্বরো রোগীর মত সে ক্ষিদেয় কাঁপ্‌ছিল,—কিন্তু অজানা শঙ্কায় এগোতে না পেরে অবশভাবে দাঁড়িয়েই রইল। খানিকক্ষণ কাণ পেতে শুন্‌ল। দরজাগুলো দুম্ দাম্ করে বন্ধ হওয়ার শব্দে, উপর-তলার তক্তার মেজের উপর দৌড়দৌড়ির শব্দে সারা বাড়ীখানা কাঁপছিল। সে চুপ করে এই সব অস্পষ্ট গোলমাল শুন্‌তে লাগ্‌ল, একটু বাদে উপর থেকে লাফিয়ে নীচের নরম মাটির উপর মানুষের পড়বার আওয়াজ তার কানে এল।

তারপর সব চুপ, অত-বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটে গোরস্থানের মত নিঝুম।

ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্ একটা অস্পৃষ্ট প্লেটের সামনে বসে খেতে সুরু করল।

আরম্ভ করেই সে একেবারে গোগ্রাসে গিলতে লাগল, এখনই বুঝি কেউ এসে তার খাওয়া বন্ধ করে দেবে, তার পেট বুঝি ভরবে না! প্রকাণ্ড হাঁ করে দু'হাতে সে মুখে খাবার ফেলতে লাগল, সেগুলো টপাটপ একেবারে পেটের মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল। আস্ত সব খাবার গিলে খাওয়াতে তার গলাটা ফুলে ডবল মোটা দেখাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে গলায় খাবার বেধে যাওয়াতে মনে হল সেটা একটা থলির মত ফেঁটে যায়

বুঝি! তখন 'সিডারে'র বোতল মুখে ঢেলে পথ খোলসা করে নিচ্ছিল, —যেমন জল ঢেলে লোকে বন্ধ নালা সাফ্ করে।

যত প্লেট, ডিস, বোতল সব খালি হয়ে গেল। রাশীকৃত খাদ্য ও বোতল বোতল মদ পেটে বোঝাই করে সে দম আটকাবার মত জড়ভরত অবস্থা প্রাপ্ত হল—হাঁস-ফাঁস করতে লাগল, তার বার বার হিক্কা উঠতে লাগল, মাথা গুলিয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম খুলে দিল,—কিন্তু উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি তখন আর নেই। আপনা-আপনি তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল; হাত দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে মাথাটা তার উপর রাখতেই আস্তে আস্তে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সে গভীর তন্দ্রামগ্ন হয়ে গেল।

দূরে আকাশ-প্রান্তে অৰ্দ্ধচন্দ্র পাশের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে নিষ্প্রভ আলো বর্ষণ করছিল। চারিদিক স্তব্ধ,—ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বইছিল। প্রভাত হতে আর বড় দেরী নেই।

কতকগুলো নির্ব্বাক্ ছায়ামূর্ত্তি কাছেই একটা ঝোপের ভিতর নড়ছিল। মাঝে মাঝে চাঁদের আলো পড়ে দু' একটা অস্ত্রমুখ অন্ধকারে চক্‌চক্ করছিল।

সেই ঘোলাটে অন্ধকারে নিস্তব্ধ সাতো ও মাথা উঁচু করে প্রকাণ্ড কালো ছায়া-গৃহের মত দাঁড়িয়ে। নীচের তলার দুটো জানালাতে তখনো আলো জ্বলছিল।

হঠাৎ কে একজন বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করে উঠল—

অগ্রসর হও! ভগবানের নাম নিয়ে সকলে অগ্রসর হও!

এক মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহের দরজা, জানালা, সার্শি—মানুষের চাপে যেন ভেঙ্গে পড়্‌ল,—তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়ে, বাড়ী ভরে ফেল্‌ল। তারপর নিমেষ-মধ্যে আপাদ মস্তক অস্ত্রশস্ত্রে

সজ্জিত পঞ্চাশ জন সৈন্য এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল, যেখানে শান্তিতে ওয়ালটার শ্লাফ্‌জ্‌ নিদ্রামগ্ন ছিল। পঞ্চাশটা গুলি ভরা বন্দুক তার বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে তাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে আষ্টে-পিষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল।

বেচারার ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি, কি ব্যাপার হল পরিষ্কার বুঝতে না পেরে সে হতভম্ব হয়ে রইল, ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছিল।

জরির কাজ করা পোষাকে ভারি মোটা রকমের একজন সৈনিক হঠাৎ তার পেটের উপর নিজের পা তুলে দিয়ে বলে উঠল,- —তুমি আমার বন্দী, স্বীকার কর।

প্রুশিয়ান খালি বন্দী কথাটি বুঝতে পারল। সে গোঙিয়ে বললে,—হাঁ, হাঁ, হাঁ।

তারপর তাকে তুলে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে সকলে সকৌতূহলে তার দেহ তল্লাসী করতে লাগল। তাদের অনেকে তিমি মাছের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেলছিল। কেউ কেউ পরিশ্রম আর আনন্দের আধিক্যে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল।

বন্দী ব্যক্তিটি তখন মনের আনন্দে নিজে নিজে হাসছিল, এইবার সে সত্যই বন্দী হয়েছে!

একজন অফিসার প্রবেশ করে বলল,—কর্ণেল মশায়, শত্রুরা পলায়ন করেছে, অনেকে বোধ হয় আহত হয়েছে। এ জায়গা এখন আমাদের অধিকারে।

স্থূলাকায় সৈনিক পুরুষটি হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে উঠল,—আমাদের জয়!

তারপর পকেট থেকে ছোট একখানা নোট-বই বের করে তাতে

লিখ্‌ল—ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর প্রুশীয়ানরা পিছু হঠ্‌তে বাধ্য হয়েছে। হত-আহত সমস্ত তারা সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করেছে। অনুমানে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ,—এই পঞ্চাশজন লোক অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েক জনকে আমরা বন্দী করেছি।

যুবক অফিসারটি বলল,—কর্ণেল মশায়, এখন আমাদের কি করতে হবে?

কর্ণেল বলিলেন,—বেশী সৈন্য নিয়ে শত্রুরা প্রতি-আক্রমণ করবে। সুতরাং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া উচিত।

ফেরবার হুকুম জারি হয়ে গেল।

'সাতো'র বাইরে এসে ব্যূহ রচনা করে মার্চ্চ আরম্ভ হল। মাঝখানে পিঠ-মোড়া করে বাঁধা ওয়ালটার স্নাফ্‌জ্‌—ছ'জন সৈন্য রিভলভার হাতে তার পাশে পাশে চল্‌ল।

কয়েকজন সৈন্য পথ পরীক্ষা করবার জন্য আগে গেল। বাকী সকলে সতর্কভাবে থেমে থেমে চলতে লাগল।

সূর্য্যোদয়ের সময় সকলে "লা-রচ্‌-অয়সে" পৌঁছোল; "লা-রচ্‌ অয়সের" ন্যাশন্যাল গার্ডই এই বীরত্ব প্রকাশ করেছিল।

স্থানীয় লোকজন মহা উদ্‌গ্রীব ও উত্তেজিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। বন্দীর মাথার টুপী দেখা যেতেই বিরাট চীৎকার ধ্বনি উঠল। স্ত্রীলোকেরা উত্তেজনায় দু'হাত ওঠালে, বুড়োবুড়ীরা উত্তেজনায় চোখের জল ফেলতে লাগল। একটী কাণা তার হাতের লাঠিখানা ছুড়ে ফেলে একজন ফরাসী সৈন্যের নাক জখম করে দিল।

কর্ণেল মহোদয় গম্ভীরনাদে বললেন,—বন্দীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।

সকলে টাউনহলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। জেলখানা খোলা

হ । হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ওয়ালটার স্নাফ্‌জকে তার মধ্যে বন্দী করা হল।

দু'শ সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেলখানার চারিদিকে পাহারা দিতে লাগল।

তখন গুরুতর আহারের ফলে অজীর্ণের লক্ষণ দেখা দিলেও প্রুশীয়ান বীর আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতে লাগল,—ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে হাত-পা ছুড়ে পাগলের মত সে নাচতেই লাগল—যতক্ষণ না অবসন্ন হয়ে দেওয়ালের গোড়ায় মেজের উপর ধুপ্‌ করে পড়ে গেল।

সে বন্দী হয়েছে! বেঁচে গেছে, বাপ্‌!

এই হ'ল সাতো সাঁপিনে ছ'ঘণ্টা শত্রুর দখলে থেকে পুনরধিকৃত হবার ইতিহাস।

এই বীরত্ব প্রকাশ করায় কাপড়ের ব্যবসায়ী কর্ণেল রাতিয়ে "লা-রচ্‌-অয়সে'র ন্যাশন্যাল গার্ডের সেনাপতি মনোনীত এবং পারিতোষিক-ক্রস্‌ প্রাপ্ত হইলেন।

অভিনেত্রী

(Julie Romaine)

বছর দুই আগে একবার বসন্তকালে মেডিটারেনিয়ানের তীর ধরে পায়ে হেঁটে ইতালীর দিকে যাচ্ছিলেম। জোরে পা ফেলে চলছি, মনে কত কথাই না উদয় হচ্ছে, কত স্ফূর্ত্তিই না বোধ করছি। চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত আলো, গায়ে ঝির ঝির করে হাওয়া লাগছে,—পাহাড়ের গা বেয়ে, সমুদ্রের তীর দিয়ে চলেছি। স্বপ্নপুরীর দোর বুঝি খুলে গেছে! অত অবাস্তব সুখের কথা, কত ভালবাসার স্বপ্ন, কত কীর্ত্তিকাহিনী সেই ছুটি-পাওয়া মনের মধ্যে ফুটে উঠছে! মানুষের প্রাণের লক্ষ অর্দ্ধোস্ফুট আশা উল্লাসের ঢেউ তুলে চোখের সুমুখে নেচে বেড়াচ্ছে! সেই খোলা বাতাসে তাদের দীপ্তকান্তি নিয়ে তারা মনের ভিতরে প্রবেশ করে। হাঁটবার পরিশ্রমের দরুণ শরীরের ক্ষিদের সাথে সাথে মনেও সুখের ক্ষিদে জাগিয়ে তুলছে। একটার পর একটা করে কত সুখের চিন্তাই না মনে আসছে,—আর পাখীর মত সুর তুলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সেঁইত-রাফেল থেকে যে পথ ইতালী মুখে গিয়েছে, সেই পথ বেয়ে আমি চলছিলেম;—কি সেই পথ! পৃথিবীতে প্রেমিক কবিরা যত প্রণয়-স্বপ্ন কাব্যে প্রকাশ করেছেন সেগুলোকে বাস্তব করে তোলবার জন্যই বুঝি সেই পথের দু'ধারে প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে! এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হল যে সুনীল, সুন্দর আকাশের তলে গোলাপ ও নেবু ফুলের গন্ধে ভরা কানে থেকে মনাকো পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য দেশে মানুষ আসে কিনা কেবল টাকার জাঁক দেখাতে,

কারবার করতে, গোলযোগ সৃষ্টি করতে, তার অহমিকা, দাম্ভিকতা ও লোভের ঘৃণিত পসরা সাজাতে,—মূর্খ, উদ্ধত, লুব্ধ ও হীন মনুষ্য-চরিত্রের নগ্ন কদর্য্যতার পরিচয় দিতে।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই নজর পড়ল একটা পথের মোড়ে গুটিকতক ভিলা, চারটে কি পাঁচটা হবে—পাহাড়ের গোড়ায়, একেবারে সমুদ্রের ধারে। তাদের পিছনে দুটো উপত্যকা—পথঘাট-বিহীন দুর্গম দেবদারু বনে আচ্ছন্ন। এদের মধ্যে একটা ভিলার সুমুখে আমার পা দু'টো মুগ্ধ মনের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধগতি হয়ে হঠাৎ থেমে গেল—এত তার সৌন্দর্য্য! ছোট একটা শাদা বাড়ী, ভিতরে লাল্‌চে রঙের কাজ, ছাদ পর্য্যন্ত তার গোলাপের লতা বেয়ে উঠেছে।

আর সে বাড়ীর বাগান!—তার শোভা বাড়াবার জন্য এলোমেলো ভাবে মিশিয়ে পোতা ফুলগাছে সব রকম রঙ ও চেহারার ফুল ফুটে বাগান-খানিকে ঢেকে দিয়েছে। ছোট মাঠটুকু ঘাসে সবুজ; সিঁড়ির প্রতি ধাপের কোণে গাছের টব; প্রতি জানালার সুমুখে স্তবকে স্তবকে নীল বা হলদে আঙ্গুর, লতাশুদ্ধ হেলে পড়েছে; পাথরের রেলিং দেওয়া ছাদের চারিদিক রক্তবর্ণ বড় বড় ফুলের লতা, মালার মত করে ঘিরে রেখেছে।

বাড়ীর পিছনে সার বাঁধা ফল-ভরা কমলার গাছ, পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

দোরের উপর ছোট সোনালী হরফে বাড়ীর নাম লেখা—ভিলা-দ্য অঁতাঁ।

আমি ভাবলেম কে এই কবি বা পরী কিংবা বিলাসী বনবাসী যে এই জায়গা আবিষ্কার করে স্বপ্নের মত সুন্দর এই আশ্রম সৃষ্টি করছে, যা এক স্তবক ফুলের মতই শোভা বিস্তার করে আছে।

একজন লোক একটু দূরে বসে রাস্তা তৈয়েরীর পাথর ভাঙ্গছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—এ পরী-আবাসের মালিক কে? সে বলল,—মাদাম জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন! অনেক কাল আগে, আমার ছেলেবেলায়, বিখ্যাত অভিনেত্রী, রাচেলের প্রতিদ্বন্দ্বী জুলি রোমেনের সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনেছি।

আর কোন রমণী এত সুখ্যাতি ও এত ভালবাসা,—বিশেষ করে এত ভালবাসা কখনো পায় নি। তার জন্য কত ডুয়েল, কত আত্মহত্যা, কত আশ্চর্য্য কাণ্ডই না হয়ে গিয়েছে। এ রমণীর বয়স এখন কত হবে? —ষাট, সত্তর, না পঁচাত্তর? জুলি রোমেন! এখানে? এই বাড়ীতে, সেই স্ত্রীলোক যাকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য ও শ্রেষ্ঠ কবি পূজো করেছেন?

এখনও আমার মনে পড়ে সমস্ত ফ্রান্সব্যাপী সে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল (তখন আমার বয়েস বার বছর) যখন সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদের পর সে কবির সাথে পালিয়ে সিসিলীতে চলে যায়।

সে যায় একদিন রাত্রে, রঙ্গমঞ্চে একদফা অভিনয় সেরে। দর্শকেরা সে রাত্রে আধ ঘণ্টা ধরে হাততালি দিয়েছিল, এগার বার তাকে ফিরে ডেকেছিল। কবির সঙ্গে সেকালের প্রচলিত ঘোড়ার ডাক গাড়ী করে সে চলে যায়। তারপর সাগর পেরিয়ে, তাদের প্রেমকে নিবিড় ও সুন্দর করে তোলবার জন্য গ্রীস-দুহিতা সেই প্রাচীন দ্বীপে উপস্থিত হয়। সেখানে কমলার বন সমস্ত পালারমো ঘিরে রেখেছে, আর লোক তার নাম দিয়েছে—"সোনার সাঁখ"।

সকলে গল্প করত যে, তারা দুজনে গালে গাল দিয়ে, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে কেমন করে' এটনার উপর উপর উঠে তার গহ্বরের মুখে ঝুলে থাকত, যেন অগ্নিময় গহ্বর-গর্ভে ঐ অবস্থাতেই তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

তারপর সে কবি মারা যান। একটা যুগ ধরে লোকে তাঁর কবিতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এতই ভাব সম্পদ পূর্ণ ছিল তাঁর কাব্যসৃষ্টি। সে কাব্য এতই সুন্দর, এতই গভীর যে, নূতন কবিদের চোখের সুমুখে সে আশ্চর্য্য সৃষ্টি একটা সম্পূর্ণ নূতন জগতের দোর খুলে দেয়।

যাঁকে সে ত্যাগ করেছিল, তিনিও বেঁচে নাই—প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করে যে গীত তিনি গেয়েছিলেন, এখনও তার স্মৃতি লোকের মনে মোহ সঞ্চার করে, আশা নিরাশায় উচ্ছ্বসিত, আবেগে ও মর্ম্মবেদনায় কম্পিত অপূর্ব্ব সে গীত!

আর কেবল সেই ছিল এ পর্য্যন্ত বেঁচে, ফুলের ঘোমটা ঢাকা ছোট এই গৃহখানিতে। ইতস্তত না করে আমি দোরের কড়া ধরে নাড়লেম।

বেকুব ও অসভ্য গোছের চেহারার একটি বছর আঠারোর ছোকরা দোর খুলে দিল। আমি কার্ডের উপর বৃদ্ধা অভিনেত্রীর উদ্দেশে দু'একটা প্রশংসা বাক্য লিখে ও তার সঙ্গে দেখা করবার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়ে দিলেম। হয়ত আমার নাম জানলে দেখা করতে আপত্তি নাও করতে পারে।

ছোকরা চাকরটা চলে গেল, তারপর ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা সালোনে নিয়ে গিয়ে বসাল, ঘরটা অতি পরিপাটী করে, লুই ফিলিপের আমলের ষ্টাইলে সাজানো,—তেমনি সব ভারি ভারি পাথরের মূর্ত্তি দিয়ে। বছর ষোল বয়সের বেঁটে কিন্তু সুশ্রী একটি ঝি, আমার সম্মানের জন্য সে মূর্ত্তিগুলোর ঘেরাটোপ তুলে দিয়ে গেল।

আমি একাই বসে রইলেম। দেয়ালে দেখলেম তিনখানা চিত্র রয়েছে। একখানা নাটকীয় সজ্জায় সেই অভিনেত্রীর, দ্বিতীয়খানা কবির, রাইডিং কোট ও ফ্রিল দেওয়া কামিজ গায়ে, তৃতীয়খানা

গায়কের, একটা হ্যাপিসকর্ডের সুমুখে বসে। সেই সাবেক কালের পোষাকে সজ্জিত হয়ে অভিনেত্রী তার নতনেত্র ও মিষ্ট মুখে মধুর হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিগুলো সব সযত্নে অঙ্কিত, সুন্দর, পরিপাটি ও নীরস।

সেগুলো দেখে মনে হয় ভবিষ্যতের দিকে তারা যেন চেয়ে রয়েছে।

চারিদিকের জিনিষগুলোর চেহারাও গত যুগের,—যেদিন গত হয়েছে তাই নিয়ে, যে সব মানুষ বেঁচে নাই তাদের নিয়ে।

একটা দরজা খুলে গেল, একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল, দেখতে সে বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা, অতি খাটো—মাথা সাদা চুলে ভরা, সাদা ভুরু,—

এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরল, তারপর তরুণ, মধুর, সতেজ কণ্ঠে বলল, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যসে ; আজ কালকের পুরুষেরা যে আমার মত রমণীদের কথা মনে রাখে সেটা সৌভাগ্যের বিষয় বটে। বসুন, বসুন।

আমি তাকে বললেম, আমি তাঁর বাড়ী দেখে মুগ্ধ হয়ে মালিকের নাম জানতে চাই ; তারপর নাম জানতে পেরে দোরে ধাক্কা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

সে বল্‌ল,—এ বাড়ীতে এ রকমের অতিথির সাক্ষাৎ এই প্রথম বলে আমার আনন্দের সীমা নেই। যখন প্রশংসা বাক্যে পূর্ণ আপনার কার্ড খানি হাতে এল, আমি কেঁপে উঠলেম, মনে হল কুড়ি বছরের হারাণো কোন বন্ধুর বার্ত্তা বুঝি ফিরে পেলেম। আমি ত মৃত ব্যক্তির মতই, কারো স্মৃতিতে, কারো চিন্তায় আমার স্থান নেই। তারপর এরি মধ্যেই একদিন সত্য সত্য যখন মরবো—তখন দেশের সব কাগজগুলো দিন তিনেক ধরে জুলি রোমেনের কথা বল্‌বে, দু' একটা গল্প, কথাবার্ত্তা, একটু স্মৃতিকথা, দু'চারটে আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসা ছাপা হবে। তারপর আমার আপনার বলতে যা কিছু সব শেষ হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে সে ফের বললে,—এই শেষ হবার আর বেশী দেরী নেই। হয়ত কয়েকটা মাস, কয়েকটা দিন পরে এখনো জীবিত এই ক্ষুদ্রকায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির থাকবার মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র একটি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাক্‌বে।

সে তার ছুটি চোখ তার নিজের চিত্রের দিকে তুলে ধরল,—সেটা তার দিকে,—তার বর্ত্তমান জরাজীর্ণ রূপহীনতার দিকে চেয়েই যেন মৃত্নহাসি হাসছিল,—তারপর আর ছুটি চিত্রের উপর গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ল, গর্ব্বিত কবির ও ভাবোন্মত্ত গায়কের। তারা যেন তার দিকে চেয়ে বলছে,—

এখন একে কে চায়?

হঠাৎ আমার সমস্ত মন একটা প্রবল, তীব্র, অব্যক্ত বিষাদে বিকল হয়ে গেল। জীবনে যার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তার বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা গভীর বিষাদময়, আমার হৃদয় সেই বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গভীর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে হাত পা নেড়ে ভেসে থাক্‌তে চায়, এমনতর কাজ-ফুরানো জীবন তেমনি করেই সমাজের মনে নিজের স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখ্‌তে প্রয়াস পায়।

যেখানে বসেছিলেম সেখান থেকে দেখলেম কয়েকখানা জমকালো গাড়ী দ্রুতবেগে নিস থেকে মনাকোর পথে চলে গেল। গাড়ীর ভিতরে কয়েকটি রূপবতী, যুবতী রমণী, যাদের পয়সা ও সুখ সৌভাগ্য ছুইই আছে—এবং কয়েকটি পুরুষ—হাসি মুখ ও খুসি মন। সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখল। দেখে, আমার মনের ভাব বুঝে একটু-খানি উদাস ভাবে হেসে বললে,—

আগে যেমন ছিল কেউ আর কি তেমন হতে পারে?

আমি বললেম—আপনার জীবন কত সুখেরই না ছিল?

সে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—খুব সুখের, খুব সুন্দর। তাইত আমার এত আপশোষ।

আমি দেখলেম নিজের জীবনের কথা বলতে তার ইচ্ছা আছে। ব্যথার যায়গায় লোকে যেমন সন্তর্পণে হাত দেয়, তেমনি সাবধানে আমি তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেম।

তার সফলতার গল্প, তার কালের, তার বন্ধুবান্ধবের, তার বিজয় গৌরব মণ্ডিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস, সে বলতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলেম,

আপনার জীবনের বেশীর ভাগ আনন্দ, প্রকৃত সুখ—নিশ্চয় থিয়েটার থেকেই আপনি পেয়েছেন?

—মোটেই না।

আমি হাসলেম, চিত্র দুখানির দিকে একটু বিষাদের দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে,

—ঐ দুইজনের কাছ থেকে।

আমি না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারলেম না,

—দুজনের কোনটি?

দু'জনেরই। এ বৃদ্ধ বয়সে ওদের দু'জনকে এক করেই আমি ভাবি। এতদিন পরে যেন ওদের একটির সাথে আমার ব্যবহারের জন্য একটু অনুতাপের মত বোধ করছি।

—তাহলে বলুন—ঐ দুজন নয়, প্রেমের দেবতা স্বয়ং আপনার কৃতজ্ঞতার দাবী করতে পারেন,—ওঁরা দুজন সে দেবতার পুরোহিত মাত্র।

—সম্ভব। কিন্তু কি দরের পুরোহিত!

—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে আপনি কি ঠিক সমান, হয়ত বেশী, ভালবাসা পেতেন না, যদি ওঁদের পরিবর্তে অন্য কোন সাধারণ পুরুষ, যার কোন খ্যাতি ছিল না, যে সমস্ত জীবন, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন, সমস্ত সময়, তার যা-কিছু সমস্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করত?

ওঁরা দুজন ত আপনাকে কেবল প্রেমের দু'টি বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী—সঙ্গীত ও কাব্য—এই দুটির মধ্যে টেনে এনেছিলেন ?

সে উচ্চৈস্বরে, তার তখনো তরুণ কণ্ঠে, আবেগ ভরে বললে—

—না ম্যসো, কখনো না। আরেক জন হয়ত আমাকে বেশী ভালবাসত, কিন্তু ওদের মত করে ভালবাসতে পারত না। আমার জন্য প্রেমের সঙ্গীত যেমন করে তারা গেয়েছে, পৃথিবীতে আর কেউ তেমন করে গাইতে পারত না। কেমন করে আমাকে মাতিয়ে তুলত তারা ! কোন লোক,—বলুন ত পৃথিবীতে আর কোন লোক শব্দ ও কথার ভিতর থেকে, যা তারা বের করেছে, তা বের করতে পারত ? স্বর্গ মর্ত্ত্যের সব কাব্য, সব সঙ্গীত যে প্রেমকে মহিমান্বিত করে তোলেনি, সে প্রেম কি করে সম্পূর্ণ হবে ? তারা জানত কি করে শুধু কথা ও শব্দের সাহায্য নারীকে পাগল করে তোলা যায়। হয়ত আমাদের ভালবাসার ভিতরে নিছক রক্ত মাংসের টানের চাইতে কল্পনার মোহ ছিল বেশী, কিন্তু রক্ত মাংসের টান যেখানে এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের ফেলে রাখে, এই মোহ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের রাজ্যে। অপরে হয়ত আমাকে বেশী ভালবেসেছে, কিন্তু তাদের দিয়েই আমি প্রেমকে বুঝতে, অনুভব করতে, পূজো করতে শিখেছি।

হঠাৎ সে কেঁদে ফেললে।

নিরাশার বুক ভাঙ্গা কান্না সে,—শব্দ নেই উচ্ছ্বাস নেই !

দূরের দিকে চেয়ে, মুখ ফিরিয়ে, কিছুই যেন দেখছিনে আমি এই ভাব দেখালেম। একটু বাদে সে ফের বললে,—

আপনি ত জানেন মস্যো সকল মানুষের দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও বুড়ো হয়। আমার বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমার দেহটার বয়েস হয়েছে উনসত্তর বছর, আমার মনের বয়েস রয়েছে কুড়ি, সেই জন্যই একা একা এই ফুল পাতা আর স্বপ্ন নিয়ে…………

কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকলেম। সে সুস্থির হয়ে, মৃদু হাসি হেসে বলতে লাগল,—

—আপনি যদি আমার সব কথা জানতেন তাহলে নিশ্চয় ঠাট্টা করতেন—যদি জানতেন কি করে সন্ধ্যাবেলাটা আমি কাটাই—যখন আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। আমি সে কথা ভেবে নিজেই নিজের জন্য লজ্জা ও করুণা বোধ করি।

আমি তাকে অনেক অনুরোধ করলেম, সে কিন্তু কিছুতেই বলতে চাইল না কি করে সে সময়টা তার কাটে। তারপর বিদায় নেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালেম।

সে বলে উঠলে,'এর মধ্যেই?

আমি যখন বললেম যে মণ্ট-কারলোতে আমার ডিনারের অর্ডার আছে। সে ইতস্তত করে বলল,—

—আপনি আমার এখানে ডিনার খাবেন না কি? খেলে বড় খুসী হব।

বিনা আপত্তিতে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেম। সে পরম আহ্লাদিত হয়ে ঘণ্টা বাজালে। তারপর ঝিকে গোটা কয়েক আদেশ দিয়ে বাড়ীটা দেখবার জন্য আমাকে নিয়ে চল্‌ল।

খাবার ঘরের সম্মুখে গাছের টব ভরা, কাঁচে-ঘেরা একটা বারন্দার মত জায়গা—সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাড়ীর পিছনে, পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত কমলা গাছের সার চলেছে! তাদের মধ্যে একখানা নীচু বেঞ্চ,—দেখলেই বোঝা যায় যে বৃদ্ধা অভিনেত্রী প্রায়ই সেটার উপর বসে।

তারপর ফুল পাতা দেখবার জন্য আমরা বাগানে ঢুকলেম। অতি ধীরে তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমরা যখন ডিনারে বসলেম, তখনো আলোর রেখা আকাশে একেবারে মুছে যায় নি। পৃথিবীর সব সুগন্ধ তার গায়ে মাখা। ডিনারের যোগাড় মন্দ ছিল না,

অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চলল। গল্পে গল্পে সে ও আমি—দু'জনে পুরাণো বন্ধুর মত হয়ে উঠলেম যখন সে বুঝতে পারল, তার কাহিনীতে কি গভীর সহানুভূতি আমার প্রাণে জেগে উঠেছে। দুই চুমুক ক্লারেট পান করবার পর তার দিল্ খোলসা হয়ে উঠল—আলাপ জমে উঠল।

সে বললে,—আসুন, একবার চাঁদ দেখা যাক্। আমি চাঁদের আলো বড় ভালবাসি। চাঁদ আমার জীবনের পরম সুখের সময়গুলোর সাক্ষী। আমার মনে হয় কি জানেন,—সেগুলোর সমস্ত নিদর্শন আমার অন্তরেই রয়েছে, একটু চিন্তা করলেই আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাই। হয়ত......... কখন সন্ধ্যাবেলায়.........নিজে নিজে একটা চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করি............ভারি চমৎকার দৃশ্য.........যদি আপনি জানতেন? না,—জানলে নিশ্চয় আমাকে ঠাট্টা করতেন....সেটা বলতে পারিনে.........আমি সাহস পাইনে......মোটেই সাহস পাইনে।

আমি মিনতি করে বললেম,—

—কি দৃশ্য আমাকে বলবেন না? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ঠাট্টা করব না—শপথ করছি, বলুন।

সে ইতস্তত করতে লাগল। আমি নিজের হাতে তার হাত দুটো নিলেম—তার সেই একটুখানি, শীর্ণ, শীতল দু'টো হাত ধরে, সেকালের প্রথামত সে দু'টো হাতে চুম্বন করলেম। তাতে সে বিচলিত হল। তখনো সে ইতস্তত করতে লাগল,—

—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে হাসবেন না—

—আমি শপথ করে বলছি।

—আচ্ছা, আসুন।

সে উঠে দাঁড়াল। সেই বেকুব চেহারার বেঁটে চাকরটা তার পিছন থেকে চেয়ারখানা সরিয়ে নিলে, সে তার কানে কানে খুব আস্তে ও খুব দ্রুত কয়েকটা কথা বল্লে। চাকরটা বললে,—

—হাঁ মাদাম, এখনই।

তারপর আমরা ছু'জন বারান্দার নীচে নেমে গেলেম।

কি চমৎকার দেখতে সেই পথ,—ছ'ধারে কমলা গাছের সার, মাথার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ তখন আলো ঢেলে দিচ্ছে,—ছায়ার মত স্তব্ধ, অস্পষ্ট চেহারার গাছগুলোর মাঝে হল্‌দে রংয়ের বালির উপর জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রেখা পড়ে মাঝের পথটি দেখাচ্ছে—যেন রূপো-বাঁধান।

গাছগুলোর গায়ে ফোটা-ফুলের সাজ, চারদিক মিষ্ট গন্ধে ভরপূর। কালো কালো ডাল পাতার মধ্যে হাজার হাজার জোনাকী ও আলো-পোকা, তারার টুকরোর মত ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমি উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেম,—বাঃ! প্রেমের উপযুক্ত লীলা ক্ষেত্র এমন আর হয় না।

সে হাসলে,—

—তাই নয় কি? এখনই দেখবেন।

সে বসে তার পাশে আমাকে বসালে।

তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—চারিদিকে যা কিছু দেখছেন, সেগুলোই আমার মনে, জীবনের জন্য আপশোষ আনে। আপনারা, অর্থাৎ আজকালকের লোক যারা, এসকল কথা ভাবেন কিনা সন্দেহ। আপনারা কেবল টাকার পিছনে ফেরেন—কেউ ব্যবসায়ী, কেউ মামলাবাজ, এই সব। আমাদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা পর্য্যন্ত আপনারা জানেন না,—আমাদের অর্থ তরুণীদের। আজকালকের ভালবাসা এসে দাঁড়িয়েছে অবৈধ সম্পর্কে, তার আরম্ভ হয়ত অখ্যাতনামা কোন নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের বেনামী প্রণয়-পত্রে। যদি ঐ পত্রটাকে ঐ মেয়েটির চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন, তবে ঐখানেই খতম, আর তার দাম যদি বেশী মনে হয়, তবে দেও পয়সা। আহা! কি চমৎকার নীতি, কি চমৎকার ভালবাসা!

তারপর আমার হাত ধরে বললে,—

—ঐ দেখুন,—

আমি উল্লসিত, বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলেম। ঐ সরু পথের মোড়ে, চাঁদের আলোয়, মাথায় প্রায় সমান দুটি মূর্ত্তি ধীরে আসছে। অতি ধীরে পা ফেলে, পরস্পরের হাত ধরে, মোহনবেশে তারা এগোচ্ছে, পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো তাদের উপর পড়ে একবার দু'জনকে উজ্জ্বল করে তুলছে, এগিয়ে আসতে আসতে আবার তারা অন্ধকারে ডুব্‌ছে। পুরুষটির পরণে গত যুগের ফ্যাসনে শাদা সাটিনের পোষাক, মাথার টুপীতে অষ্ট্রীচের পালক। রমণীর পরণে রীজেন্সী আমলের ফ্যাশনে মহিলাদের মত হুপ-পেটি-কোট ও মাথার চুলে পাউডার মাখা।

আমাদের কাছ থেকে একশ' হাত দূরে তারা থেমে গেল, তারপর পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল!

হঠাৎ চিনতে পারলেম—ঐ দু'জন আর কেউ নয়, ঐ বাড়ীর সেই চাকর আর ঝি। অদম্য হাসির উচ্ছ্বাসে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হল। কিন্তু আমি হাসলেম না। অতি কষ্টে, বহু চেষ্টায় হাসি চাপতে লাগলেম—কোনো মানুষের একখানা পা কেটে দিলে, সে যেমন করে কাঁদবার জন্য হাঁ করেও কান্না চাপতে চায় তেমনি করে।

দু'জন পথের ওদিকটা বনের ভিতর ফিরে গেল—তখন দেখতে আবার তাদের তেমনি সুন্দর বলে মনে হল। ধীরে ধীরে তারা পিছিয়ে যেতে লাগল, তারপর স্বপ্ন-দৃষ্ট একটা সুন্দর দৃশ্যের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারা ফিরল না,—খালি সরু পথটা একেবারে ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

তারপর আমি উঠে বিদায় হলেম, বিদায় হলেম এই জন্য যে সে দুজনকে যেন আর না দেখতে হয়। ভাবলেম যে-দৃশ্য এইমাত্র দেখলেম বহুকাল সেটা মনে থাকবে। ঐ দৃশ্য একবার দেখামাত্রই সেই বৃদ্ধা

অভিনেত্রীর সমস্ত গত জীবন, তার ভালবাসা, তার ভোগ, সমস্ত অতীত যুগ,—তার বিকৃত রুচি, তার মোহ, তার সৌন্দর্য্য, তার প্রবল সম্মোহন নিয়ে আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল,—আর টের পেলেম, কেমন উজ্জ্বল হয়ে সেসব ঐ বৃদ্ধা অভিনেত্রী ও প্রেমিকার মনে আজও বেঁচে রয়েছে।

নৃত্য-শিক্ষক

(Minuet)

বুড়ো জাঁ ব্রিডেল, যাকে আমরা সংসার-বিরাগী বলে ঠাট্টা করতেম, বলে উঠল,—দেখ, সংসারের বড় বড় দুঃখগুলো আমার তেমন ভাল লাগে না। আগেকার কালে আমি ডুয়েল লড়েছি, নির্ম্মম হ'য়ে আমার প্রতিদ্বন্দীর বুকে চড়েছি, প্রকৃতির রুদ্রসংহার লীলা দেখেছি, মানুষের উৎকট জিঘাংসা প্রবৃত্তির পরিণামও দেখেছি। ঐগুলো চোখে পড়লে আমরা ভয়ে বা রাগে চীৎকার করে উঠি, এই পর্য্যন্ত। ওসব দৃশ্য আমাদের বুকে যেয়ে কামড়ে ধরে না, ঝড়ের বেগে ভেতর বা'র কাঁপিয়ে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় না, যেমন কতকগুলো ছোট খাটো সাধারণ করুণ দৃশ্য করে থাকে। সাসারের সব চেয়ে কঠোর আঘাত লাগে যখন মা ছেলে-হারা হন, ছেলে মা হারা হয়। মানুষের হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—এত কঠিন, দুর্জ্জয় এ শোক। কিন্তু মানুষ এমনতর শোকও কাটিয়ে ওঠে, যেমন করে দেহের অতি বড়, সাংঘাতিক, সদ্য আঘাতও সারতে দেখা যায়। কিন্তু সংসারে এমন বহু ব্যাপার আছে যা চোখের সুমুখে স্পষ্ট হ'য়ে না উঠেও ভেতরে তাদের অস্তিত্ব টের পাইয়ে দেয়। গোপন মর্ম্মব্যথা, ভাগ্যের অলক্ষ্য আঘাত,—আরও বহু এমনতর জিনিষ আছে যেগুলো আমাদের অন্তরশায়িত, বিষাদময় চিন্তাসমুদ্র আলোড়িত করে তুলে, বহির্জগৎ ডিঙ্গিয়ে মনোজগতের শোক-মন্দিরের বদ্ধ, রহস্যময় দোর পলক মধ্যে একেবারে খুলে দিয়ে যায়,—কি সে বেদনা!—উপরে দেখবে যত

নির্ব্বিকার তত সে ভেতরে শিকড় গেড়েছে, তার লক্ষণ যত অস্পষ্ট তত সে বিকৃত হয়ে উঠেছে, যত তাকে নেই বলে উড়িয়ে দেবে তত সে বিস্তার লাভ করেছে, এমনি করে মনটাকে দুঃখে মুষড়ে দিয়ে, জীবনকে বিস্বাদ করে দিয়ে, পৃথিবীর উজ্জ্বল বর্ণকে মলিন করে দিয়ে যাবে যে তারই জের বহুকাল ধরে তোমাকে টান্‌তে হবে।

আমার চোখের সুমুখে দুই তিনটী এমনি ব্যাপার ফুটে উঠেছে, বাকীগুলো অবশ্য ভাল করে না দেখাতেই ভুলে গেছি। ঐ কয়টি যেন লম্বা, সরু, তোলা-যায়-না-এমনি কাঁটার মত হয়ে আমার মনে বিঁধে রয়েছে।

ওগুলো আমার মন যে ভাবে ভরে দিয়েছে হয়তো তোমরা তা বুঝতে পারছ না। একটার কথা তোমাদের বলতে চাই। ঘটনাটা খুব পুরানো, কিন্তু এত স্পষ্ট যে মনে হয় যেন কালকের। হতে পারে আমার মনের টানেই কল্পনায় সেটাকে এত তাজা রয়েছে।

আমার বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। তখন আমি তরুণ যুবক, আইন পড়ছি। আমার প্রকৃতি ছিল কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল; এবং দর্শন-শাস্ত্র থেকে দুঃখ-বাদটাকেই আমি নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেম। এজন্য, কাফের হট্টগোল, কোলাহল প্রিয় বন্ধু বান্ধব বা নির্ব্বুদ্ধি রূপের ব্যবসায়ী যুবতী নারীর প্রাচুর্য্য কোনটাই আমাকে টানতে পারে নি। খুব সকালেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেম; আর আমার অতি আকর্ষণের বস্তু ছিল ভোর আটটায় লুক্সেমবার্গের উদ্যানে একা একা বেড়ানো।

তোমরা কেউ কখন লুক্সেমবার্গের সেই নার্শারী দেখেছ? সেটা ছিল যেন অতীত যুগের একটা ভুলে-যাওয়া উদ্যান, বৃদ্ধার মুখে মধুর হাসি যেমন শোভার হয়, তেমনি ছিল তার শোভা। সরল, অপরিসর,

নিস্তব্ধ বেড়াবার ছোট ছোট পথগুলি দুই ধারে ছোট ছোট গাছের বেড়া দেওয়া ; মালির লম্বা কাঁচি সমান রেখায় তাদের ডালগুলো ছেঁটে দিয়ে শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় পুষ্পবাটিকা, লাইন-বাঁধা ছোট ছোট গাছ, সার বেঁধে ছেলেরা যেমন করে বেড়ায় তারই অনুকরণে রোপিত, বড় বড় গোলাপের ঝাড় আর ফলবান বৃক্ষের শ্রেণী।

সুন্দর এই উদ্যানের এক পাশে মৌমাছির বাস। কাঠের তক্তার উপর খড় বিছিয়ে কৌশলে তৈয়েরী তাদের বাড়ী, দরজাগুলো সূর্য্যের আলোতে শেলাইয়ের সূচের ফুটোর মত চিক চিক করছে। লম্বা রাস্তার সবটা নিয়ে কেবল চক্‌চকে মাছি গুণ গুণ করছে,—দেখে মনে হয় ওরাই যেন এই নিঃশব্দ স্থানটির মালিক আর এর শব্দহীন শান্তি-পূর্ণ বেড়াবার পথগুলিতে কেবলমাত্র ওদেরই বেড়াবার অধিকার আছে।

প্রায় রোজ সকালেই আমি সেখানে যেতাম। একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে পড়া সুরু করতেম। মাঝে মাঝে বইখানা কোলের উপর ফেলে রেখে স্বপ্ন দেখতেম, চুপ করে বসে আমার চার দিকে পারীর প্রাণ-স্পন্দন কান পেতে শুনতেম, এবং পুরানো এই উদ্যানের ছায়ায় বসে তার অগাধ অনাবিল শান্তি দেহ মন দিয়ে ভোগ করে নিতেম।

কিন্তু শীগ্‌গীরই আমার নজরে পড়ল যে অত সকালেও বাগানে আমি একমাত্র ভ্রমণকারী ছিলেম না। প্রায়ই ঝোপের আড়ালে বেঁটে, অদ্ভুত দর্শন এক বুড়োর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হত।

রূপোর বকলস্‌ওয়ালা জুতো তার পায়ে, পরণে 'ক্যুলাত্‌', গায়ে স্প্যানিস্ রাইডিং কোট, মাথায় কিম্ভুতকিমাকার শাদা এক টুপী, যেমন প্রকাণ্ড তেমনি থস্‌থসে, জন্ম তার মান্ধাতার আমলে।

দেখতে সে খিটখিটে, হাড়গোড়-সার, কুঁজোর মত চলন, মুখখানি নানা ভঙ্গিতে এবং হাস্যচেষ্টায় সদাই বিকৃত। চোখ দুটি চঞ্চল, চোখের পাতা কেবল অস্থির ভাবে নড়ছে। রোজই তার হাতে থাকত সোনাবাঁধান একখানা চমৎকার ছড়ি, হয়ত কোন বড় লোকের স্মৃতি-উপহার হবে।

অদ্ভুত এই মানুষটিকে দেখে প্রথমে আমার মনে যে ভাবের উদয় হল সেটি হচ্ছে বিস্ময়; তার পরেরটি অসীম কৌতূহল।

গাছের ডাল পাতার আড়াল থেকে তার উপর নজর রাখতেম; হঠাৎ ধরা না পড়ে যাই এজন্য প্রতি মোড়ে থেমে থেমে একটু ফাঁকে থেকে তাকে অনুসরণ করতেম।

ব্যাপার যখন এইরূপ তখন একদিন সকালে আপনাকে একা ভেবে সে খামকা নানা ভঙ্গীতে হাত পা নাড়া সুরু করে দিল। প্রথমে কয়েকটি লাফ মেরে, মাথা নুইয়ে কাকে যেন অভিবাদন করা হল; তারপর তার সেই সরু সরু ঠ্যাং দুলিয়ে আরও লম্বা লম্বা ধাপে লাফ দিতে লাগল; তারপর দ্রুত লম্ফঝম্ফ, দুলুনী—কি চমৎকার ভঙ্গিতেই যে সুরু হল! কোন অদৃশ্য দর্শক মণ্ডলীর সুমুখে যেন এই কাণ্ড হচ্ছে—তাঁদের দিকে চেয়েই যেন সে হাসছে, মাথা নুইছে, হাত ছুঁড়ছে, পুতুলের মত তার শুটকো দেহ এঁকে বেঁকে ঘুরছে আর অতি মিঠে চালে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে! এই হল তার নাচ!

দেখে শুনে অতি বিস্ময়ে আমি কিছুক্ষণ 'থ' মেরে গেলাম; ভাবতে লাগলেম আমাদের দুইজনের মধ্যে কে উন্মাদ, সে না আমি। কিন্তু হঠাৎ থেমে যেয়ে আস্তে আস্তে সে এগোতে লাগল, যেমন করে রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতারা করে থাকে; তারপর মাথা নুইয়ে, কমেডিয়েনদের

ষ্টাইলে অতি মধুর হাস্য করে, ঠোঁট দুখানা চুমো খাবার ভঙ্গি করে এগোতে এগোতে দুসার গাছের দিকে তার কম্পিত হাত দুখানা বাড়িয়ে দিল !

এই ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে সে ফের গম্ভীর ভাবে বেড়াতে আরম্ভ করল।

সেদিন বেড়িয়ে যাবার সময়টীতে আমি তার উপর নজর রাখলেম। রোজ সকালেই সে একবার করে তার এই অপূর্ব্ব নাচ নেচে নিত।

কেন জানিনে তার সাথে আলাপ করতে আমার ভারি ইচ্ছা হল। সাহসে ভর করে, তাকে অভিবাদন করে বলে ফেললেম, 'আজকের দিনটি কি সুন্দর ম্যসো!' সে নমস্কার করল,—'হাঁ ম্যসো ঠিক আগেকার মতই' !

ঠিক আধঘণ্টা পরে আমি তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেম, তার ইতিবৃত্ত সবই জানলেম। সে ছিল পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে অপেরার নৃত্য-শিক্ষক। তার ছড়ি খানা কাউণ্ট ক্লেরমণ্টির উপহার। নৃত্য সম্বন্ধে তার সাথে কথা কইতে আরম্ভ করলে সে আর থামতে জানতো না।

একদিন আমাকে সে বললে,—'ম্যসো, আমি লা কাসট্রিসকে বে করেছি, আপনার ইচ্ছে হলে তার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। সে এদিকে প্রায়ই আসে। এই যে উদ্যান আপনি দেখছেন এ আমাদের জীবন-স্বরূপ, সংসারের শেষ বন্ধন! আমাদের আমলের এইটি কেবল অবশিষ্ট আছে'। মনে হয় এটি না থাকলে আমাদের বাঁচাই মুস্কিল হত। এটি প্রাচীন ও প্রাচীন স্মৃতিতে গৌরবময়—কেমন নয় কি ? ওর ভেতরের বাতাসে যখন নিশ্বাস ফেলি, মনে হয় আমি যখন যুবা ছিলেম তখন সে বাতাস যেমন ছিল আজও তেমনি আছে—কিছু বদলে নি'। আমরা

দুইজন, আমার স্ত্রী ও আমি বিকেল বেলাটা প্রায় এখানেই কাটাই। সকালে আমি একাই আসি কারণ, এখনও আমি খুব ভোরে উঠে থাকি।'

সকালের আহার শেষ করেই আমি লুক্সেমবার্গ মুখে চলে এলেম, একটু পরেই দেখি আমার বন্ধু সসম্মানে এক কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত অতি বৃদ্ধার হাত ধরে আসছেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন। ইনিই হচ্ছেন সেই বিখ্যাত নর্ত্তকী লাকাসট্রিস যার প্রেমে রাজা এবং সমস্ত অভিজাত বংশের যুবকেরা হাবুডুবু খেতেন, এবং সেই প্রেমিক যুগ যে কালে পৃথিবীতে প্রেমের স্মৃতি ছড়িয়ে গেছে, সেই যুগের প্রতি যুবক, জীবনে একবার করে এই কাসট্রিসকে ভালবেসে ধন্য হয়েছিলেন।

আমরা সবাই পাথরের একটা বেঞ্চির উপর বসলেম। তখন মে মাস। ফুলের সুবাস উদ্যানের প্রতিকোণ গন্ধময় করেছে। সূর্য্যের মোলায়েম কিরণ পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। লাকাসট্রিসের কাল পোষাক আলোয় যেন সেঁতিয়ে উঠেছে।

উদ্যান তখন জনমানব শূন্য। দূর থেকে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘর ঘর শব্দ কানে আসছে।

বুড়ো সেই নৃত্য শিক্ষককে আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ম্যাসো 'মেনুয়েট' কাকে বলে, আমায় বুঝিয়ে দেবেন কি?"

সে কেঁপে উঠল। 'ম্যাসো, মেনুয়েট হচ্ছে নাচের রাণী, মেনুয়েট রাণীদের নাচ বুঝলেন? 'যেকালে রাজা গিয়েছে, সেকালে মেনুয়েটও গিয়েছে? তারপর সে প্রচুর পরিমাণে বিশেষণ লাগিয়ে মেনুয়েটের এক স্তোত্র আওড়াল যার মাথা মুণ্ড কিছুই আমার বোধগম্য হল না। আমি তাকে তাল, ধাপ, ভঙ্গী সব বুঝাতে বললেম। নিজের অক্ষমতা দেখে সে আরও চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ তার নির্ব্বাক, গম্ভীর,

অতি প্রাচীনা সঙ্গীনীটির দিকে ফিরে বলে উঠল,—এলিস, এই ভদ্রলোকটি—উনি যা বলছেন—ইচ্ছে হলে—তোমার বেশ হবে—আমাদের একবারটি দেখিয়ে দেবে ?

সে চঞ্চল দৃষ্টিতে চার দিক একবার চেয়ে দেখল। তারপর বিনাবাক্যে উঠে তার সুমুখে দাঁড়াল।

এরপর এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আরম্ভ হল যা জীবনে কখন ভুলব না।

তারা দুইজনেই নাচতে সুরু করলে,—অতি ছেলেমানষী মুখের ভঙ্গী করে, হেসে, ঘাড় কাৎ করে, লাফিয়ে, ঠিক যেন দুটো পুরোনো পুতুল, পাকা খেলোয়াড়ের হাতে নাচছে; ব্যবহারে যেন কিছু নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তৈয়েরী পুরোনো ফ্যাসানে, অতি পাকা মিস্ত্রীর হাতের।

আমি হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে রইলেম, মনে উদয় হতে লাগল যত অদ্ভুত, এলোমেলো ভাব। সব মনটা কেমন অব্যক্ত বিষাদে ভরে গেল।

মনে হল চোখের সুমুখে এক শোকার্ত্ত, হাস্যকর ভূত দেখছি—অতীত যুগের কোন বিস্মৃত প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনে হল হাসি, রুদ্ধ কণ্ঠ ঠেলে আসতে চাইল কান্না।

তারপর তারা দুইজন থেমে গেল, নৃত্যের সমস্ত অঙ্গ শেষ করে দিয়ে। কিছুক্ষণ ধরে মুখোমুখি চেয়ে অতি অদ্ভুত ধরণে হাসতে লাগল। শেষে কান্নার চাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হল।

তিন দিন পরে আমি আপনার জেলায় চলে এলাম। তাদের সাথে আর দেখা হয় নি।

দুই বছর পরে ফের যখন পারীতে এলেম তখন তারা উদ্যানটি ভেঙ্গে ফেলেছে। হায়,—কোথায় গেল সেই প্রিয় বাগানটি, তার আঁকা বাঁকা পথগুলি, তার অতীত যুগের হাওয়া, তার সুন্দর আড়াল করা ঝোপ আর ঝাড়!

আমার বন্ধুরাও কি আর নেই ? না এই সব আধুনিক পথ বেয়েই হতাশ নির্ব্বাসিতের মত তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ? এখন কি তারা আলেয়ার মত গোরস্থানের সাইপ্রেস গাছের আড়ালে, যে পথের দুইধারে দেহান্তে মানুষকে চিরদিনের মত শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব পথের উপর চাঁদের আলোতে তাদের অদ্ভুত 'মেনুয়েট' নৃত্য দেখিয়ে বেড়ায় ?

তাদের চিন্তা সব সময়েই আমার মনে হয়,—আর সকল চিন্তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, খুঁচিয়ে, সব মনটা দখল করে আজও ব্যথার মত তা জেগে আছে।

কেন ?—তা বলতে পারি না।

নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে—নয় কি ?

আমার খুড়ো

(Mon oncle Jules)

বৃদ্ধ, দীর্ঘ-শ্বেত-শ্মশ্রু এক ভিক্ষুক এসে আমাদের কাছে ভিক্ষে চাইল। বন্ধু জোসেফ ডাভরাঁশ তার হাতে গুঁজে দিল এক'শ সেণ্ট। আমি বিস্মিত হয়ে গেলেম। তিমি বললেন,—

এই ভিক্ষুক একটি পুরাণো ইতিহাস আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি। তোমার কাছে সেইটেই এখন বল্‌তে চাই।

হাভরেতে ছিল আমাদের বাড়ী। অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল ছিল না। টায় টায় চলে যেত। বাবা অফিসে খেটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন, দুই পকেট ভরে টাকা মোটেই আনতেন না। আমার দু'টি বোন ছিল।

পয়সার অনাটনে মা বড় কষ্ট পেতেন, আর প্রায়ই তাঁর স্বামীর জন্য প্রচুর পরিমাণে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সঞ্চয় করে রাখতেন। গাল খাবার সময় ঐ গরীব বেচারার মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হত আমার। হাতখানা উঠিয়ে তিনি আপনার কপালের উপর বুলিয়ে যেতেন, যেন ঘাম মুছে ফেলছেন। মুখ থেকে একটি কথাও বেরুত না।

তাঁর এই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখ আমার বুকে বিঁধত।

মিতব্যয়িতা তাঁদের চারদিক দিয়েই ছিল। কোন জায়গায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হ'ত না, পাছে উল্টে কাউকে খাওয়াতে হয়। বাজারের সবচেয়ে সস্তা গুদোমপচা যত মাল আমদানী করা হত। আমার ভগ্নীরা আপনাদের পোষাক নিজ হাতে করে তৈয়েরী করতেন, আধ হাত

লেশ কিনতে হলে দিনভোর কমিটি করতেন। সাধারণত আমরা খেতেম চর্ব্বির ঝোল, আর একই মাংস হরেক রকমে রান্না। হয়ত এ দু'টিই পুষ্টিকর ও মুখরোচক হত; আমি বোধ হয় অন্য জিনিস পেলেই বেশী খুশী হতেম।

জামার বোতাম হারিয়ে গেলে বা প্যাণ্টালুনে একটু খোঁচা লাগলে এক একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।

প্রতি রবিবারে সমুদ্রের ধারে জেটিতে মহা সমারোহে বেড়াতে যাওয়াটি কিন্তু ছিল। বাবা রাইডিং কোট, লম্বা হ্যাট ও দস্তানা লাগিয়ে নাবিকদের উৎসববেশে বেরুতেন, মায়ের হাত ধরে। বোনেরা অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে যাবার সময়টির প্রতীক্ষা করতেন কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাঁরা বাবার রাইডিং কোটে অদৃশ্য একটা দাগ আবিষ্কার করে ফেলতেন; তখন বেনজাইন-সিক্ত একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে সেটা মুছে ফেলবার তাড়া পড়ে যেত।

যতক্ষণ কোটটির উপর কারিগরি হ'ত বাবা খালি সার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপীটিকে সামলাতেন, আর মা নষ্ট হবার ভয়ে দস্তানা খুলে ফেলে, চশমা এঁটে হাত চালিয়ে যেতেন।

বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পথ চলা হত। বোনেরা যেতেন আগে, হাতে হাত দিয়ে। তাঁদের বিয়ে হয় নি, পথে ঘাটে বের হওয়া রীতিমত দরকার ছিল। আমি চলতেম মায়ের বাঁয়ে, বাবা ডান দিক আগলাতেন। প্রতি রবিবারের এই বেড়ানোর সময়টিতে আমার দরিদ্র পিতামাতার জাঁদরেলি হাবভাব, গম্ভীর মুখ ও সগর্ব্ব চলার কায়দা এখনও আমার দিব্য মনে পড়ে। ধড় সিধে রেখে, ঠ্যাং টান করে, গম্ভীর চালে তাঁরা চলতেন—যেন একটু এদিক ওদিক হলেই রাজ্য রসাতলে যাবে।

প্রতি রবিবারেই দূর দূরান্তের অজানা দেশ থেকে আগত সব বড় বড় জাহাজ ঘাটে ভিড়তে দেখে বাবা অভ্যাস মত বলতেন, "দেখ, জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি অবাকই না আমাদের করে দেবে!"

বাবার সহোদর ভাই, আমার খুড়ো জুলস প্রথমে ছিলেন কুলের অঙ্গার, এখন হয়েছেন আশাবর্ত্তিকা। ছেলেবেলা থেকে ঐ খুড়োর কথা শুনে আসছি, আর এত শুনেছি যে আমার মনে হয় দরজায় তাঁর প্রথম করাঘাতে—তাঁকে চিনে ফেলতেম। আমেরিকা যাত্রার দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি ভাল করেই জানতেম, কারণ ঐ সময়ের কথা উঠলেই বাড়ীর সকলের গলার স্বর খাদে গিয়ে নামত। সকলে বলাবলি করত যে চরিত্রটা তাঁর খারাপ ছিল, অর্থাৎ তিনি কিছু টাকা উড়িয়ে ছিলেন; দরিদ্রের সংসারে এইটেই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। টাকাওয়ালা লোক আমোদ আহ্লাদে কিছু ব্যয় করলে, সকলে বলে, লোকটি বয়ে গেছে। পাড়া প্রতিবাসীরা একটু মুচকি হেসে বলে, লোকটি স্ফূর্ত্তিবাজ হে। আর গরীবের ঘরে যে ছেলের জন্য বাপমাকে মূলধনে হাত দিতে হয় সে হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, বোম্বেটে।

মনে হয় বিচারের এই বিচিত্র পদ্ধতিটা ঠিকই বা হবে; কারণ অপরাধের দর এক হলেও অবস্থাভেদে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়।

এই রকমে নিজের পথে চলতে চলতে আমার খুল্লতাত মহাশয় পৈতৃক সম্পত্তির নিজ অংশটুকু নিঃশেষে হজম করে ফেলে বাবার অংশটুকুও খোয়াবার যোগাড় করলেন।

তখন তাঁকে ধরে হাভরে থেকে নিউইয়র্কগামী এক সদাগরী জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে সবাই নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আমেরিকা নেমে খুড়োমশাই কি একটা ব্যবসা ফেঁদে বসলেন,

বাড়ীতে লিখে পাঠালেন যে তিনি কিছু কিছু পাচ্ছেন এবং আশা করেন তাঁহার ভ্রাতার যে টাকা খেয়েছেন শীঘ্রই সেটা শোধ দিতে সক্ষম হবেন। ঐ চিঠি পেয়ে বাড়ীতে হুলস্থুল পড়ে গেল। যে জুলসকে বেচলে একটা কুকুরের গলার শিকলির মূল্যও জুটত না হঠাৎ সে হয়ে দাঁড়াল একজন উচ্চ দরের সাধু, হৃদয়বান পুরুষ, ডাবরাঁশ কুলের উপযুক্ত বংশধর।

তারপর এক জাহাজের কাপ্তেন মারফৎ আমরা খবর পেলেম খুড়ো একখানি বড় দোকান খুলেছেন এবং খুব ভারী রকমের ব্যবসা চালাচ্ছেন।

এর ছ'বছর পরে দ্বিতীয় পত্র এল, "প্রিয় ফিলিপ, আমার শরীর কেমন আছে না জানতে পেরে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড় এজন্য লিখছি যে আমি খুব ভাল আছি। কাজও খুব ভাল চলছে। আগামী সপ্তাহে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় একটা দূরের পথে যাত্রা করছি। অনেক বছর হয়ত তোমাকে কোন খবরই দিতে পারব না। আমার চিঠি না পেলে ব্যস্ত হয়ো না। হাতে টাকা হলেই হাভরে ফিরব। আশা করতে পারি সে দিন শীঘ্রই আসবে। তখন কত সুখ স্বচ্ছন্দে আমরা থাকতে পারব।"

সেই থেকে ঐ চিঠি খানার কথাগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বাড়ীর সবাইকার জপমন্ত্র। যখন তখন সেটা পড়া হত; দুনিয়ার লোককে সেটা দেখানো হত।

এরপর দশ বছরের মধ্যে খুড়োর আর কোন খবর বার্ত্তাই পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার বাবার আশা যতই দিন যেতে লাগল ততই বেড়ে চলল। মা মাঝে মাঝে বলতেন,—"জুলস এখানে এলেই আমাদের অবস্থা বদ্‌লে যাবে। কি মুক্তির নিশ্বাস তখন ফেলতে পারব!"

প্রতি রবিবারেই সমুদ্রের মাঝে বহুদূরে ঘন কাল ধোঁয়ার রাশ সাপের

মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠতে দেখে, বাবা তাঁর সেই পুরাণো বাঁধা গৎ আওড়াতেন,—"দেখ, জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি রকম অবাকই না আমাদের করে দেবে।"

তখন তাঁদের ভাব দেখে মনে হ'ত এখনই বুঝি খুড়ো জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে রুমাল নেড়ে ডাকবে, "ফিলিপ"।

খুড়ো এলে কি করা হবে সে সম্বন্ধে হাজার রকম প্ল্যান তাঁদের মাথায় খেলত। সকলেরই ইচ্ছে ছিল যে খুড়োর টাকা দিয়ে পাড়াগাঁয়ে ছোট একটি বাড়ী কেনা হয়। আমি জানতেম ইতিমধ্যেই বাবা দু'একজনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাও পেড়েছিলেন।

আমার বড় বোনের বয়েশ হয়েছিল আটাশ, অপরটির ছাব্বিশ। তখনও কারও বিয়ে হয় নি; দেশে সকলেই—এই নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত।

শেষকালে ছোটটির পাণিপ্রার্থী হয়ে একজন দেখা দিলেন।

তিনি ছিলেন কেরানী, সচ্চরিত্র, দরিদ্র।

আমার ধারণা যে খুড়োর ঐ চিঠিখানা একরাত্রে চোখে পড়েছিল বলেই—আমার বোনের পাণিপ্রার্থী যুবকটি অত তাড়াতাড়ি আমাদের আত্মীয় হয়ে যান।

বাপ মা ঐ ভদ্রলোকের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। ঠিক হল যে বিয়ের পরে সবাই মিলে জারসিতে একবার বেড়িয়ে আসা যাবে।

যাদের টাকা পয়সা নেই তাদের সমুদ্র ভ্রমণ করতে হলে জারসির মত জায়গা আর নেই। খুব দূরে যেতে হয় না, ছোট ডাকের জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্র একটু পাড়ি দিলেই ইংরেজের অধিকৃত এই "বিদেশ" দেখা যায়। সেখানে প্রতিবাসী একটা ভিন্নজাতকে তাদের ঘরকন্নার মধ্যে দেখবার সুযোগ, দু'ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রাতেই একজন ফ্রেঞ্চম্যানের ভাগ্যে

ঘটে যায় ; অধিকন্তু ব্রিটিশ পতাকারক্ষিত এই দ্বীপবাসীদের জঘন্য আচার ব্যবহার (স্পষ্টবাদীদের মতে) স্বচক্ষে দেখবার সুবিধে হয়।

এই জারসি যাত্রা আমাদের জপের মালা হয়ে দাঁড়াল, সর্ব্বক্ষণ এক চিন্তা, এক স্বপ্ন।

অবশেষে সত্যই একদিন আমাদের নিয়ে জাহাজ ছাড়ল ; এখনও আমার মনে হচ্ছে সে যেন কালকের কথা। শোঁ শোঁ করে ষ্টীম এসে গ্রাঁভিলের জেটির গায়ে লাগছে ; নূতন জাহাজে চড়ে ভয় খেয়ে বাবা আমাদের তিনটি মাল ওঠানো দেখছেন ; মুরগীর পাল থেকে সবগুলো চ'লে গিয়ে মাত্র একটি থাকলে সেটি যেমন কারও নজরে পড়ে না ছোট বোনের বিয়ে হবার পর আমার বড়টিরও ঠিক সেই অবস্থা ; মা ব্যস্ত হয়ে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; আর আমাদের নব বিবাহিত দম্পতী তাঁদের অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলের পেছুতে, সেহেতু আমাকেও বারে বারে ঘাড় ফেরাতে হচ্ছিল তাঁদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য।

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল। আমরা উঠে পড়তেই জেটি ছেড়ে দিয়ে, সবুজ মার্ব্বেল পাথরের তৈয়েরী একখানা টেবিলের মত সমতল সমুদ্রের উপর জাহাজখানি গা ভাসিয়ে দিল। লুপ্তপ্রায় তট-রেখার দিকে চেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলেম পরম উল্লসিত ও গর্ব্বিত ভাবে, কারণ এই আমাদের প্রথম সমুদ্র যাত্রা।

বাবা বুকটান করে দাঁড়ালেন, গায়ে সেই পরিচিত রাইডিং কোট। সেদিন সকালে বেনজাইন দিয়ে সেটা সাফ করা হয়েছিল, তার গন্ধ এখন বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে বিশেষ করে রবিবারের বেড়ানোর সময়টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দুইটি ভদ্রলোক দু'জন ভদ্রমহিলাকে "অয়েষ্টার" দিচ্ছেন। এক বুড়ো, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা জাহাজের

মাল্লা, ছুরি দিয়ে শামুকের মুখ কেটে সেগুলো ভদ্রলোক দু'জনের হাতে দিলে তাঁরা সেগুলো মহিলাদের নিকট চালান করলেন। মহিলারা একখানা পাতলা রুমালের উপর সেগুলো রেখে, পোষাক না নষ্ট হয় এজন্য মুখ বাড়িয়ে অতি মধুর ভঙ্গীতে সেগুলি গলাধঃকরণ করলেন। শেষে টুক করে জলটুকু খেয়ে খোলাগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন।

চলতি জাহাজে চড়ে অয়েষ্টার খাওয়া এক রকমের নবাবী। এ ঠিক কথা যে বাবারও দেখাদেখি সখ গেল। তিনি দেখলেন যে এটি বিশিষ্ট ও উচ্চ ষ্টাইলের সৌখীনতার পরিচায়ক। যেখানে মা ও বোনেরা ছিলেন সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমাদের অয়েষ্টার খাবার ইচ্ছে আছে" ?

মা খরচের কথা ভেবে ইতস্তত করলেন ; কিন্তু বোনেরা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা ভেবে বললেন, "ওগুলো আমার সহ্য হয় না। ছেলেদের কিছু দাও কিন্তু বেশী খেলে অসুখ করবে।" আমার দিকে ফিরে বললেন "জোসেফকে দিয়ে কাজ নেই। ছোট ছেলেদের ওতে নিশ্চয় অসুখ করে।"

মার অবিচার দেখে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেম, বাবা গম্ভীর চালে তাঁর দুই মেয়ে ও জামাইকে বুড়ো মাল্লার কাছে নিয়ে চললেন।

মহিলা দু'জন ইতিমধ্যে অন্যত্র গিয়েছিলেন। বাবা বোনদের বোঝাতে লাগলেন কি করে জল না ফেলে অয়েষ্টার খেতে হয় ; ভাল করে দেখাবার জন্য তিনি একটা শামুক হাতে নিলেন। মহিলাদের অনুকরণ করতে গিয়ে তখনই সবখানি তরল পদার্থ তাঁর রাইডিং কোটের উপর ঢেলে ফেললেন। মা অনুচ্চ স্বরে বললেন, "অত হেকমত না দেখালেই ভাল হ'ত।"

হঠাৎ বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। আমার বোনেরা তখনও ঐ শামুকওয়ালার কাছে দাঁড়িয়ে; তিনি একটু দূরে গিয়ে তার দিকে স্থির নেত্রে দেখতে লাগলেন এবং খামকা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখের চেহারা তখন রক্তশূন্য, চোখ চঞ্চল। তিনি নিম্নস্বরে বললেন, "ঐ যে লোকটি শামুকের মুখ কাটছে, জুলসের চেহারার সঙ্গে ওর আশ্চর্য্য মিল দেখছি"।

মা বললেন, "কোন জুলস"? বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "তাইত দেখ—আমার ভাই জুলস—আমেরিকায় ভাল অবস্থায় সে আছে না জানলে আমি ভাবতুম ঐ লোকটিই জুলস"।

মা চমকে উঠে বললেন, "পাগল হয়েছ! জান যখন জুলস ও নয়, তখন কেন এমন যা তা বকছ?" বাবা তবুও বললেন, "আচ্ছা এগিয়ে দেখ; নিজের চোখে দেখে ঠিক করাই ভাল"।

মা উঠে ভগ্নীদের কাছে গেলেন। আমি লোকটার দিকে চাইলেম—দেখতে সে বুড়ো, নোংরা, শুকনো কাঠ বিশেষ; এক মনে নিজের কাজ করছিল।

মা ফিরলেন, দেখলেম তিনি কাঁপছেন। দ্রুতস্বরে বললেন,—"আমার মনে হয় এ সেই। কাপ্তেনের কাছে কিছু খবর পাও কি না জেনে এস। দেখ খুব সাবধান, শেষে এ হতভাগাটা আবার আমাদের ঘাড়ে না চাপে"।

বাবা কাপ্তেনের খোঁজে চললেন, আমিও পিছু নিলেম। আমার মনের অবস্থা তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।

ঢ্যাঙ্গা, শুকনো, দীর্ঘগুম্ফে শোভমান কাপ্তেন সাহেব অতি গম্ভীরভাবে তাঁর ঘরের সুমুখে পায়চারি করছিলেন, দেখে মনে হয় যেন তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে জাহাজ চালিয়ে আসছেন।

বাবা সসম্ভ্রমে তাঁর নিকটস্থ হয়ে, দু'একটি প্রশংসা বাক্যের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন,—"জারসির বিশেষত্ব কি? সেখানে কোন কোন ফসল জন্মে? লোকসংখ্যা কত? আচার ব্যবহার কিরূপ? পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ? মাটির উর্ব্বরতা কিরূপ"? ইত্যাদি।

কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে লোকে ভাবত এরা অন্তত আমেরিকা সম্বন্ধে কথা কইছে।

এর পর "এক্সপ্রেস" অর্থাৎ যে জাহাজ আমাদের নিয়ে চলছিল তার সম্বন্ধে আলাপ হল; তারপর জাহাজের সাজসজ্জা ও শেষে বাবা একটু কেশে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জাহাজে একটি বুড়ো অয়েষ্টারওয়ালা আছে যাকে দেখে মনে হয় তার কিছু পূর্ব্ব ইতিহাস আছে। তার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?"

আলোচ্য বিষয়ের এই অধোগতিতে কাপ্তেন সাহেব চটে গিয়েছিলেন। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—

"ঐ বুড়ো ফরাসী হতভাগাটাকে গেল বছর আমি আমেরিকায় কুড়িয়ে পাই ও সঙ্গে করে দেশে ফিরিয়ে আনি। হাভরেতে বোধ হয় ওর কোন আত্মীয় আছে, কিন্তু তাদের কাছে টাকা ধারে বলে ফিরে যেতে চায় না। ওর নাম জুলস—জুলস ডামরাঁশ কি ডাবরাঁশ ঐ রকম কিছু হবে। আমেরিকায় এক সময়ে ও টাকাওয়ালা লোক ছিল, ওর বর্ত্তমান অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখছেন"।

বাবার মুখের চেহারা পাঁশুটে হয়ে গিছল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে তিনি বললেন,—

"আহা—হা—বেশ, ঠিক হয়েছে,—আমি মোটেই—আশ্চর্য্য হই নি। আপনাকে বহু ধন্যবাদ কাপ্তেন সাহেব"।

তিনি চলে গেলেন। কাপ্তেন অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

তিনি মার কাছে এলেন। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখে মা বললেন, "একটু ব'স, ওরা কিছু টের পেয়ে যাবে"।

বেঞ্চের উপর বসে পড়ে অস্থিরভাবে, রুদ্ধ কণ্ঠে বাবা বলে উঠলেন, "এ সেই, ওগো এ সেই"।

একটু থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হবে এখন?"

মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "মেয়েদের সরিয়ে দে'য়া দরকার। জোসেফ সব জানে, সেই ওদের খুঁজতে যাক্। বিশেষ সাবধানে থাকতে হবে যাতে জামাই কিছু জানতে না পারে।"

বাবা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—"কি দুর্ঘটনা"!

শুনে মা একমুহূর্ত্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—

"দুর্ঘটনা না হাতী! মন আমার অষ্ট প্রহরই টিক টিক করেচে ও লক্ষীছাড়ার কিছু হবে না, ও শেষে আমাদের ঘাড়েই ফের চাপবে! ডাবরাঁশ গুষ্টির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখন কিছু করতে পেরেছে? বচন শুনে বাঁচি নে!"

বাবা কপালের উপর হাতখানা বুলিয়ে গেলেন। স্ত্রীর বকুনির ধাক্কা সামলাবার এইটি তাঁর একমাত্র অস্ত্র।

মা ফের বল্লেন, "ওর পাওনাটা জোসেফের হাতে দেও; সে গিয়ে দিয়ে আসুক। শেষে ভিখিরীটা আমাদের চিনে ফেলুক—না, না তার আর দরকার নেই। জাহাজের সকলে কি মজাই দেখবে এখন! আমরা ঐ ধারে যাই, দেখ লোকটা যেন কাছে এসে না পড়ে।"

এই বলে তিনি উঠলেন। আমার হাতে একশ "স্যুর" এক গোটা মুদ্রা দিয়ে তাঁরা জাহাজের অন্যদিকে চলে গেলেন।

বোনেরা বিস্মিত হয়ে বাবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললেম সমুদ্রের দুলুনীতে মা কিছু অসুস্থ হয়েছেন।

অয়েষ্টারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেম, আপনার কত পাওনা হয়েছে মহাশয়? আমার বলতে ইচ্ছা হল—"খুড়ো মহাশয়"।

"দুই ফ্রাঙ্ক"।

আমি একশ সেণ্ট তাঁকে দিলেম, তিনি বাকী পয়সা ফিরিয়ে দিলেন।

আমার চোখ ছিল তাঁর হাত খানার উপর—জাহাজের খালাসীর সেই রগ-তোলা, ফাটা হাত, আর জরাখিন্ন, দুঃখক্লিষ্ট সেই মুখের উপর। মনে মনে তখন বলছি—"এই আমার খুড়ো, এই আমার বাপের ভাই।"

আমি দশ সেণ্ট বকশিশ দিলেম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন,—"বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"—ঠিক একজন ভিখিরীকে ভিক্ষে দিলে সে যেমন করে বলে থাকে। আমার মনে হ'ল তিনি নিশ্চয় এর আগে ভিক্ষে করেছেন।

আমার দানের পরিমাণ দেখে বোনেরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাকী পয়সা যখন মাকে ফিরিয়ে দিলেম তিনি বললেন, "এত লেগেছে? ডাকাত নাকি?"

আমি বললেম "দশ সেণ্ট তাকে জল খেতে দিয়েছি।"

মা লাফিয়ে উঠে, চোখ গরম করে চীৎকার করে উঠলেন, "পাগল হয়েছে এ ছোঁড়া! দশ সেণ্ট দান—ঐ হতভাগাটাকে"—

বাবা জামায়ের দিকে ইসারা করলেন। মা ঐ দেখে হঠাৎ ক্রোধ সম্বরণ করলেন।

তারপর সব চুপ।

আমাদের সুমুখে ধূসর ছায়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের জল থেকে ঠেলে উঠছে।

ঐ জারসি।

জেটির কাছে জাহাজ ভিড়লে, আমার খুব ইচ্ছে হল যে আমার খুড়ো জুলসকে আর একবারটি দেখি, তাঁর কাছে গিয়ে একটা সান্ত্বনা বাক্য, একটা স্নেহমাখা কথা ব'লে আসি।

কিন্তু সকলের অয়েষ্টার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তিনি অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সম্ভবত জাহাজের খোলের মধ্যে যে অন্ধকার ময়লা খোপটায় এই হতভাগ্য থাকতেন সেখানেই সকলের চোখ এড়িয়ে নেমে গিয়েছিলন।

আমরা ফেরবার পথে "স্যঁতমালোয়" নামে অন্য একটি জাহাজে চড়লেম, যাতে করে খুড়োর সাথে আর দেখা না হয়। মা দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

এর পর আমার বাপের ভাইকে আর কখন চোখে দেখিনি।

এই হচ্ছে আমার ভিখিরীদের মাঝে মাঝে একশ সেণ্ট দেবার ইতিহাস।

বাদলা রাতের আমোদ

(Mademoiselle Fifi)

প্রুশীয়ান সেনানায়ক মেজর কাউণ্ট ফার্লস্‌বার্গ ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া, সবুট পদযুগল চিমনীর চক্‌চকে মার্ব্বেলের উপর রাখিয়া মেজর ডাকের চিঠি-পত্র দেখিতেছিলেন। তিন মাস কাল তিনি সাতো দ্যা'ভিলে বাস করিতেছেন, এই তিন মাসের মধ্যে যে যায়গায় বুটমণ্ডিত পা দুটি রাখিতেন, সেখানে মার্ব্বেলের উপর দুইটি গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল, প্রতিদিন গর্ত্ত দুইটি আরও একটু একটু করিয়া গভীর হইতেছিল।

একটি নক্সাকাটা, সুদৃশ্য ছোট টেবিলের উপর এক কাপ কফি, তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। টেবিলটিতে মদের দাগ, জ্বলন্ত সিগারের পোড়া দাগ, নানা রকম অক্ষর ও হিজিবিজি দাগ কাটা; বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ হয়ত পেনসিল কাটিতে কাটিতে থামিয়া গিয়া সুদৃশ্য টেবিল-খানিকে খেয়াল মাফিক ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া এই ভাবে নষ্ট করিয়াছেন।

আর্দ্দালীর আনীত চিঠি ও জার্ম্মাণ খবরের কাগজ পড়া শেষ হইলে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও বড় একখানা কাঁচা কাঠ আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন; শীত তাড়াইবার জন্য এই সকল ভদ্রমহোদয় বাগানের গাছগুলি কাটিয়া এইভাবে শেষ করিতেছিলেন। এই কার্য্য শেষ করিয়া তিনি জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

অবিরল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল; এ নরমাণ্ডির বৃষ্টি; ক্রুদ্ধ হইয়া কেহ যেন বৃষ্টি ঢালিয়া দিতেছিল—তেরছা হইয়া বৃষ্টির ধারা পড়িতেছিল,

পর্দ্দার মত মোটা, তির্য্যক্ রেখায় গঠিত যেন একটা দেয়াল,—তীব্রবেগে, সমস্ত ডুবাইয়া, বৃষ্টি পড়িতেছিল। রোয়ঁার আশে পাশে এই রকম বৃষ্টি হয়।

সৈনিক কর্ম্মচারীটি অনেকক্ষণ নিমজ্জিত মাঠের দিকে ও দূরে স্ফীত-কলেবরা আঁদেল নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। জানালার কাঁচের উপর রাইন প্রদেশের ওয়াল্টজ্ নাচের একটা গৎ বাজাইলেন। তারপর একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর ঠিক অধস্তন কর্ম্মচারী ব্যারণ কেলভাইনষ্টাইন ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যদলে ব্যারণের পদ ছিল কাপ্তেনের পদের তুল্য।

মেজর প্রকাণ্ড লম্বা চৌড়া লোক, বৃষস্কন্ধ,—লম্বা দাড়িটি ক্রমশঃ তুই ধারে সরু হইয়া একখানি তোয়ালের মত তাঁর বুক ঢাকিয়া আছে: তাঁর বিশাল, গম্ভীর চেহারা দেখিয়া লড়া'য়ে ময়ূরের কথা মনে হয়, কেবল ময়ূরের বিস্তারিত পুচ্ছটি পশ্চাৎভাগে না হইয়া তার চিবুকের নীচে গজাইয়াছে। তাঁর চোখ তুইটি নীল, দৃষ্টি স্থির ও কোমল, একটি গালে কাটা দাগ, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তরবারির চোট লাগিয়াছিল; নির্ভীক্ পুরুষ ও নির্ভীক কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁর খ্যাতি ছিল।

কাপ্তেন ছিলেন লাল-মুখো থর্ব্বকায় পুরুষ, স্ফীত উদরটি জোর করিয়া টানিয়া বাঁধা; লাল দাড়ি, গোঁফ প্রায় ছাঁটিয়া ফেলা। একদিন রাত্রে স্ফূর্ত্তি করিবার সময় তুইটি দাঁত হারাইয়াছিলেন, কি করিয়া সে তুইটি গিয়াছিল এখন অবশ্য সে কথা তাঁর মনে পড়ে না। দাঁত না থাকিবার জন্য তাঁর কথা সময়ে সময়ে বুঝিতে পারা যাইত না। কাপ্তেনের মাথার ঠিক উপরটাতে ছিল টাক্, একেবারে নেড়া; টাকের নীচে মাথা ভরা চক্‌চকে, মসৃণ, কোঁকড়ান চুল।

কমাণ্ডাণ্ট তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করিলেন। তারপর দৈনন্দিন

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধস্তন কর্ম্মচারীর রিপোর্ট শুনিতে শুনিতে এক বাটি কফি শেষ করিলেন। (এই বার লইয়া সকাল হইতে ছয় বার কফি পান হইল।) রিপোর্ট শোনা শেষ হইলে উভয়েই উঠিয়া জানালার কাছে গেলেন, উভয়ের মুখেই এক কথা—আজকার দিনটা বড়ই খারাপ। মেজর ধীর প্রকৃতির লোক, দেশে পরিবার আছে, সকল অবস্থাই তিনি সহিয়া লইতে অভ্যস্ত; কিন্তু কাপ্তেন স্ফূর্ত্তিবাজ লোক, অলি গলিতে ভ্রমণে ও শ্রেণী বিশেষের মেয়েদের পিছনে পিছনে দৌড়াইতে অভ্যস্ত; তিন মাসকাল এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে বাধ্য হইয়া সচ্চরিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে হইয়াছে বলিয়া রাগে ফুলিতেছিলেন।

দরজার গায়ে আঁচড়াইবার শব্দ হইতে কম্যাণ্ডাণ্ট দরজা খুলিতে বলিলেন। একটি লোক, তাঁহাদের নির্ব্বাক সৈন্যগণেরই এক ব্যক্তি, ঘরে প্রবেশ করিল এবং কথা না বলিয়া নিজের উপস্থিতির দ্বারা জানাইয়া দিল যে প্রাতরাশ প্রস্তুত।

হলঘরে তিনজন অধস্তন সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন; লেপ্টনাণ্ট ওটো ভ্য গ্রোজলিং এবং দুইজন সাব-লেপ্টনাণ্ট ফ্রিট্জ শোনোবুর্গ এবং মারকুইস্ উইল্‌হেল্ম দ্য'ইরিক। শেষোক্ত ব্যক্তি ফর্সা রংয়ের খর্ব্বকায় পুরুষ; লোকের সঙ্গে তার ব্যবহার অহমিকাপূর্ণ ও রূঢ়, এবং বিজিত জাতির প্রতি তার ব্যবহার কঠোর, প্রকৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের মত হিংস্র।

ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিবার পরে হইতে তার সঙ্গীরা তাকে মাদামোয়াজেল ফিফি বলিয়া ডাকিত। এই নামাকরণের কারণ তার মেয়েলী চেহারা, করসেটের মধ্যে পোরা যায় এরূপ সরু কোমর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও তাহাতে সদ্য-উদ্ভিন্ন গোঁফের রেখা, যাহা ভাল করিয়া দেখা যায় না; এই নামাকরণের আরও একটি কারণ সংসারের

লোকজন এবং যাবতীয় বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা সে যে ফরাসী কথা ব্যবহার করা অভ্যাস করিয়াছিল তাহা ; "fi, fi done—" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিবার সময় সে আস্তে আস্তে হিস্‌হিস্ শব্দ করিত।

সাত্যো দ্যু'ভিলের ভোজন কক্ষটি প্রশস্ত, ও অতিশয় সুসজ্জিত; কক্ষের চূর্ণবিচূর্ণ প্রাচীন দর্পণগুলি ও ফ্লাণডাসে´র সুদৃশ্য কার্পেটগুলিতে তরবারির খোঁচা মাদামোয়াজেল ফিফির অবসর কালের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করিতেছিল।

দেয়ালে পরিবারের তিনজন পুরুষের প্রতিকৃতি ছিল; তাঁদের একজন লৌহ বর্ম্মাবৃত সৈনিক, একজন কার্ডিন্যাল ও একজন প্রেসিডেণ্ট। ইঁহারা চীনা মাটির লম্বা পাইপ টানিতেছিলেন এবং পুরাতন, রং চটা ফ্রেমে আবদ্ধ থাকিয়া একজন মহিলা কয়লায় আঁকা বিশাল এক জোড়া গুম্ফে শোভিত হইয়া উদ্ধতভাবে চাহিয়াছিলেন।

এই বিধ্বস্ত, বৃষ্টিপাতের ফলে প্রায়ান্ধকার, বিজয়ী সৈন্যের অধিকারে আসিবার দরুণ নিরানন্দ ঘরে অফিসারগণের প্রাতরাশ একপ্রকার নির্ব্বাক ভাবে চলিতে লাগিল।

আহারান্তে ধূমপানের সময়ে যখন মদ্যপান আরম্ভ হইল তখন সকলেই প্রতিদিনকার মতই একঘেয়ে জীবন যাপনের ফলে নিজ নিজ বিরক্তির কথা ব্যক্ত করিতে লাগিল। কঁইয়াক ও লিকারের বোতল হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া সকলেই অল্প অল্প করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল; মুখে সকলেরই লম্বা, বাঁকা পাইপ, পাইপের শেষ দিকটা চীনা মাটির তৈরী ডিমের মত। পাইপের রংটি এমন যে দেখিয়া মনে হয় হোটেনটট্‌দের মন ভুলাইবার জন্য উহা রং করা হইয়াছে।

গেলাস খালি হইলে এমনি ভাব দেখাইয়া তাহা ভরা হইতেছিল যেন তাদের ক্লান্তির আর সীমা নাই। মাদামোয়াজেল ফিফি গেলাসের মদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা আছড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন সৈনিক নূতন করিয়া একটি গেলাস তার হাতে দিতেছিল।

তামাকের তীব্রগন্ধ ধূমে তাদের দেখা যাইতেছিল না। সকলেরই অল্পবিস্তর নেশা হইয়াছিল, কিন্তু এ নেশা যেমন প্রাণহীন তেমনি নিরানন্দ। কর্ম্মহীন যাদের জীবন তাদের মতই নেশার উপর নেশা করিয়াও তারা আনন্দ পাইতেছিল না। হঠাৎ ব্যারণ দাঁড়াইয়া উঠিল; দিব্য গালিয়া বলিল,—দিন আর কাটতে চায় না, একটা কোন বিহিত না করলে আর চলছে না।

লেপ্টেনাণ্ট ওটো ও সাব-লেপ্টেনাণ্ট ফ্রিট্জ এই দুইজনেরই মুখের চেহারা জার্ম্মাণদিগের চেহারা সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে তেমনি হাঁড়িপানা ছিল। তারা দুইজনেই জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি কাপ্তেন?

কাপ্তেন কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া ভাবিল, তারপরে বলিল,

—ব্যাপার? হ্যাঁ, কমাণ্ডাণ্ট অনুমতি দিলে একটু আমোদের আয়োজন করা যায়।

মেজর পাইপ টানা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি রকম আমোদ কাপ্তেন?

ব্যারণ একটু আগাইয়া গেল, বলিল,—কমাণ্ডাণ্ট, আমি সব ব্যবস্থা কোরব। ল্যা'ডেভোয়ার-কে (Le Devoir) রোয়াঁ পাঠাচ্ছি, আমাদের জন্য সেখান থেকে কয়েকটি মেয়েমানুষ আনতে। আমি জানি কোথায় তাদের পাওয়া যাবে। এখানে সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা হবে; কিছুই বাদ যাবে না,—অন্ততঃ একটা রাত আমাদের ফূর্ত্তিতে কাটবে।

কাউণ্ট অফ্ ফার্লসবার্গ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে একটু হাসিলেন বলিলেন,

—বন্ধু, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

কিন্তু অফিসারগণ সকলেই উঠিয়া তাদের অধিনায়কের চারদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল,

—কম্যাণ্ডাণ্ট, কাপ্তেনকে অনুমতি দিন, এখানে আমরা বড়ই কষ্টে আছি।

অবশেষে মেজর রাজি হইলেন, বলিলেন,

—বেশ।

ব্যারণ তখনই Le Devoir-কে (কর্ত্তব্য পরায়ণতা) ডাকিয়া পাঠাইল। Le devoir একজন বৃদ্ধ নন-কমিশাণ্ড অফিসার, লোকে কখনও তাকে হাসিতে দেখে নাই। কিন্তু সে তার উপরিতন অফিসারদের সকল আদেশ, তাহা যে-প্রকারেরই হউক না কেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত।

নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া সে ব্যারণের আদেশ গ্রহণ করিল, তারপর স্থানত্যাগ করিল; এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ত্রিপলের ছাদ দেওয়া প্রকাণ্ড সামরিক গাড়ীখানি ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে চার ঘোড়াতে বেগে টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল।

সেই মুহূর্ত্তে জাগরণের একটা কম্পন সকলের মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত বহিয়া গেল; যারা গা এলাইয়া দিয়া বসিয়াছিল তারা সোজা হইয়া বসিল, মুখের চেহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্ত্তা সুরু হইল।

আগের মতই জোরে বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু মেজর মন্তব্য করিলেন যে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট ওটো নিজের মত ব্যক্ত করিয়া বলিল যে আকাশ শীঘ্র একেবারে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মাদামোয়াজেল ফিফি এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে

ছিল না। সে একবার উঠিতেছিল, আবার বসিতেছিল। তার স্বচ্ছ ও কঠিন দৃষ্টি ভাঙ্গিবার মত কোন বস্তু খুঁজিতেছিল, হঠাৎ গুম্ফযুক্ত ভদ্রমহিলাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে রিভলবার টানিয়া বাহির করিল, বলিল—"তুমি এ ব্যাপার দেখতে পাবে না," এবং আসন ত্যাগ না করিয়া লক্ষ্য করিল। পর পর দুইটি গুলি প্রতিকৃতির দুইটি চোখ ফুটা করিয়া দিল।

তারপর সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—আমি কামান দাগছি।

হঠাৎ কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল, একটা নূতন ও প্রবল ঔৎসুক্য সকলকে পাইয়া বসিল।

এই কামান দাগা জিনিসটি তারই আবিষ্কার, তার ধ্বংস করিবার প্রণালী, তার নিজস্ব আমোদ।

তাড়াতাড়ি সাত্যো ত্যাগ করিবার সময় উহার মালিক কাউণ্ট ফারনাদ দ্য'আময়স দ্যু'ভিল কোন জিনিস লইয়া যাইবার বা লুকাইয়া রাখিবার সময় পান নাই, শুধু দেওয়ালের মধ্যে একটা গর্ত্তে রৌপ্য তৈজস পত্রগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাউণ্ট অত্যন্ত ধনী ও জাঁকজমক প্রিয় ছিলেন; তাঁড়াতাড়ি পলাইবার পূর্ব্বে তাঁর প্রকাণ্ড সালোঁটি (সালোঁও ভোজন কক্ষের মধ্যে একটি দরজা ছিল) মিউজিয়মের একটা গ্যালারীর মত দেখাইত।

দেয়াল হইতে পর্দ্দা, ড্রইং ও দামী চিত্র ঝুলিতেছিল, টেবিলে, সেল্‌ফে ও সুন্দর সো-কেসে হাজার রকমের টুকটাক্, চীনা ও জাপানী ভেস্, ছোট ছোট পাথরের মূর্ত্তি, চীনামাটির তৈয়ারী স্যাক্সনী ও চীনদেশের অদ্ভুত মূর্ত্তি, প্রাচীন হাতীর দাঁতের, ভেনিসের কাঁচের জিনিস—এই রকমের অসংখ্য অদ্ভুত ও মূল্যবান বস্তুতে প্রকাণ্ড ঘরখানি পূর্ণ ছিল।

কিন্তু এগুলির সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। অবশ্য কোন জিনিস চুরি

যায় নাই, মেজর কাউণ্ট অফ ফার্ল সবার্গের সে দিকে কড়া শাসন ছিল। কিন্তু মাদামোয়াজল ফিফি মাঝে মাঝে কামান দাগিতেন; কয়েকদিন আগেও সকল অফিসারই তামাসা দেখিয়া পাঁচ মিনিটকাল প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

খর্ব্বকায় মারকুইস সালোঁতে গিয়া তার আবশ্যক জিনিস পত্র আনিল। তার মধ্যে ছিল চীনা মাটির ছোট একটি চা ভিজাইবার পাত্র। এইটি বারুদে ভর্ত্তি করিয়া, নলের মধ্যে সে আস্তে আস্তে একখানা লম্বা পাতলা কাঠ পুরিয়া দিল। তারপর সেই কাঠে আগুন লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটি রাখিয়া আসিল, যাতে সেই ঘরের মধ্যেই উহা ফাটিতে পারে।

তাড়াতাড়ি সে ফিরিয়া আসিয়া সকলে যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সকলেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, মুখে মৃদু হাসি ও ছেলেমানুষের মত কৌতূহল। তারপর টী-পট ফাটিবার শব্দে সমস্ত সাত্যো কাঁপিয়া উঠিল। তখন সকলে দৌড়াইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রথমে সে ঘরে প্রবেশ করিল মাদামোয়াজেল ফিফি; পোড়া মাটির তৈয়ারী একটি ভেনাসের মূর্ত্তি ছিল তার মাথাটি গিয়াছিল উড়িয়া, তারই সামনে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্ত আনন্দে দুই হাত ছুড়িতে লাগিল। প্রত্যেকেই পোরসিলেনের বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল, কোন্ কোন্ জিনিস ধ্বংস হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, কোন্ কোন্ জিনিস্ পূর্ব্ববারে কামান দাগিবার ফলে ধ্বংস হইয়াছে সে সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। বিস্ফোরণের ফলে সালোঁর বিপর্য্যস্ত অবস্থা ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত কলা শিল্পের নিদর্শক জিনিসগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেজর নীরোর ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। ঘর হইতে

বাহিরে আসিবার সময় তিনি উৎসাহিত করিবার ভাবে বলিলেন, "এবারে বেশ কৃতকার্য্য হয়েছ।"

খাইবার ঘর তামাকের ধোঁয়ায় ভর্ত্তি ছিল, এখন সাঁলো হইতে এত ধোঁয়া সে ঘরে আসিয়া জমা হইল যে সকলের দম আটকাইবার যোগাড় হইল। কম্যাণ্ডাণ্ট জানালা খুলিয়া ফেলিলেন; অফিসারগণ শেষ গেলাস কঁইয়াক পান করিবার জন্য সে ঘরে আসিয়াছিল, তারা তাঁর কাছে আগাইয়া গেল।

হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জলের কণা উড়িয়া আসিয়া পাউডারের মত তাদের দাড়িতে লাগিয়া গেল, আর আসিল জলপ্লাবনের সঁ্যাৎসেতে গন্ধ। তাদের চোখে পড়িল বড় বড় গাছগুলিকে বৃষ্টির তোড়ে অভিভূতের মত দেখাইতেছিল, ঘন, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ধারা বর্ষণে বিশাল উপত্যকা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, এবং দূরে, বহুদূরে গির্জ্জাঘরের চূড়াটি বারি ধারার মধ্য দিয়া একটি ধূসর বর্ণের রেখার মত দেখাইতেছিল।

তারা আসিবার পরে গির্জ্জায় আর ঘণ্টা বাজে নাই। আক্রমণকারীরা এই অঞ্চলে কেবল একটি বিষয়ে বাধা পাইয়াছিল, তাহা এই ঘণ্টা বাজাইবার ব্যাপারে। প্রুশীয়ান সৈন্যদের ঘরে স্থান দিতে ও আহার্য্য যোগাইতে গির্জ্জার আচার্য্য কোন আপত্তি করেন নাই, অনেকবার শত্রুপক্ষীয় কম্যাণ্ডাণ্টের নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দুই এক বোতল বীয়র বা বোর্দ্দো পান করিতেও তিনি ইতঃস্তত করেন নাই; কম্যাণ্ডাণ্ট প্রায়ই তাঁকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও ঘণ্টার একটু টুং শব্দ করা হউক এ দাবী কমাণ্ডাণ্টের করিবার উপায় ছিল না। এজন্য আচার্য্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই ছিল তাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার ভঙ্গী, নিরুপদ্রব, নীরব প্রতিবাদ,

—তাঁর মত শান্তিপ্রিয়, অহিংস ধর্ম্মী লোকের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত প্রতিবাদ। চতুর্দ্দিকের ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী অঞ্চলের লোক স্বীয় গির্জ্জার অক্ষুণ্ণ নীরবতার দ্বারা জন সাধারণের শোক ব্যক্ত ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাঁতাডোয়াইনের আচার্য্যের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসা করিত।

গ্রামের সকল লোক এই দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল; এই নীরব প্রতিবাদের দ্বারা জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এই ধারণায় তারা শেষ পর্য্যন্ত তাদের আচার্য্যের সাহায্য করিতে ও সেজন্য সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত ছিল। গ্রামের কৃষকেরা মনে করিত এই কার্য্যের দ্বারা তারা ষ্ট্রাসবুর্গের অপেক্ষাও বেশী দেশভক্তির প্রমাণ দিয়াছে। ষ্ট্রাসবুর্গের তুল্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, সুতরাং তাদের গ্রামের নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

শুধু এই বিষয়ে ছাড়া প্রুশীয়ান জেতৃগণের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করিতে তারা প্রস্তুত ছিল।

কমাণ্ডাণ্ট ও তাঁর সহকর্ম্মীরা এই নিরুপদ্রব সাহসের পরিচয় পাইয়া হাস্য করিতেন; এ অঞ্চলের লোক তাঁদের বেশ বাধ্য ও অনুগত ছিল, সুতরাং স্বেচ্ছায় তাঁরা এই নীরব দেশপ্রিয়তা সহ্য করিতেন।

কেবল খর্ব্বকায় মারকুইস উইলহেল্ম জোর করিয়া ঘণ্টা বাজাইবার পক্ষে ছিল। তার উপরিতন কর্ম্মচারীর, আচার্য্যের প্রতি কুটবুদ্ধি প্রসূত: এই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া যাইত। প্রতিদিন কমাণ্ডাণ্টের কাছে সে অনুনয় করিয়া বলিত যে তাকে একবার, কেবল একটিবারের জন্য, কেবল একটু তামাসা দেখিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইবার অনুমতি দেওয়া হউক। অতি মিষ্ট কথায়, স্ত্রীলোকেরা যে সকল চাটুবাক্য ব্যবহার করে তেমনি চাটুবাক্যের প্রয়োগে, উদ্দীপ্ত কামনা বুকে লইয়া প্রণয়িনী যেরূপ মধুমাখা স্বরে গুঞ্জন করে সেইরূপ স্বরে সে তার ঐ প্রার্থনা জানাইত,

কিন্তু কমাণ্ডাণ্ট তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। এই প্রার্থনা ভঙ্গের দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিবার জন্য মাদামোয়াজেল ফিফি সাত্যো দ্যু'ভিল-এ কামান দাগিত।

তাঁরা পাঁচজন সেখানে গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া কয়েক মিনিটকাল ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগাইলেন। অবশেষে লেপ্টেনাণ্ট ফ্রিট্জ খানিকটা হাসিয়া নিয়া বলিল,—এই মহিলাদের শিকার অন্বেষণে ঘুরিবার জন্য নিশ্চয় বেশী সময় লাগিবে না।

তারপর সকলে যে যার কাজে চলিয়া গেল। কাপ্তেন বিশেষভাবে না দেখিলে ডিনারের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা আবার যখন সকলে মিলিত হইলেন তখন পরস্পরের বেশ-ভূষার পারিপাট্য দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সকলেই ফিটফাট, পমেড ও সুগন্ধি লাগাইয়া কার্ত্তিকটি সাজিয়াছেন, যেন Great Reviewএর জন্য প্রস্তুত। কমাণ্ডাণ্টের চুল পর্য্যন্ত সকাল বেলার অপেক্ষা কম সাদা বলিয়া মনে হইতেছিল ; কাপ্তেন কেবল গোঁফটি রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া কামাইয়াছিল, নাকের নীচে তার লাল গোঁফটি যেন জ্বলিতেছিল।

বৃষ্টি সত্ত্বেও জানালা খোলা ছিল ; মাঝে মাঝে এক একজন জানালার কাছে গিয়া কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা শুনিতেছিল। ৬টা ১০ মিনিটের সময়ে কাপ্তেন বলিল যে দূরে গাড়ীর শব্দ শোনা যাইতেছে। সকলে হুটপাট করিয়া জানলার কাছে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চার ঘোড়াতে প্রকাণ্ড গাড়ীখানা উড়াইয়া লইয়া আসিল,—পিঠ পর্য্যন্ত ঘোড়া গুলির গায়ে কাদা, হিস্‌হিস্ করিয়া তাদের নিশ্বাসের শব্দ হইতেছিল।

পাঁচটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল। কাপ্তেন তার এক বন্ধুর নামে চিঠি পাঠাইয়াছিল, উক্ত বন্ধুটি বিশেষ যত্ন করিয়া সুন্দরী দেখিয়া বাছিয়া এই পাঁচটি স্ত্রীলোককে পাঠাইয়াছিল।

এদের রাজি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হয় নাই। কারণ তারা জানিত যে ভালমত পুরষ্কার তারা নিশ্চয় পাইবে; তা ছাড়া গত তিন মাস কাল তারা প্রুশীয়ানদের সংশ্রবে আসিয়াছে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে যেমন কারবার প্রুশীয়ানদের সঙ্গে তেমনি কারবার করা ছাড়া উপায় ছিল না। মনে হয়ত একটু বাধিতেছিল, এই দ্বিধা কাটাইবার জন্যই তারা পরস্পরকে বুঝাইতেছিল—"এই আমাদের ব্যবসা, উপায় কি।"

সকলে ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মম ধ্বংসচিহ্নে সমাকীর্ণ আলোকিত কক্ষটি এবং বিবিধ খাদ্যবস্তু, ও গৃহস্বামী কর্ত্তৃক দেয়ালের মধ্যে লুক্কায়িত মূল্যবান রৌপ্য ভোজনপাত্র যাহার উদ্ধার সাধন হইয়াছিল তাহাতে সজ্জিত ডিনার টেবিল দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন উহা দস্যুদিগের একটি আড্ডা, লুণ্ঠনের পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। কাপ্তেনের স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজ করিতেছে এই ভাবে সে তাদের চেহারার প্রশংসা করিয়া, তাদের চুম্বন করিয়া, তাদের আঘ্রাণ লইয়া, স্ফূর্ত্তি করিবার সাথী হিসাবে তাদের মূল্য বিচার করিয়া মেয়ে কয়টিকে যেন একাই দখল করিয়া ফেলিল। তারপর অল্প-বয়স্ক তিনজন অফিসার যখন এক একটিকে নিজেদের দিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল তখন কাপ্তেন কর্ত্তৃত্বের ভাবে বাধা দিয়া জানাইল যে যাতে সুবিচার হয় এরূপভাবে এবং পদমর্য্যাদা ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া সেই ভাগ করিয়া দিবে।

সকল আলোচনা, বিতর্ক ও পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ এড়াইবার জন্য সে আগে সকলের অপেক্ষা যে ঢেঙ্গা তাকে, তারপরে যে তার অপেক্ষা বেঁটে তাকে, এইভাবে সকলকে লাইন বাঁধিয়া দাঁড় করাইল। দাঁড় করাইয়া সকলের অপেক্ষা যে ঢেঙ্গা তাকে কর্ত্তৃত্বের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

তোমার নাম কি ?

গলা চড়াইয়া মেয়েটি জবাব দিল—পামেলা।

তখন সে ঘোষণা করিল,—এক নম্বর পামেলা, কমাণ্ডাণ্টের ভাগে।

দ্বিতীয়টির নাম ব্লঁদিন। দখল প্রমাণ করিবার জন্য তাকে চুম্বন করিয়া সে নিজের ভাগে রাখিল। লেপ্টেনাণ্ট ওটোর ভাগে পড়িল স্থূলকায়া আমাদা। টোমাটোর মত টকটকে চেহারার ইভা পড়িল সব-লেপ্টেনাণ্ট ফ্রিট্জের ভাগে। রাসেল সকলের ছোট। ব্রুনেট রং, ঘন কাল চোখ; তীক্ষ্ণ নাক, নাকের ডগা উপরদিকে একটু উল্টান,—তাতে বোঝা যায় সে জাতে ইহুদী। সকলের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, ক্ষীণ দেহ মার্কুইস উইলহেল্ম ভ'ঈরিকের ভাগে পড়িল রাসেল।

মেয়েদের সকলেই সুশ্রী ও মোটাসোটা, কাহারো চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। প্রতিদিনকার প্রেমের অভিনয় ও আমোদ ভবনের একই ধরণের জীবন তাদের চেহারা ও গায়ের রংকেও প্রায় একই রকমের করিয়া তুলিয়াছিল।

বুরুস ও সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন এই অজুহাত দেখাইয়া অল্পবয়স্ক তিনজন অফিসার তাদের সাথীদের নিজ নিজ ঘরে টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল কিন্তু কাপ্তেন বাধা দিয়া বলিল যে তারা যে বেশে আছে সেই বেশেই টেবিলে বসিতে পারে; এখন যারা উপরে যাইবে নীচে আসিবার সময় তারা আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবে ও আর সকলকে বিরক্ত করিবে। কাপ্তেনের অভিজ্ঞতারই জয় হইল। অগত্যা অফিসারগণ তাদের সাথীদের কেবল পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হইল, সে চুম্বনের অর্থ আমরা আশায় থাকিলাম।

হঠাৎ রাসেলের দম বন্ধ হইবার মত হইল, কাশিতে কাশিতে চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। মারকুইস চুমা খাইবার ছলে এক মুখ তামাকের ধোঁয়া তার মুখের মধ্যে

ছাড়িয়া দিয়াছিল। রাসেল কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিল না, একটি কথা কহিল না, শুধু এক দৃষ্টে তার দখিলকারীর দিকে চাহিয়া রহিল, দুই কাল চোখে পুঞ্জীভূত জাতক্রোধ ভরিয়া।

সকলে বসিলেন। স্বয়ং কমাণ্ডাণ্ট পর্য্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। ডানদিকে পামেলা ও বাঁ দিকে ব্লঁদিনকে বসাইয়া তোয়ালে খুলিতে খুলিতে তিনি বলিলেন,—কাপ্তেন, আপনার মাথায় বড় চমৎকার আইডিয়া এসেছিল!

লেপ্টেনাণ্ট অটো ও ফ্রিট্‌জ যেন ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকের সম্মুখে রহিয়াছে এইরূপ সংযতভাবে চলিতেছিল, ফলে তাদের দুই জনের সাথীরা একটু ভয় খাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেলডাইনষ্টাইনের ব্যারণ পুরাতন পাপী; সে স্ফূর্ত্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল, দুই চারিটা অশ্লীল বকনী ঝাড়িতে লাগিল; মনে হইল আনন্দের আধিক্যে তার লাল চুল শোভিত মাথাটি জ্বলিতেছে। রাইন প্রদেশের প্রচলিত ফরাসীতে সে ইয়াকি দিতে লাগিল; কাপ্তেনের মদের আড্ডায় চলতি প্রণয় বচনগুলি ভাঙ্গা দুই দাঁতের ফাঁক দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে অজস্র থুথু ছিটিয়া মেয়েদের মধ্যে পড়িতেছিল।

এসব রসিকতার একবর্ণও তাদের বোধগম্য হইতেছিল না। শুধু যখন ভাঙ্গা ফরাসীতে উচ্চারিত অশ্লীল কথাগুলি তার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল তখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ তাদের প্রত্যেকের পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের পেটের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া ব্যারণের কথাগুলি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে এক সঙ্গে পাগলের মত হাসিতে লাগিল। মেয়েগুলি যাতে অশ্লীল কথা বেশী বেশী করিয়া বলে সেজন্য ব্যারণ কথাগুলি ইচ্ছা করিয়াই বিকৃত করিতেছিল। প্রথম কয়েক বোতল মদ খাইবার পরেই তাদের নেশা ধরিয়া গিয়াছিল.

তারা ইচ্ছা করিয়াই অনর্গল অশ্লীল কথা বলিতে লাগিল। ক্রমশঃ অভ্যস্ত ধাতে আসাতে আড়ষ্টতা কাটিয়া গেল, তখন তারা ডান ও বাঁ দিকে উপবিষ্ট পুরুষদের গোঁফে চুমা খাইতে লাগিল, তাদের বাহুতে চিমটি কাটিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া কথা বলিতে লাগিল, সকলের গ্লাস হইতেই এক এক চুমুক মদ খাইতে লাগিল, ফরাসী গানের কলি ও শত্রুদের সঙ্গে দৈনন্দিন সংস্পর্শের ফলে শেখা জার্ম্মাণ গানের কলি গাহিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে চোখের সম্মুখে অবস্থিত ও বাহু বন্ধনে আবদ্ধ নারী দেহের সংস্পর্শে পুরুষেরাও উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তারা যথেচ্ছা চেঁচাইতে ও গেলাস ছুড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল; আর তাদের পিছন দিকে দাঁড়াইয়া সৈন্যগণ নিঃশব্দে পরিবেশন করিতে থাকিল।

কেবল কমাণ্ডাণ্টের দৃষ্টি সকলের উপরে ছিল।

মাদামোয়াজেল ফিফি রাসেলকে দুই হাঁটুর উপর বসাইয়াছিল; উত্তেজনার প্রাবল্যে সে পাগলের মত রাসেলের কাঁধের উপরকার ঘন-কুঞ্চিত কেশে চুম্বন করিতে লাগিল, তার শরীরের নগ্ন অংশে মুখ লাগাইয়া দেহের মৃদু উষ্ণতা ও সুগন্ধ অনুভব করিতে লাগিল; তারপর স্বভাবগত ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি চালিত হইয়া উন্মাদ, হিংস্র জন্তুর ন্যায় রাসেলের পোষাকের উপর দিয়া তার দেহে সজোরে চিমটি কাটিতে লাগিল, রাসেল চীৎকার করিয়া উঠিল। কখন কখন দুই বাহুর দ্বারা তাকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন তাকে নিজ দেহের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চায় এই ভাবে রাসেলকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। তার সরস দুই ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন করিয়া তার নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ তাকে এত জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে রক্তের ধারা রাসেলের চিবুক বাহিয়া কাপড়ের উপর পড়িল।

রাসেল আবার তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর ক্ষত স্থান ধুইয়া ধীরে ধীরে বলিল—এর মূল্য দিতে হবে।

মাদামোয়াজেল ফিফি তার ইস্পাতের মত কঠিন হাসি হাসিয়া বলিল —হ্যাঁ, আমি এর মূল্য দিব।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল, শ্যাম্পেন ঢালা হইল। কমাণ্ডাণ্ট দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সাম্রাজ্ঞী অগাষ্টার স্বাস্থ্য পান করিতে হইলে যেরূপ স্বরে বলিতেন ঠিক সেইরূপ স্বরেই বলিলেন—

—আমাদের প্রেয়সীদের স্বাস্থ্য কামনায়।

তারপর স্বাস্থ্যপান আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সৈন্যদের অভ্যস্ত চাটুবাক্য ও অশ্লীল রসিকতা ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ আরও বিকৃত শুনাইতে লাগিল।

তারপর একে একে সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মেয়েরা তখন ঘোর মাতাল হইয়াছে, তাদের চোখের দৃষ্টি শূন্য, দুই ওষ্ঠ আঁটিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক কথাতেই তারা প্রাণপণে হাততালি দিতে লাগিল।

এই তাণ্ডবকে একটু ভদ্র চেহারা দিবার অভিপ্রায়েই কাপ্তেন আর একবার মদের গেলাস তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—আমরা যে হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছি সেই সকল হৃদয়ের সম্মানার্থে!

তখন বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ও ব্ল্যাক ফরেষ্টের ভালুকের মত চেহারা লইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওটো উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। মাতালের দেশপ্রেম বোধহয় তাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল—ফ্রান্সের উপর আমাদের জয়লাভের সম্মানার্থে!

স্ত্রীলোকগুলি সকলেই মাতাল হইয়াছিল, তবুও তারা চুপ করিয়া রহিল। রাসেল কাঁপিতেছিল, সে বলিল,

—আমি জানি ফরাসী দেশে এমন অনেক লোক আছে যাদের সাম্‌নে এ কথা তুমি বলতে সাহস করবে না।

মারকুইস তখনও তাকে দুই হাঁটুর উপর বসাইয়া রাখিয়াছিল। মদ খাইয়া তার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল—বটে, বটে, আমি কিন্তু এমন লোকের দেখা পাইনি। আমরা উপস্থিত হইলেই তারা ক্যাম্প ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

রাসেল রুখিয়া উঠিয়া তার মুখের উপর বলিল—পাজি, মিথ্যুক!

এক মুহূর্ত্তের জন্য যেমন করিয়া মারকুইস তার দুই উজ্জ্বল চোখ যে চিত্রের ক্যানভাস সে রিভলবারের গুলিতে ফুটা করিয়া দিয়াছিল সেই চিত্রের উপর নিবদ্ধ করিয়াছিল তেমনি করিয়া রাসেলের উপর নিবদ্ধ করিল, তারপর সে হাসিতে হাসিতে বলিল,

—সুন্দরী, বড় ঠিক কথা বলেছ। তারা সাহসী হলে কি আমাদের এখানে দেখ্‌তে পেতে? তারপর উত্তেজিত হইয়া সে বলিল,

—আমরা তাদের প্রভু। ফ্রান্স আমাদের!

রাসেল এক ঝটকায় তার হাঁটুর উপর হইতে উঠিয়া চেয়ারে গিয়া বসিল। মারকুইস দাঁড়াইয়া উঠিয়া টেবিলের মাঝ খানে গেলাস রাখিয়া বলিল,

—ফ্রান্স আমাদের, ফ্রান্সের লোক, ফ্রান্সের বন, মাঠ ও বাড়ীঘর সব আমাদের!

মাতালের দলকে তখন সামরিক উত্তেজনায়, পশুর উত্তেজনায় পাইয়া বসিয়াছে। গেলাস হাতে করিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া বলিল,

—জয় প্রুশীয়ার!

তারপর এক চুমুকে গেলাস নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

মারকুইস গেলাসে নূতন করিয়া শ্যাম্পেন ভরিয়া গেলাসটি ইহুদী মেয়েটির মাথার উপর ধরিয়া বলিল,

—ফ্রান্সের সকল মেয়েও আমাদের !

রাসেল বিদ্যুৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, গেলাসটি উল্টাইয়া মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, হলুদ রঙের মদ তার কাল কেশের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন নূতন করিয়া তার ব্যাপ্‌টিজ্‌ম ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তার ঠোঁট কাঁপিতেছিল ; মারকুইস হাসিতেছিল, রুখিয়া তার দিকে চাহিয়া সে বলিল,

—একথা,—একথা মিথ্যা, কারণ ফ্রান্সের মেয়েদের তোমরা জয় করতে পার নাই।

মারকুইস ভাল করিয়া হাসিবার জন্য চেয়ারে বসিল, তারপর পারীর উচ্চারণ ভঙ্গী নকল করিয়া বলিল,

—ওগো ভালো মেয়েটি, তাহলে আপনি এখানে এসেছেন কেন ?

রাসেল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার কথার অর্থ সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তারপর যখন তার কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল তখন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া বলিল,

—আমি! আমি! আমি ত ভদ্র মহিলা নই, আমি বেশ্যা। প্রুশীয়ানরা কি বেশ্যা ছাড়া আর কিছু পাবার যোগ্য ?

তার কথা শেষ না হইতেই মারকুইস তাকে সজোরে চড় মারিল। রাগে জ্ঞান হারাইয়া আবার যেমন সে হাত উঠাইল রাসেল টেবিলের উপর হইতে একখানা রূপার ছুরি তুলিয়া লইয়া কেহ কিছু দেখিবার অবসর না পাইতেই পলকের মধ্যে সেখানা তার বুকের মধ্যে বসাইয়া দিল।

মারকুইস যে কথা বলিতেছিল সেটা তার গলায় আটকাইয়া গেল, হাঁ করিয়া, ভীতি বিস্ফারিত চোখে সে চাহিয়া রহিল।

সকলে চীৎকার করিয়া এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। রাসেল লেপ্টেনাণ্ট ওটোর পায়ে চেয়ার ছুড়িয়া মারিল, ওটো মেজের উপর পড়িয়া গেল; তারপর দৌড়াইয়া জালানার কাছে গিয়া কেহ তাকে ধরিবার আগেই জানালা দিয়া লাফাইয়া রাত্রের অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হইল।

দুই মিনিটের মধ্যে মাদামোয়াজেল ফিফির মৃত্যু হইল। লেপ্টেনাণ্ট ওটো স্ত্রীলোকগুলিকে হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে খাপ হইতে তরোয়াল খুলিয়া ফেলিল, তাদের সকলকে হত্যা করিবার জন্য। মেজর অনেক চেষ্টায় এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিলেন। স্ত্রীলোক চারিজন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, দুইজন লোকের পাহারায় তিনি তাদের একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তারপর যেন লড়াইয়ের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করিতেছেন এইভাবে পলাতকার অনুসন্ধানের জন্য তাদের নিযুক্ত করিলেন। তাঁর আশা হইল তাকে নিশ্চয় ধরিতে পারিবেন। পঞ্চাশ জন লোক পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, বাকী দুইশত সৈন্য বন ও সমস্ত বাড়ীতে অনুসন্ধান করিতে গেল।

ভোজন পাত্রগুলি টেবিলের উপর হইতে এক মুহূর্ত্তে সরাইয়া ফেলিয়া মৃতদেহটি তার উপর রাখা হইল। অফিসার কয়জন নিশ্চল হইয়া জালানার কাছে দাঁড়াইয়া রাত্র কতখানি হইয়াছে দেখিতে লাগিল, তাদের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, সকলের মুখের ভাব লড়াইতে নিযুক্ত সৈন্যদের মুখের মত কঠিন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাত্রের অন্ধকারে অবিরাম ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছিল; বৃষ্টি পড়িবার টপ টপ শব্দ, বৃষ্টির জলের কল কল শব্দ,

বৃষ্টির জলের টুপ টাপ শব্দ, বৃষ্টির জলের ছল ছল শব্দ রাত্রের অন্ধকারকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, তারপর বহুদূরে আরেকটা। চার ঘণ্টা কাল, একবার নিকটে একবার দূরে এইরূপ বন্দুকের শব্দ, সৈন্যদের হুসিয়ারীর শব্দ, বাজখাই গলায়, অজ্ঞাত ভাষায় উচ্চারিত সৈন্যদের হাঁক ডাকের শব্দ শোনা গেল।

সকাল বেলা সকলে ফিরিয়া আসিল, পলাতকার অনুসন্ধানের উৎসাহের আধিক্যে এবং এই নিশা অভিযানের গোলমালে সৈন্য দল নিজেদের দুইজন সঙ্গীকে হত্যা ও অপর তিনজনকে আহত করিয়াছিল।

কিন্তু রাসেলকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

তখন স্থানীয় লোকদের উপর নিপীড়ন চলিতে লাগিল, ঘর বাড়ী লণ্ড ভণ্ড করা হইল, সমস্ত অঞ্চল আগাগোড়া চষিয়া ফেলা হইল। ইহুদী মেয়েটি কোন পথে পালাইয়াছে তার একটুমাত্র নির্দ্দেশও রাখিয়া যায় নাই।

জেনারেলকে ব্যাপার জানান হইলে তিনি উহা চাপা দিবার আদেশ দিলেন যাতে সৈন্যদের মধ্যে এই কুদৃষ্টান্ত প্রচারিত না হইতে পারে। তিনি কমাণ্ডাণ্টের জন্য সৈন্য বিভাগীয় ব্যবস্থামত শাস্তির বিধান করিলেন, তিনি আবার তাঁর অধস্তন অফিসারদের শাস্তির বিধান করিলেন। জেনারেল লিখিয়াছিলেন বেশ্যা লইয়া আমোদ করিবার জন্য যুদ্ধ করা হয় নাই। কাউণ্ট ফারল্‌স্‌বার্গ ক্রুদ্ধ হইয়া দেশের লোকের উপর প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

যাতে বিনা দ্বিধায় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন সেজন্য একটা অজুহাতের প্রয়োজন। এই অজুহাত সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন যে মারকুইস দ্য' এরিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজাইতে হইবে।

সকলের ধারণা ভুল প্রমাণ করিয়া দিয়া আচার্য্য বাধ্য, বিনীত ও বিশেষ দুঃখিতভাব প্রকাশ করিলেন। মাদামোয়াজেল ফিফির মৃতদেহ সৈন্যদের দ্বারা বাহিত ও গুলিভরা বন্দুকধারী সৈন্যদের দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া সাতো দ্যু'ভিল হইতে বাহির হইয়া গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হইলে সেই প্রথম গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, শব্দ শুনিয়া মনে হইল যেন একখানি স্নেহময় হস্তের আদর পাইয়া উহা আহ্লাদে টুং টাং করিয়া বাজিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা আবার বাজিল, পরের দিন বাজিল, প্রত্যহ বাজিতে লাগিল, লোকের আশ মিটাইয়া ঘণ্টা বাজিয়া চলিল। রাত্রেও ঘণ্টা অকারণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল, হঠাৎ কেন যেন ঘুম হইতে জাগিয়া, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্ধকারে দুই চারিবার মৃদু টুং টাং শব্দ করিয়া উঠে। সে অঞ্চলের সকল চাষীরা বলাবলি করিতে লাগিল যে ঘণ্টাকে ভূতে পাইয়াছে ; ফলে আচার্য্য ও স্যাক্রিষ্টান ছাড়া আর কেহ ঘণ্টার কাছে যাইত না।

যেখানে ঘণ্টা থাকে একটি দুর্ভাগিনী মেয়ে নিঃসঙ্গতা ও আতঙ্কের মধ্যে সেখানে বাস করিত, ঐ দুজন লোক গোপনে তাকে খাওয়াইতেন।

জার্ম্মাণ সৈন্যরা না যাওয়া পর্য্যন্ত সে সেখানেই রহিল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা আচার্য্য রুটিওয়ালার গাড়ীখানা চাহিয়া আনিলেন, নিজে তাঁর বন্দিনীকে সঙ্গে করিয়া রোয়াঁ সহরে পৌঁছাইয়া দিলেন, রোয়াঁ পৌছিয় তিনি তাকে চুম্বন করিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া রাসেল তার পূর্ব্ব বাসস্থানে উপস্থিত হইল। বাড়ীওয়ালা মনে করিয়াছিল সে মারা গিয়াছে।

উন্নতমনা এক দেশপ্রেমিক তার সাহসিক কার্য্যের জন্য রাসেলকে ভালবাসিতেন, ক্রমে তিনি তার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া সেই স্থান হইতে তার উদ্ধার সাধন করিলেন। তাঁর গৃহিনী হইয়া রাসেলের সম্মান কোন ভদ্র মহিলার অপেক্ষা কম হইল না।